পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 297 Thursday, 26 September, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৯৭ সংখ্যা ❋ ৯ আশ্বিন ১৪৩১, বৃহস্পতিবার, ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

কার্নিভাল হবে কার্নিভালের মতোই, 'উৎসব বিতর্কের' মাঝেই ঘোষণা নবান্নর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ এবছরের দুর্গাপুজো নিয়ে অনেক রকম মতামত তৈরি হয়েছে জনমানসে। আরজি করের ঘটনার প্রেক্ষিতে একটা অংশের মানুষ দাবি করেন, এবছরে পুজোর উদযাপন না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। আর এক দল বলেন, পুজোর সঙ্গে বহু মানুষের রুটিরুজি জড়িয়ে, সেকথা মাথায় রাখা উচিত। কেউ আবার দাবি করেন, পুজো হোক, কিন্তু উৎসব নয়। এসবের মাঝেই প্রশাসনিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, 'উৎসবে ফেরা'র কথা। এই নিয়েও বিতর্ক ঘনায়। প্রশ্ন ওঠে দুর্গাপুজো পরবর্তী যে কার্নিভাল হয় রেড রোডে, তারই বা কী হবে। সব প্রশ্নের উত্তর মিলল আজ, বুধবার। নবান্নের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে নোটিস জারি করে

ঘোষণা করে দেওয়া হল, ১৫ অক্টোবর রেড রোড কার্নিভাল অনুষ্ঠিত হবে। শুধু কার্নিভাল নয়, এদিনের বিজ্ঞপ্তিতে একগুচ্ছ পুজো কর্মসূচির উল্লেখ করা হয়েছে। লেখা হয়েছে, 'শারদোৎসব বাংলা সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শিল্পীদের নিত্যনতুন সৃজনশীলতা ও সাধারণের অংশগ্রহণে শারোৎদসব বাংলার সংস্কৃতিকে আরও নান্দনিক করে তুলেছে। বাঙালির শিল্পচেতনার গরিমাকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ২০১৩ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মান পুরস্কার চালু করেছে। এবছরও সেই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।' সেরা প্রতমা, সেরা মণ্ডপ, সেরা আলোকসজ্জা, সেরাসমাজচেতনা-সহ কোন কোন বিভাগে মিলবে পুরস্কার, উল্লেখ করা হয়েছে সেসব। জানানো হয়েছে, বিচারকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মহাষষ্ঠীর দিন ঘোষণা হবে ফলাফল। কলকাতার বাইরেও ২২টি জেলার মধ্যে থেকে সেরা পুজো কমিটি বেছে নেওয়া হবে। এমনকি রাজ্যের বাইরে ও দেশের বাইরে থেকেও অনলাইনে আবেদন পাঠানো যাবে।

পুর অধিবেশনেও এবার 'ম্যান মেড' বন্যা প্রসঙ্গ, সুর চড়ালেন ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ এবার কলকাতা পুরসভার অধিবেশনেও 'ম্যান মেড' বন্যা প্রসঙ্গ। গঙ্গার পাড় ভাঙন এবং জল স্তর কমে যাওয়া নিয়ে অধিবেশনে প্রস্তাব নিয়ে আসেন তৃণমূল কাউন্সিলার বিশ্বরূপ দে। সেই প্রস্তাবের সমর্থনে তৃণমূল কাউন্সিলর রত্না শূর বলেন, ''কুঁদঘাট এবং টালিগঞ্জে গঙ্গার জল ড্রেজিং এর জন্য আশপাশের বাড়িতে ভাঙন দেখা দিচ্ছে।'' তা নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করেন তিনি। সেই প্রস্তাব পর্বে বক্তব্য রাখতে উঠে মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, ''সামান্য কয়েকদিন আগে গঙ্গায় বাণ এসেছে, তাতেই এখানকার মানুষের ত্রাহি ত্রাহি রব। ভাবুন তো যারা দীর্ঘদিন ধরে বন্যায় প্লাবিত হয়ে ঘর ছাড়া হয়ে পড়ে রয়েছেন। সেই মানুষগুলোর কি অবস্থা।'' এরপরই তিনি অন্যান্য বিষয় বলতে গিয়ে তিনি বলেন, ''ডিভিসির জল ছাড়ার কারণে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা প্লাবিত। এটা ম্যান মেড বন্যা। যেভাবে বাঁধের জল ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তাতে অনেকগুলো জেলা ডুবে গিয়েছে।'' প্রসঙ্গত, ম্যান মেড বন্যার প্রসঙ্গ তুলে একাধিকবার সুর চড়িয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ডিভিসি-র সঙ্গে সম্পর্কও একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে। এদিন একই সুর ফিরহাদের গলাতেও। একেবারে উদ্বেগের সুরে বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার করে বলছেন, জল না ছাড়ার জন্য এভাবে। তারপরেও জল ছাড়ায় সম্পূর্ণ ডুবে গিয়েছে একাধিক গ্রাম। মানুষ অসহায় এবং দিশাহারা হয়ে বিভিন্ন জায়গায় অস্থায়ীভাবে থাকছেন। ত্রাণের জন্য হাহাকার চারপাশে। যদি মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনে জল ছাড়তো, তাহলে এভাবে মানুষকে ডুবতে হতো না।''

সরলেন বিকাশ ভট্টাচার্য

তিলোত্তমার মা-বাবার হয়ে লড়বেন আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভার

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ তিলোত্তমা কাণ্ডে বড় আপডেট। ফের আইনজীবী বদল। চিকিৎসক পক্ষের পর এবার আইনজীবী বদল করলেন তিলোত্তমার মা-বাবা। সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর কাণ্ডে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের হয়ে সওয়াল করবেন আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভার। এতদিন তিলোত্তমার বাবা-মা'র হয়ে লড়ছিলেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য। আগামী সোমবার সুপ্রিম কোর্টে তিলোত্তমা কাণ্ডের পরবর্তী শুনানি। তার আগেই আইনজীবী বদল। তিলোত্তমার মা-বাবার হয়ে মামলা লড়বেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৃন্দা গ্রোভার। জানা গিয়েছে, তিনি এই মামলা লড়ার জন্য তিলোত্তমার মা-বাবার কাজ থেকে এক টাকাও পারিশ্রমিক নেবেন না। তিলোত্তমার পরিবার সূত্রে খবর, তাঁরা চাইছেন ওজনদার কোনও আইনজীবী তাঁদের মেয়ের সুবিচারের জন্য লড়ুক। চিকিৎসকদের পক্ষে যেমন ইন্দিরা জয়সিং জোরাল প্রশ্ন করছেন, তা দেখেই তিলোত্তমার পরিবারের তরফে এই সিদ্ধান্ত। তাছাড়া মামলা লড়তে দিল্লি যেতে কিছুটা অসুবিধাও হচ্ছিল আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের। সব মিলিয়েই এই সিদ্ধান্ত। তিলোত্তমার মা-বাবার আগে জুনিয়র চিকিৎসকদের পক্ষের আইনজীবীও বদল করা হয়। গীতা লুথরার বদলে ভোপাল গ্যাস দুর্ঘটনা, তিন তালাক মামলার আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং-কে নিয়োগ করা হয়। গত ১৭ সেপ্টেম্বর তিনি আরজি কর মামলার শুনানিতে প্রথমবার অংশ নেন। তাঁর একের পর এক জোরাল প্রশ্নে কার্যত অস্বস্তিতে পড়ে রাজ্য সরকার পক্ষ। সেই দেখেই এবার আইনজীবী বদলের সিদ্ধান্ত তিলোত্তমার মা-বাবারও। আইনজীবী বদল প্রসঙ্গে সিপিআইএম নেতা তথা আইনজীবী বিকাশরঞ্জন

ভট্টাচার্য বলেন, ''এই বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। আমার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব ছিল, আমি করেছি। বাকিটা ওঁদের সিদ্ধান্ত। সুপ্রিম কোর্টে নির্যাতিতার হয়ে সওয়াল করার কোনও বিষয়ই নেই। মামলা হচ্ছে তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে।'' উল্লেখ্য, স্বনামধন্য আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভার। একাধিক মানবাধিকার ও মহিলা-শিশুদের বিরুদ্ধে হওয়া নির্যাতনের মামলায় লড়েছেন তিনি। রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্যও তিনি। ১৯৮৭ সালের হাসিমপুরা পুলিশ হত্যা মামলা থেকে শুরু করে ২০০৪ সালের ইসরাত জাহান মামলা, ২০০৮ সালে কান্দামালে খ্রিস্টান বিরোধী দাঙ্গা মামলাতে লড়েছেন তিনি। শিশুদের যৌন হেনস্থা থেকে সুরক্ষা, নির্যাতন প্রতিরোধ বিলের সংশোধনীর খসড়া তৈরিতেও তাঁর বিশেষ অবদান রয়েছে।

টালা থানাতেই সব তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করেছিলেন অভিজিৎ!

আদালতে দাবি সিবিআইয়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ আরজি কর মামলায় আজও উত্তাল হল শিয়ালদহ আদালত। বিশেষ সিবিআই আদালতে বুধবার পেশ করা হয় মামলার অন্যতম অভিযুক্ত সন্দীপ ঘোষ ও টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলকে। তাঁদের পক্ষে আইনজীবীরা এদিন জামিনের আবেদন জানান। কিন্তু শুনানির মাঝেই আইনজীবীদের বিক্ষোভে উত্তাল হয় আদালত কক্ষ। সিবিআই-এর তরফে ইন ক্যামেরা শুনানির আবেদন জানানো হয়েছে এদিন। অভিজিৎ মণ্ডলের আইনজীবী এদিন জামিনের আবেদন জানান। আজ জেল হেফাজতের আবেদন করা হয়েছে সিবিআই-এর তরফে। টালা থানার প্রাক্তন ওসি-র দাবি, ঘটনার দিন সকাল সাড়ে ৯টায় খবর পান তিনি, সকাল সাড়ে ১০টায় যান। তাঁর দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করা হয়েছে, সেই ধারা যোগ করা হয়নি। ষড়যন্ত্রের অভিযোগ হলেও সেটাও জামিনযোগ্য বলে দাবি করেন তিনি। প্রাক্তন ওসি সওয়াল করেছেন, পুলিশের ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে গ্রেফতারের আগে অনুমতি চাওয়া হয়নি। সাতবার নোটিস পেয়েই হাজিরা দিয়েছেন তিনি, দুবার মৌখিকভাবে ডাকা হয়েছে, তখনও গিয়েছেন। কোন গ্রাউন্ডে গ্রেফতার, তা এখনও জানানো হয়নি। এদিকে, আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের আইনজীবী দাবি করেন, কলেজে কিছু ঘটনা ঘটলে, সেটা এফআইআর করার দায়িত্ব অধ্যক্ষের, আর হাসপাতালে কিছু হলে এফআইআর করার দায়িত্ব এসএসভিপি-র। এই সওয়াল-জবাবের মাঝেই শুরু হয় তুমুল বিক্ষোভ। বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, অভিযুক্তদের তরফে কেউ মামলা লড়বেন না। সেই ইস্যুতেই এদিন বিক্ষোভ দেখান আইনজীবীদের একাংশ। এরপর সিবিআই-এর আইনজীবী 'ইন ক্যামেরা' শুনানির আবেদন জানায়। সিবিআই-এর আইনজীবী এদিন বলেন, ''আদালতের ভিতরে যেভাবে বিক্ষোভ হচ্ছে, এটা বিরলের মধ্যে বিরলতম ঘটনা।'' তদন্ত প্রসঙ্গে আইনজীবী বলেন, ''আমাদের কোনও ম্যাজিক জানা নেই। আমাদের সিসিটিভি, ফোনের ডেটা এবং সিএফএসএল রিপোর্টের অপেক্ষা করতে হচ্ছে।'' তাই ৩০ সেপ্টেম্বর অবধি অভিযুক্তদের জেল হেফাজতে পাঠানোর আবেদন জানানো হয়েছে। তবে ইন ক্যামেরা শুনানির আবেদনের বিরোধিতা করেছে অভিযুক্তদের আইনজীবীরা। এদিন শিয়ালদহ আদালতে মুখবন্ধ খামে রিপোর্ট পেশ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেই রিপোর্টেই দাবি করা হয়েছে, টালা থানাতে বসেই ঘটনার যাবতীয় তথ্যপ্রমাণ লোপাট করেছিলেন থানার তৎকালীন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল। এমনকী ভুয়ো রিপোর্ট তৈরিতেও ওসির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল বলে দাবি তদন্তকারী সংস্থার। অন্যদিকে জামিনের সপক্ষে এদিন আদালতে তীব্র সওয়াল করেছেন টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডলের আইনজীবী। আদালতে তিনি বলেন, ''সিবিআই যখনই তলব করেছে তখনই আমার মক্কেল তাঁদের হাজিরায় সাড়া দিয়েছে। ডিউটি নিয়েও কোনও প্রশ্নও তোলা হয়নি। এমনকী ৪১ নোটিসও দেওয়া হয়নি।'' জামিনের সওয়ালে তিনি আদালতে এও বলেন, ''যেকোনও শর্তে জামিন দেওয়া হোক। ২০ থেকে ২৫ তারিখ পর্যন্ত সিবিআই হেফাজতে রাখলেও কোনও জেরা করেনি।''

'দেশের কোনও ভূখণ্ডকে পাকিস্তান বলা যায় না'

বিচারপতিকে 'সবক' সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ দেশের কোনও অংশকে পাকিস্তান বলা যায় না। বিচারককে দায়িত্ব মনে করিয়ে দিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। একটি মামলার শুনানি চলাকালীন কর্নাটক হাইকোর্টের বিচারপতি ভি শ্রীসনন্দা বেঙ্গালুরুর একটি জনপদকে 'পাকিস্তান' বলে উল্লেখ করেছিলেন। মহিলা আইনজীবী সম্পর্কেও অবমাননাকর মন্তব্য করেন। সেই মন্তব্যকে ঘিরেই বিতর্ক। তবে কর্নাটক হাইকোর্টের বিচারপতি ক্ষমা চাওয়ায় আজ শীর্ষ আদালতের তরফে এই মামলার বিচার প্রক্রিয়া স্থগিত করা হল। এ দিন সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের বেঞ্চের তরফে বিচার প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। বিচার ও বিচারব্যবস্থার সম্মান রক্ষার্থেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয় শীর্ষ আদালতের তরফে। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিচারপতির মন্তব্যের ভিত্তিতে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলার শুনানিতেই এ দিন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় বলেন, ''দেশের কোনও ভূখণ্ডকে পাকিস্তান বলা যায় না। এটি দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতার বিরোধী। আদালতে কী হচ্ছে, তা ধামাচাপা দেওয়া যায় না।'' প্রধান বিচারপতি আরও বলেন, ''চিন্তাভাবনা না করেই মন্তব্য ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্বকেই তুলে ধরে, বিশেষ করে কোনও লিঙ্গ বা সম্প্রদায়ের প্রতি। তাই এই ধরনের বিভাজনমূলক বাঅবমাননাকর মন্তব্য করার বিষয়ে সতর্ত থাকা উচিত। নির্দিষ্ট লিঙ্গ বা সম্প্রদায়ের প্রতি যে পর্যবেক্ষণ রাখা হয়েছে, তা নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন। আমরা আশা করি ও বিশ্বাস রাখি যে কোনও পক্ষপাত ছাড়া, সতর্কভাবে দায়িত্ব পালন করবেন স্টেকহোল্ডাররা।'' প্রসঙ্গত, বাড়িওয়ালা বনাম ভাড়াটের মামলায় বেঙ্গালুরুর মুসলিম অধ্যুষিত একটি এলাকাকেই পাকিস্তান বলে উল্লেখ করেছিলেন কর্নাটক হাইকোর্টের বিচারপতি। তাঁর এই মন্তব্য সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়, বিতর্কের ঝড় ওঠে। এরপরই সুপ্রিম কোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করে। গত ২০ সেপ্টেম্বর এই মামলার শুনানিতে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চের তরফে পর্যবেক্ষণে বলা হয়, আদালতে বিচারকদের মন্তব্য নিয়ে সুস্পষ্ট গাইডলাইন থাকা দরকার।

'গতকাল ঢাকার উত্তরাতে বলছে পুজো হতে দেব না, বাংলাদেশের হিন্দুদের সঙ্গে আমরা আছি'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ ফের একবার বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের বিরুদ্ধে সরব হলেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার কালীঘাটে আরজি কর কাণ্ডে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইস্তফার দাবিতে এক জনসভায় তিনি বলেন, ''বাংলাদেশের হিন্দুদের সঙ্গে আমরা আছি। আজকে বাংলাদেশে যা করছে কালকে পশ্চিমবঙ্গে তাই করবে।'' শুভেন্দুর কথায়, ''বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার এটা কি ভুলে গেছেন আপনারা? গত তিন দিনে কী হয়েছে বাংলাদেশে? গতকাল ঢাকার উত্তরাতে মিছিল করে বলছে পুজো হতে দেব না। এত বড় সাহস। হিন্দু ছাত্রছাত্রীদের বলছে হিজাব পরে আসতে হবে। এক মৌলবি বলছে, হিন্দু দোকানে চুল- দাঁড়ি কাটবেন না, মিষ্টি কিনবেন না। বাংলাদেশের হিন্দুদের সঙ্গে আমরা আছি। আজকে বাংলাদেশে যা করছে কালকে পশ্চিমবঙ্গে তাই করবে। মমতা ব্যানার্জিকে ছাড়ব না। নদিয়ায় পুজো বন্ধ করেছে। মালদায় পুজোর গেট বন্ধ করেছে। সরবেড়িয়ায় মূর্তি ভেঙেছে।'' উল্লেখ্য, বাংলাদেশে হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকে সেদেশে হিন্দুদের ওপর লাগাতার অত্যাচারের খবর আসছে। বহু হিন্দুকে চাপ দিয়ে সরকারি চাকরি থেকে পদত্যাগে বাধ্য করা হচ্ছে বলে অভিযোগ। দুর্গাপুজো বন্ধ করতে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছে চরমপন্থী জামাতের নেতারা। দুর্গাপুজোয় মুসলিমদের নমাজ চলাকালীন ঢাক বা অন্য কোনও বাদ্যযন্ত্র বাজানো যাবে না বলে ফতোয়া জারি হয়েছে। বাংলাদেশে চরমপন্থীদের বাড়বাড়ন্তে দুর্গাপুজোর মুখে প্রবল আতঙ্কে রয়েছেন সেদেশের হিন্দুরা। যদিও সেদেশের সেনা নিয়ন্ত্রিত সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, দুর্গাপুজোর নিরাপত্তায় ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থা করা হবে।

'তৃণমূলে যত বড় মস্তান, ততবড় পোস্ট'

অনুব্রত মন্ডল প্রসঙ্গে বিস্ফোরক অধীর চৌধুরি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ সোমবার রাতেই তিহাড় জেল থেকে জামিনে ছাড়া পেয়েছেন। মঙ্গলবার ভোরের ফ্লাইটে কলকাতায় পৌঁছে সোজা বীরভূমের নিচুপট্টির বাড়িতে ফিরতেই অনুব্রত মণ্ডলকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করলেন প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। রাখঢাক না রেখেই এদিন 'বীরভূমের বেতাজ বাদশাহকে' মস্তান বলে কটাক্ষ করেন। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে সুবিচারের করিয়ে দেন, ''এত বাড়াবাড়ির কিছু নেই। জামিনে ছাড়া পেয়েছেন উনি। মামলার তদন্ত এখনও চলছে।'' অন্যদিকে রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতির অবনতির কারণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই কাঠগড়ায় তুলেছেন অধীর। তিনি জানান, রাজ্যের বন্যা কবলিত এলাকাগুলিতে ত্রান পাঠাতে মাথা খারাপ হওয়ার অবস্থা রাজ্যের, ওদিকে বীরভূমে মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার ঠিক পৌঁছে যাচ্ছে। বুধ ও বৃহস্পতিবার ধর্না কর্মসূচির বলেছেন। এখনও বলছেন। আমি এ বিষয়ে হাই কোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এর তদন্ত হোক। এটা কেন্দ্রের দোষ, রাজ্যের দোষ, না উভয়ের দোষ? বাংলার মানুষ তা নিয়ে সংশয়ে আছেন।'' তিনি আরও বলেন, ''আমি পাঁচ বারের সাংসদ ছিলাম। আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত জানি। ১৯৬৪ সাল থেকে বন্যা নিয়ন্ত্রণের চুক্তি চলছে। প্রথমে বিহার, বাংলা এবং ডিভিসির মধ্যে এই চুক্তি হয়েছিল। বিহার ভেঙে যাওয়ার পর ঝাড়খণ্ড, বাংলা এবং

দাবিতে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে দু'দিনব্যাপী ধর্নার আয়োজন করেছে কংগ্রেস। প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির নেতৃত্বেই এই কর্মসূচি। এদিন ধর্না মঞ্চ থেকে অনুব্রতকে নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্ন উড়ে আসতেই অধীরের সপাটে জবাব, ''তৃণমূল কংগ্রেসে যারা যত বড় অপরাধী হবে তাদের তত বড় বড় পোস্ট দেওয়া হবে।'' এদিন অনুব্রতর নাম মুখে উচ্চারণ না করলেও অধীর সাফ জানিয়েছেন, ''ওঁকে সভাপতি পদে রেখে দেওয়া হয়েছিল। পদ থেকে তো সরিয়ে দেওয়া হয়নি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে জেলা সভাপতি পদেই রেখেছেন।'' রাজ্যে বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হলেও কেষ্ট ফিরতেই উৎসবের আমেজ বীরভূমে। সেই প্রসঙ্গে এদিন অধীরের জানান, ''যে রাজ্যে বন্যার কারণে মানুষ চরম কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন সেখানে বীরভূমের ছবি যথেষ্ট উদ্বেগের।'' অধীর মনে আয়োজন করেছে মধ্য কলকাতা জেলা কংগ্রেস কমিটি। দুপুর ১টা থেকে সন্ধে ৭টা অবধি চলবে ধর্না। প্রথমে জটিলতা হলেও ধর্না কর্মসূচিতে পরে অনুমতি দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্টের বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজ নির্দেশ দেন ১০০ জন কর্মী সমর্থকদের নিয়ে ধর্না দিতে পারবে কংগ্রেস। এদিকে ডিভিসি বিতর্ক নিয়ে এ বার কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছেন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী। বুধবার ধর্মতলার ধর্নামঞ্চ থেকে তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় না তাঁর দফতর, ডিভিসি নিয়ে কে সঠিক কথা বলছে, তিনি তা জানতে চান। বাংলার মানুষের সংশয় দূর করার জন্য এই প্রশ্নের উত্তর প্রয়োজন। সেই কারণে তিনি হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অধীর বলেন, ''মমতা এর আগেও 'ম্যান মেড' বন্যার কথা কেন্দ্রের মধ্যে চুক্তি হয়। ডিভিসি একা সিদ্ধান্ত নিয়ে জল ছাড়তে পারে না। রাজ্যের বিভিন্ন জেলাকে তো সাত দিন আগে থেকেই সতর্ক করা হয়েছিল, ডিভিসি জল ছাড়তে পারে। তা হলে মুখ্যমন্ত্রী সঠিক, না তাঁর দফতর সঠিক? এটা স্পষ্ট হওয়া দরকার।'' ডিভিসির ঘাড়ে 'দোষ চাপিয়ে' তৃণমূল নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার চেষ্টা করছে, দাবি অধীরের। তিনি বলেন, ''আমার জেলাতেও বন্যা হয়। আমি কান্দি মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়িত করে দেখিয়ে দিয়েছি, বন্যা কী ভাবে ঠেকাতে হয়। কান্দি এবং ঘাটাল মাস্টারপ্ল্যান তো একই সময়ের। কান্দি মাস্টারপ্ল্যানের পর বন্যা সেখানে অতীত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ঘাটাল খাটাল হয়ে পড়ে আছে। সেখানে কাজের কাজ হচ্ছে না। বন্যায় মানুষ মরছেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের পাশে না দাঁড়িয়ে অন্য জেলার ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছেন।''

পুজোর পর বাতিল ১৫ বছরের পুরোনো বাস

পরিষেবায় সঙ্কটের আশঙ্কা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ চলতি বছরে বাতিল হতে চলেছে কয়েক হাজার বেসরকারি বাস। পুজো মিঠলেই শুরু হবে বাতিলের সেই প্রক্রিয়া। আশঙ্কা করা হচ্ছে উৎসবের দিন গুলি শেষে চরম হয়রানির স্বীকার হবেন নিত্য যাত্রীরা। ২০২৪ সালের ৩১ জুলাই তারিখের মধ্যে ১৫ বছর পেরিয়ে যাওয়া বাসগুলি বন্ধ করে দিতে হবে, রায় দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। সংসারে টান পড়ার আশঙ্কার প্রহর গুনতে শুরু করেছেন বেসরকারি বাস মালিকরা। পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাসিশ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, ''আদালতের নির্দেশে ১৫ বছরের উপরে গাড়ি চলা নিষিদ্ধ আছে। সেগুলিকে স্ক্র্যাপ করতে হয়। ২০০৯ সালে যতগুলি বাস সালের পর থেকে সাধারণ যাত্রীদের কথা মাথায় রেখে বাস ভাড়া কোনওভাবে বাড়ানোর পক্ষপাতি নয় সরকার। তাই প্রচুর বাস মালিকের অনীহা চলে এসেছে নতুন বাস নামানোর।'' তবে যে বেসরকারি বাসের বয়স ১৫ বছর পেরোতে এখনও বাকি ৫-১০ বছর, সে বাসগুলি পরিবহণ দপ্তর থেকে পারমিট বদল করে নতুন করে রাস্তায় নামাতে পারবেন বাস মালিকেরা। রাজ্য সরকারের পথ ধরে কি হাঁটবেন বেসরকারি বাস মালিকরা? নাকি দেখা দেবে বাস পরিষেবা সঙ্কট? উত্তর মিলবে আগামী মাসেই। পরিবহণ দফতর সূত্রে খবর, বর্তমানে কলকাতায় প্রতি দিন চার থেকে পাঁচ হাজার বেসরকারি বাস চলে। কিন্তু

রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল, ঠিক ততগুলো গাড়ি বাতিল করা হবে। সেই সংখ্যাটা হাজার হাজার নয়।'' ২০০৯ সালে, ১৫ বছরের পুরনো বাস তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। ইতিমধ্যে, সরকারি ডিপোগুলিতে অব্যবহৃত অয়ড়ে থাকা বাসগুলোকে ৩ বছরের লিজ দেওয়ার ঘোষণা করেছে পরিবহণ দপ্তর। লিজে নিয়ে সরকারি বাস নিজেদের ব্যবসায় লাগাতে পারবেন বেসরকারি বাস মালিকরা। ফলে নতুন বাস কেনার এখনি প্রয়োজন পড়বে না। অল ইন্ডিয়া বাস-মিনিবাস সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাহুল চট্টোপাধ্যায় বলেন, ''২০১৮ আদালতের নির্দেশ কার্যকর হলে এই সংখ্যা অর্ধেকে নেমে আসবে বলে আশঙ্কা করছেন বেসরকারি বাসমালিকেরা। পাবলিক ভেহিক্যাল ডিপার্টমেন্ট থেকে পাওয়া তথ্য অনুসারে, ধীরে ধীরে বেসরকারি বাস ও মিনিবাস মিলিয়ে বাতিল হয়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৫০০-র বেশি বেসরকারি বাস বাতিল হয়েছে। পাশাপাশি অটো সংখ্যা হল প্রায় ১০০০ এবং ট্যাক্সি সংখ্যা ১০০০ থেকে ২০০০-এর মধ্যে। যদিও চলতি বছরে মধ্যে এই সংখ্যাগুলি আরও বেড়ে যাবে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু রুটে বেসরকারি বাসের অভাব দেখা দিয়েছে। সমস্যায় পড়ছেন নিত্যযাত্রীরা।

লাগামছাড়া আনাজের দামে পকেটে টান আমজনতার

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

যতদিন যাচ্ছে, হুরহুর করে বাড়ছে সমস্ত সবজির দাম। এখন বাজারে যা পরিস্থিতি তাতে সবজি কিনতে গিয়ে কার্যত ছেঁকা খাচ্ছে ক্রেতারা। সেইসঙ্গে নিত্যদিনের সবজি কিনতে গিয়ে পকেটে টানও পড়ছে সাধারণ মানুষের। কিন্তু এর পেছনে বিভিন্ন জেলায় টানা কয়েকদিন ধরে ভারী বৃষ্টির পাশাপাশি বিভিন্ন জলাধার থেকে ডিভিসির জল ছাড়া যে অন্যতম কারণ তা এখন সকলেরই জানা। তবে পুজোর আগে দিনেদিনে যেভাবে উর্ধ্বমুখী হয়ে উঠছে আনাজের দাম সেইদিক থেকে বুধবারের বাজারে সবজির দামে কতটা পরিবর্তন হল তা এক নজরে দেখে নেওয়া যাক। পটল, ঢেঁড়স, বেগুন, ঝিঙে, আলু, আদা থেকে শুরু করে প্রতিদিনের বেশিরভাগ সবজি কিনতে গিয়ে দাম দেখে মাথায় পড়ছে আমজনতার। বুধবারের বাজারে কেজি প্রতি বেগুন ৯০-১০০ টাকা, পেঁয়াজ ৬০-৬৫ টাকা, আদা ২৫০-৩০০ টাকা, রসুন ৩৫০ টাকা। আলু ৩০-৩৫ টাকা, গাজর ৭০ টাকা, ঝিঙে ৭০-৮০ টাকা, ঢ্যাঁ।শ ৭০ টাকা, লঙ্কা ১০০ টাকা, করলা ৭০-৮০ টাকা, বিনস ১৫০ টাকা ও ক্যাপসিকাম ১৫০ টাকা। এছাড়াও কুমড়ো বিক্রি হচ্ছে ৫০ টাকা কিলো দরে। পুঁইশাক বিক্রি হচ্ছে ৬০ টাকা কেজি দরে। পটল, চিচিঙ্গা, কচু ও ঝিঙের দাম প্রায় এক। ৬০-৭০ টাকার মধ্যে রয়েছে কাঁকরোল। এদিকে ভালো সাইজের ফুলকপি প্রতি পিস বিক্রি হচ্ছে ৮০-১০০ টাকায়। বাঁধাকপি এক কিলো মিলছে ৬০ টাকায়। রসুন যেমন ৩৫০-৪০০ টাকা কেজি দরে বিকোচ্ছে। তেমনি কোথাও ১০০ টাকার নীচে মিলছে না বেগুন। সবমিলিয়ে বলতে গেলে

কোনও আনাজই পাওয়া যাচ্ছে না ৬০ টাকার নীচে। দক্ষিণের গড়িয়াহাট বাজার, লেক মার্কেট থেকে শুরু করে উত্তরের মানিকতলা বাজার বা শোভাবাজার বাজারের চিত্রটা ঠিক একই রকম। আবার বাঁকুড়ায় সব আনাজের দাম প্রায় কেজিতে ২০ টাকা করে বেড়ে গিয়েছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন শহরে রসুনের দাম পৌঁছেছে ৩৫০ টাকা কেজিতে। দক্ষিণের বিভিন্ন জেলায় রসুন পাওয়া যাচ্ছে ৩০০-৪০০ টাকা কেজি দরে। আবার কোথাও আদা পাওয়া যাচ্ছে ১৮০ টাকা কেজিতে তো কোথাও আবার পাওয়া যাচ্ছে ৪০০ টাকা কেজি দরে। বর্তমানে বাজারের যা পরিস্থিতি তাতে প্রতিদিন বাজারে গিয়ে দাম শুনে কার্যত চোখ কপালে উঠছে সাধারণ মানুষের। যদিও ব্যবসায়ীদের দাবি, দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা বন্যার কবলে পড়েছে। যার জন্য চড়া হচ্ছে সবজির দাম। কিন্তু তাঁদের এই যুক্তি মানতে রাজি নয় রাজ্য সরকার গঠিত দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত টাস্ক ফোর্স। রাজ্য টাস্ক ফোর্সের সদস্যদের দাবি, সম্প্রতি আরামবাগ ও ঘাটালে বন্যার জন্য যে সব এলাকার ফসল নষ্ট হয়েছে তার কোপ কলকাতার বাজারে পড়ার কথা নয়। কারণ কলকাতায় আনাজ আসে দুই ২৪ পরগনা, নদিয়া এবং হাওড়া থেকে। আর সেখানে যা বৃষ্টি হয়েছে, তাতে ফসলের তেমন কোন ক্ষতি হয়নি।

''মেক ইন ইন্ডিয়া''-র ১০ বছর পূর্তিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ মেক ইন ইন্ডিয়া প্রকল্পের ১০ বছর পূর্তিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সকলকে স্বাগত জানিয়েছেন। এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, গত এক দশক ধরে এই প্রচেষ্টাকে সফল করার জন্য যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন আমি তাদের সকলকে অভিনন্দন জানাই। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' আমাদের জাতিকে উপাদন ও উদ্ভাবনের একটি পাওয়ার হাউসে পরিণত করার জন্য ১৪০ কোটি ভারতীয়দের সম্মিলিত সংকল্পকে চিত্রিত করে। এটি লক্ষণীয় যে কীভাবে বিভিন্ন খাতে রপ্তানি বেড়েছে, সক্ষমতা তৈরি হয়েছে এবং এইভাবে অর্থনীতি শক্তিশালী হয়েছে। ভারত সরকার সম্ভাব্য সকল উপায়ে ' মেন ইন ইন্ডিয়া'কে উৎসাহিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সংস্কারের ক্ষেত্রেও ভারতের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। একসঙ্গে আমরা একটি আত্মনির্ভর এবং বিকশিত ভারত গড়ব!

সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্ট তৈরি করা হবে

কলকাতা,২৫সেপ্টেম্বরঃভারত মার্কিন যৌথ উদ্যোগে কলকাতায় প্রস্তাবিত যে সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্ট তৈরি করা হবে তার নাম দেওয়া হয়েছে শক্তি। এখানে অত্যাধুনিক গ্যালিয়াম নাইট্রাইট সেমিকন্ডাক্টর ছাড়াও ইনফ্রার্ড ও সিলিকন কার্বাইড সেমিকন্ডাক্টর চিপ তৈরির লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে বলে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। অত্যাধুনিক সেন্সিং, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স এর উপরেও জোর দেওয়া হবে। উল্লেখ্য এই প্লান্ট তৈরিতে রাজ্য সরকার সব ধরনের সহযোগিতা করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আগেই জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের হিন্দু-নিরাপত্তা থেকে ইলিশ, তোপ তথাগতর

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ কাঠমোল্লারা অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর। এই মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।বুধবার তিনি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, আজকে পূর্ববঙ্গে। আগামীকাল কি পশ্চিমবঙ্গে? হলে আশ্চর্যের কিছু নেই। এদের ভোটার জন্য যারা ল্যা ল্যা করে তারাই হিন্দুর সর্বনাশ ডেকে আনবে। কাঠমোল্লারা অন্য ধর্মাবলম্বীদের কাছে সাপের চেয়েও ভয়ঙ্কর। এদের একেবারে শেষ করা ছাড়া অন্য উপায় নেই। এটা বুঝেছে ইজরায়েল।বিজেপি-র দক্ষিণ কলকাতার সভাপতি অনুপম ভট্টাচার্যের একটি সচিত্র পোস্ট এদিন রিপোস্ট করেছেন তথাগতবাবু। তাতে লেখা-বয়কট বাংলাদেশী ইলিশ!

বিয়ের দাবিতে হাইভোল্টেজ টাওয়ারে ওঠায় চাঞ্চল্য ফালাকাটায়

ফালাকাটা, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ ফালাকাটা ব্লকের ধনীরামপুর ১ অঞ্চলের দেওমালি গ্রামে বিয়ের দাবিতে এক যুবকের হাইভোল্টেজ বিদ্যুতের টাওয়ারে ওঠার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বুধবার সকালে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ আর টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যেই ঝুঁকি নিয়ে ওই যুবক টাওয়ারে উঠে যায়। বিষয়টি গ্রামবাসীদের নজরে আসতেই এলাকায় হইচই শুরু হয়।যুবকের নাম বিপ্লব রায়। তার বাড়ি বানারহাট ব্লকের সাকোয়াঝোড়া ১ অঞ্চলের প্রধান পাড়া গ্রামে। জানা গেছে, বাবার কাছে বিয়ের দাবি পূরণ না হওয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে বিপ্লব এই বিপজ্জনক পদক্ষেপ নিয়েছে।ঘটনার খবর পেয়ে জটেশ্বর ফাঁ।রি পুলিশ এবং ফালাকাটা ও ধূপগুড়ি ফায়ার ব্রিগেডের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। প্রথমে বিপ্লব টাওয়ার থেকে নামতে অস্বীকার করে, তবে কিছু সময় পর সে নিচে নেমে আসে। ঘটনাস্থলে মুহূর্তের মধ্যেই ভিড় জমে যায়, এবং এলাকায় আলোড়ন ছড়িয়ে পড়ে।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিপ্লবের মানসিক অবস্থা খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং তার পরিবারের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হচ্ছে।

মহাকাশ ক্ষেত্রের দিগন্তের বিস্তারঃচন্দ্র অভিযান থেকে জাতীয় মহাকাশ কেন্দ্র

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২৫সেপ্টেম্বরঃ মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে এক সাহসী যাত্রার নীল নক্শা তৈরি করছে ভারত। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এই লক্ষ্যে একের পর এক প্রকল্পের অনুমোদন দিচ্ছে। অমৃতকালে আসন্ন চন্দ্রযান-৪ অভিযান, শুক্র প্রদক্ষিণ অভিযানের পাশাপাশি ভারতীয় অন্তরীক্ষ কেন্দ্র গড়ে তোলায় উদ্যোগী সরকার। চন্দ্রযান-৪ অভিযানচন্দ্রযান-৪ অভিযানের প্রস্তুতি চলছে জোরকদমে। এজন্য প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হচ্ছে জরুরি ভিত্তিতে। চাঁদের মাটি থেকে নমুনা সংগ্রহ করে পৃথিবীতে এনে বিশ্লেষণ করতে চায় ভারত। ২০৪০ সাল নাগাদ চাঁদে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনাও রয়েছে। চন্দ্রযান-৩ এর সাফল্য এক্ষেত্রে অনুঘটকের কাজ করছে, তা বলাই বাহুল্য। গোটা প্রকল্পটিতে ব্যয় ধরা হয়েছে ২,১০৪.৬ কোটি টাকা। শুক্র গ্রহ প্রদক্ষিণঃচাঁদ এবং মঙ্গলের পর শুক্র গ্রহে অভিযান চালাতে তৎপর ভারত। ' শুক্র প্রদক্ষিণ অভিযান' - এ ছাড়পত্র দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। এজন্য খরচ ধরা হয়েছে ১,২৩৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে মহাকাশ যান তৈরিতে খরচ হবে ৮২৪ কোটি টাকা। গ্রহ পরিবারে শুক্র গ্রহ ভারতের নিকটতম প্রতিবেশী। মনে করা হয়, এই গ্রহের উপত্তির প্রক্রিয়া পৃথিবীর সঙ্গে অনেকটাই এক। সেক্ষেত্রে গ্রহগুলির পরিবেশগত বিবর্তনের ক্ষেত্রে একটা ধারণা তৈরিতে এই অভিযান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। ভারতীয় অন্তরীক্ষ কেন্দ্রগগন যান কর্মসূচিকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে ভারতীয় অন্তরীক্ষ কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব রয়েছে। ২০৩৫ সাল নাগাদ এই কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। তবে, প্রাথমিক ভিত্তিতে এই কাজ শুরু হবে ২০২৮ সাল থেকে। পুনর্মার্জিত গগনযান কর্মসূচি বাবদ খরচ ধরা হয়েছে ২০ হাজার ১৯৩ কোটি টাকা। ২০২৪ - ২৫ কেন্দ্রীয় বাজেটে অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমন অত্যাধুনিক প্রকল্প বাবদ মহাকাশ স্টার্টআপ ক্ষেত্রে ১ হাজার কোটি টাকার মূলধনী তহবিল গড়ে তোলার কথা বলেছেন। সরকারের এইসব উদ্যোগের সুবাদে আন্তর্জাতিক মহাকাশ অর্থনীতিতে ভারত গুরুত্বপূর্ণ এক পক্ষ হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২৫ সেপ্টেম্বরঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিউ ইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় ' সামিট অফ দ্য ফিউচার'-এর ফাঁকে ২৩ সেপ্টেম্বর ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি টু লাম-এর সঙ্গে সাক্ষা করেন। শ্রী লাম ভিয়েতনাম কমিউনিস্ট পার্টিরও সাধারণ সম্পাদক।রাষ্ট্রপতি টু লাম বর্ধিত নেতৃত্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করায় প্রধানমন্ত্রী তাঁকে অভিনন্দন জানান। ভারত ও ভিয়েতনামের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করতে যৌথ সহযোগ অক্ষুণ্ণ রাখার কথাও বলেছেন তাঁরা। এ মাসের শুরুতেই টাইফুন 'ইয়াগি'তে ভিয়েতনামে ব্যাপক জীবনহানি ও ক্ষয়ক্ষতিতে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সমবেদনা ও সহমর্মিতার মনোভাব ব্যক্ত করেন। ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে 'অপারেশন সদ্ভাব'-এর মাধ্যমে ভারত জরুরি মানবিক সহায়তা এবং ক্ষয়ক্ষতিজনিত ত্রাণ সাহায্য দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। উভয় নেতা গভীর ঐতিহ্যগত এবং সাংস্কৃতিক সম্বন্ধের গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে বর্ধিত কৌশলগত সম্পর্কের কথা জানান। ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী শ্রী ফাম মিন চিন-এর গত মাসে ভারত সফরের উল্লেখ করে তাঁরা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এবং দু'দেশের মধ্যে সর্বাত্মক কৌশলগত সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী করার কথা বলেন। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল সহ আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক নানা বিষয় নিয়ে উভয় নেতার মধ্যে আলোচনা হয়। আন্তর্জাতিক মঞ্চে গ্লোবাল সাউথ নিয়ে যৌথ ভূমিকার ওপরও গুরুত্ব দেন তাঁরা।

ভাঙন কবলিত এলাকায় গিয়ে গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে সাংসদ রচনা

হুগলি, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়কে দুষে সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার দাবি করলেন, ' যিনি সাংসদ ছিলেন তিনি কিছু করেননি। আমি চেষ্টা করছি। গ্রামবাসীদের ক্ষোভের মুখে পড়েন রচনা। বালির বস্তা দিয়ে ভাঙন ঠেকানোর চেষ্টা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা। বারবার জানান, বস্তা ফেলার পরেই তা ভেসে যায়। ভাঙন রোখা যাচ্ছে না কিছুতেই।গঙ্গার ভাঙনে তলিয়ে গেছে পরের পর বাড়ি। পার ভাঙছে প্রতিনিয়ত। ভাঙনের আতঙ্কে দিন কাটে গ্রামবাসীদের। রাত নামলেই ঘুম উধাও। পরিস্থিতি সামলাতে বলাগড় মাস্টার প্ল্যান চাইলেন সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীপুর বলাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁদরা কলোনী, মিলনগর গ্রামের এই ভাঙন কবলিত এলাকায় বুধবার পরিদর্শনে গিয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়।সাংসদকে কাছে পেয়ে গ্রামবাসীরা বলেন, রাতে যে ঘরে থাকছেন সে ঘরে ঘুম ভাঙবে কিনা তাঁদের জানা থাকে না। প্রতি রাতেই জমি গিলে নিচ্ছে গঙ্গা। প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও ফল মেলেনি কোনও। অনেকেই অভিযোগ করেন, যাদের বাড়ি তলিয়ে গেছে তারাও আবাসের ঘর পায়নি।রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও বলেন,' আগে যেখানে দাঁড়িয়ে প্রচার করে গেছি সেই জায়গা তলিয়ে গেছে। কয়েকটি বাড়ির রাস্তাও গঙ্গায় মিশে গেছে। খুবই খারাপ অবস্থা।এলাকার মানুষকে ত্রাণ দিয়েছি। গঙ্গা ভাঙন রোধ একটা বড় ব্যাপার। আমি লোকসভায় বলেছি। আবারও বলব। কেন্দ্রের সাহায্য ছাড়া হবে না। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের আদলে বলাগড় মাস্টার প্ল্যান করতে হবে।''

শারদোৎসবঃযুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনেককিছু বদলালেও বদলায়নি ঢাকের কদর

তেলিয়ামুড়া (ত্রিপুরা), ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ বাঙ্গালী অংশের মানুষজন আধুনিক যুগে চলে এলেও যুগ যুগ ধরেই দেবী দশভূজা'র আরাধনা চলছে নিজস্ব গতিতেই। দেবী দূর্গার আরাধনা মানেই ঢাক। আর ঢাক ছাড়া যেন দুর্গাপূজা ফিকে। তবে বলতে দ্বিধা নেই এই সময়ের মধ্যে বাকি আর পাঁচটা ক্ষেত্রের মতো দুর্গাপূজার আয়োজন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধর্মীয় আয়োজনেও ব্যাপকভাবে আধুনিকতার সংযোজন পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু আধুনিক যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সবকিছু বদলালেও বদলায়নি ঢাকের কদর।ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তের সাথে সাথে তেলিয়ামূড়ার একটা বিরাট অংশের মানুষ এই ঢাক বাজিয়ে নিজেদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন সেই অনাদিকাল থেকে। কালক্রমে এই শিল্পের পরিসরও অনেকটাই বৃদ্ধি ঘটেছে। সামনেই দুর্গাপূজা। আর সে কারণেই মূলত ঢাকি'র খোঁজে বেরিয়ে প্রতিবেদকের গন্তব্য ছিল তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের ৩নং ওয়ার্ডের সুকান্ত পল্লী এলাকায়। এই এলাকার বাসিন্দা তথা পেশায় ঢাকি বলরাম ঋষিদাস। বাবা ঠাকুরদার কাছ থেকে এই ঢাক বাজানো শিখে বিগত ৩০ - ৪০ বছর যাবত বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ঢাক বাজিয়ে নিজের জীবন জীবিকা অতিবাহিত করে আসছেন।কথা প্রসঙ্গে ঢাকি বলরাম ঋষিদাস দাবি করেছেন, এবছর অন্যান্য বছরের থেকে বেশ ভালো ঢাকের চাহিদা রয়েছে। অর্ডারও এসেছে বেশ ভালই। তাছাড়া তিনি জানিয়েছেন, বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এই শিল্প থেকে অনেকটাই বিমুখ হয়ে পড়ছে। পড়াশোনার পাশাপাশি এই শিল্পকে নিয়ে বর্তমান যুগের ছেলেমেয়েরা তেমনভাবে আগ্রহী হতে নারাজ। এদিকে একটা অংশ মনে করছে এই ঢাক শিল্প বা রাজ্যের প্রাচীন ঐতিহ্যমন্ডিত ঢাক বিলুপ্ত হওয়ার পথে। তার কিছুটা আভাস ঢাকি বলরাম ঋষিদাসের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট। বলতে দ্বিধা নেই এই ঢাককে আঁকড়ে ধরে একটা বিরাট অংশের মানুষ যেমন আজও বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখেন এর পাশাপাশি দেবী দুর্গার আরাধনা থেকে শুরু করে ধর্মীয় বিভিন্ন আয়োজনে ঢাক অনায়াসে অন্য মাত্রা যোগ করে।

সন্ত্রাসবাদ বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার কাছে বড় চ্যালেঞ্জ ঃপ্রধানমন্ত্রী

নিউইয়র্ক, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ সভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গত সোমবার (আমেরিকার সময় অনুযায়ী) বিশ্ব শান্তির পক্ষে জোড়ালো সওয়াল করেছেন।তিনি বলেন যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, যৌথ শক্তিতেই রয়েছে মানবজাতির সাফল্য। বিশ্ব শান্তির জন্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেও মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, সংস্কারের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠানগুলি বিশ্বের কাছে তাপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের মাধ্যমে কিভাবে প্রচুর মানুষকে দারিদ্র সীমার বাইরে তুলে আনা হয়েছে প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে তা তুলে ধরেন।তিনি বলেন, ভারতের ২৫ কোটি মানুষকে দারিদ্র সীমার উপরে তুলে আনা সম্ভব হয়েছে। দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা এই সফলতার কারণ। প্রধানমন্ত্রী ক্রমবর্ধমান সাইবার অপরাধের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন একদিকে যেমন সন্ত্রাসবাদ বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার কাছে বড় চ্যালেঞ্জ, অপরদিকে সাইবার অপরাধ, নৌ নিরাপত্তা, মহাকাশ, এগুলিও বিশ্বজুড়ে দ্বন্দ্বেরকেন্দ্র হয়ে উঠছে। এজন্য প্রয়োজন বিশ্বের সম্মিলিত প্রয়াস।

বিধায়ক তহবিলের টাকায় হবে গ্রামীণ রাস্তা মেরামত ও তৈরির কাজ, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

বীরভূম, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃচাষের জমি, গ্রামের রাস্তা, কাঁচা বাড়ি মেরামতের দায়িত্ব এবার স্থানীয় বিধায়কদের দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। গত মঙ্গলবার বোলপুরে জেলাশাসকের দফতরে প্রশাসনিক বৈঠকের পর তিনি জানালেন, বিধায়ক তহবিলের টাকায় গ্রামীণ রাস্তা মেরামত ও তৈরির কাজ হবে।টানা বৃষ্টি, সেইসঙ্গে ডিভিসির লাগামহীন ছাড়া জল। জোড়া ফলায় প্লাবিত দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলা। আবার নতুন করে ঘূর্ণাবর্ত, নিম্নচাপ তৈরি হওয়ায় আগামী কয়েকদিন ফের ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া অফিস। ফলে ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে। আরও ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রশাসকদের। দু'দিনের জেলা সফরের শেষ দিনে বীরভূমের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নানা জায়গা পরিদর্শন করে মোকাবিলায় জেলা প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে দুপুরে বৈঠক করেন। বিডিও, সংশ্লিষ্ট দফতরের সচিবদের কার্যকরী নির্দেশ দেন।সংক্ষিপ্ত বৈঠকে সমস্ত দিকনির্দেশ দেওয়ার পর মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। ফের বন্যা পরিস্থিতির জন্য ডিভিসি-কে দুষে তাঁর আক্রমণ, ডিভিসি জল ছাড়বে আর মানুষ মরবে!বীরভূমের একাধিক এলাকায় এই মুহূর্তে বন্যা পরিস্থিতি৷ লাভপুর, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট-সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখনও জলমগ্ন৷

বীর সিংহের সিংহ শিশু বিদ্যাসাগর ছিলেন -সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি মহাপুরুষ, বর্ণ পরিচয় এর স্রষ্টা ও সমাজ বিজ্ঞানী

মধুসূদন দে,বাঁকুড়াঃ প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিঃ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। জন্মেছিলেন ১৮২০ সালের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। এই মহামানবের সম্পর্কে এইটুকু বলতে পারি, বিদ্যাসাগর ছিলেন বঙ্গ জননীর শ্রেষ্ঠতম সন্তান। তিনি অতি সাধারণ মানুষ ছিলেন। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অসাধারণ। তাঁর সমাজ গঠনের শক্তি ছিল অসাধারণ। বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিশক্তি ছিল সুদূরপ্রসারী। শিক্ষাই ছিল তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র। আমাদের দেশের সর্বত্র শিক্ষার বিস্তার ঘটানো ছিল তাঁর জীবনের সাধনা। শিক্ষার মাধ্যম হল বিদ্যালয়। এজন্য তিনি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঠশালা স্থাপন করেন। এরপর উচ্চ শিক্ষার জন্য হাত লাগালেন। নারী শিক্ষার ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা শুরু করলেন। নারী শিক্ষার উপযোগী পুস্তক রচনায় হাত দিলেন।পরাধীন ভারতে বেথুন সাহেবের সহযোগিতায় নারীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন। আর ছোটো

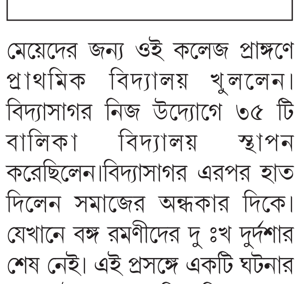

মেয়েদের জন্য ওই কলেজ প্রাঙ্গণে প্রাথমিক বিদ্যালয় খুললেন। বিদ্যাসাগর নিজ উদ্যোগে ৩৫ টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।বিদ্যাসাগর এরপর হাত দিলেন সমাজের অন্ধকার দিকে। যেখানে বঙ্গ রমণীদের দুঃখ দুর্দশার শেষ নেই। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করছি। বিদ্যাসাগর কলকাতা থেকে বাড়ি এসেছেন। মা ভগবতী দেবী পুত্রকে নিজের হাতে রান্না করে খেতে দিয়েছেন। বাড়ির সকলে খেতে বসেছে। কেবল একটি মেয়েকে আলাদা খাবার পরিবেশন করছেন। কারণ মেয়েটি বাল্য বিধবা। বিদ্যাসাগর মাকে বললেন, মা ওকে ডাকো। আমাদের সঙ্গে বসে আহার করুক। মা বললেন, না রে ওতো বিধবা। ওর অনেক কিছু খাওয়া বারণ ।বিদ্যাসাগর জানতে চাইলেন- কেন মা? ভগবতী দেবী বললেন- এটাই তো আমাদের সমাজের নিয়ম।মায়ের কথাগুলো শুনে বিদ্যাসাগরের হৃদয় কেঁদে উঠল। তিনি খাবার ফেলে উঠে গেলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন কিভাবে সমাজে নারীদের প্রতি অত্যাচার বন্ধ করা যায়। বাল্যকালে যারা বিধবা হবে তাদের কিভাবে মুক্তি দেওয়া যায়। বিদ্যাসাগর এই নিষ্ঠুর অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আইন পাশ হয়। তিনি নিজ পুত্রের বিয়ে দিয়েছিলেন একজন বাল্য বিধবার সঙ্গে। বহু বিবাহ প্রথা ছিল একটি সামাজিক ব্যাধি। তিনি বহুবিবাহের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কুলীন ব্রাহ্মণরা অল্প বয়সী মেয়েদের বিয়ে করতেন। বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করেন ।তিনি হলেন প্রথম বাংলা লিপির সংস্কারক। আমরা বাংলা ভাষা সহজে লিপিবদ্ধ করতে শিখেছিলাম যে মহান মানুষটির জন্য তিনি হলেন সবার শিক্ষক মাননীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বর্ণপরিচয় যে বইটি দেখে আমরা বাংলা ভাষার লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছি তিনি বর্ণ পরিচয় বইটির প্রকাশক স্বয়ং। তিনি হলেন বাংলা গদ্যের সার্থক রূপকার। তাঁর রচিত সব থেকে জনপ্রিয় পাঠ্যপুস্তক হল বর্ণপরিচয়। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে- বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী বলে উল্লেখ করেছেন।ঊনবিংশ শতাব্দীর কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামী, জমিদারী ও সামন্ততান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে যে লড়াই তাঁকে করতে হয়েছে, তাতে তাঁর মনোবলের প্রশংসা না করে পারা যায় না। অনেক আঘাত এসেছে। তবু বিদ্যাসাগর কর্মে আদর্শে অবিচল থেকেছেন। বিচ্যুতি ঘটেনি তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাধারায়। বিদ্যাসাগর সমাজের পুঞ্জীভূত অন্ধকারে নারীদের অসহায়তা, দুঃখ, কান্না মুছে দিয়ে করুণার পরশে হাসি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। সেই কারণে তিনি আজও আমাদের হৃদয়ে জীবিত রয়েছেন।

পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের জন্মবার্ষিকীতে তাঁর প্রতি প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধার্ঘ্য

নয়াদিল্লি(পিআইবি),২৫ সেপ্টেম্বরঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়কে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। উন্নত ভারত গড়ার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সেখানে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের অন্ত্যোদয় ভাবনা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী মহান পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়জিকে তাঁর জন্মজয়ন্তীতে কোটি কোটি প্রণাম জানাই। অন্ত্যোদয়ের বিষয়ে তাঁর ভাবনা ভারতকে উন্নত করে তোলার সংকল্পে সহায়তা করেছে। দেশের প্রতি তাঁর আনুগত্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

ঝাড়খণ্ডে ভোট নিয়ে পর্যালোচনা নির্বাচন কমিশনের

রাঁচি, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ জাতীয় নির্বাচন কমিশনের একটি প্রতিনিধি দল ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে পর্যালোচনা বৈঠক করলো। ভোটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতেই তিন সদস্যের প্রতিনিধি দলের এই সফর। নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার, জ্ঞানেশ কুমার ও সুখবীর সিং সান্ধু রয়েছেন এই পর্বের সফরে। ঝাড়খণ্ডের পর এবার মহারাষ্ট্রে ভোটের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে যাচ্ছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল।মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দল ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য আইজি, ডিআইজি, ডিইও এবং এসপিদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার রাজীব কুমার বলেছেন, তাঁরা অনেক কিছু বলেছেন এবং আমরা আমাদের প্রেস নোটে সেগুলি তালিকাভুক্ত করেছি...এটি আমাদের ওয়েবসাইটে আপডেট করা হয়েছে...আমরা ডিসি এবং এসপিদের সঙ্গে এবং সমস্ত এনফোর্সমেন্ট এজেন্সির সঙ্গে মিটিং করেছি। তাঁদের সকলের স্পষ্ট বার্তা, নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠ ও প্রলোভনমুক্ত হতে হবে এবং সব দলকে সমান ক্ষেত্র পেতে হবে। যে কোনও ধরনের প্রলোভন মুক্ত করতে হবে। প্রতিবেশী রাজ্য থেকে কোনও ধরনের ঝামেলা হওয়া উচিত নয়, পরশু আমরা মহারাষ্ট্র সফরে যাচ্ছি। এর পর আমরা বসে সিদ্ধান্ত নেব এবং যথাসময়ে নির্বাচন করব।

জম্মু ও কাশ্মীরে বিজেপির সরকার গঠিত হবেঃগজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বরঃকেন্দ্রীয় মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত বুধবার বলেছেন যে জম্মু ও কাশ্মীরের নির্বাচন নিয়ে জনগণের মধ্যে উৎসাহ রয়েছে। এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হলো প্রথম দফায় নির্বাচনে ভোটের হার ছিল ৬০ শতাংশের বেশি। একটা সময় ছিল যখন সন্ত্রাসবাদীদের হুমকির কারণে ভোটের হার সিঙ্গেল ডিজিটে ছিল। এখন মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিচ্ছে। শেখাওয়াত বলেন, জম্মু ও কাশ্মীরের মানুষ বিজেপির পক্ষে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার মানুষের উন্নয়নে কাজ করেছে। জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপের পর সন্ত্রাসবাদকে রুখে দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনে জনগণের মনোভাব ইতিবাচক। তিনি বলেন যে, বিজেপি জম্মু ও কাশ্মীরে সরকার গঠন করবে।

রানাঘাটের ১১২ ফুট উঁচু দুর্গা নিয়ে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে নির্দেশ হাই কোর্টের

রানাঘাট(নদিয়া), ২৫ সেপ্টেম্বর ঃনদিয়ার রানাঘাটে ১১২ ফুটের দুর্গা নিয়ে মামলা হয়েছিল কলকাতা হাই কোর্টে। অভিযোগ, পুলিশ সেই পুজোর জন্য অনুমতি দেয়নি। তাই অনুমতি চেয়ে পুজো কমিটির তরফে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।সেই মামলাতে এ বার জেলাশাসককে সিদ্ধান্ত নিতে বলল হাই কোর্ট। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নদিয়ার জেলাশাসককে ১১২ ফুটের দুর্গাপ্রতিমা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে বলা হয়েছে। বুধবার বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়।আদালতের নির্দেশ, বৃহস্পতিবার দুপুর ২টোর মধ্যে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসককে। তাঁর সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে পরবর্তী শুনানি হবে। ওই দিন বিকেলেই আবার মামলাটি শুনবে আদালত।এ বছর রানাঘাটের কামালপুর এলাকার অভিযান সঙ্ঘ ১১২ ফুটের দুর্গা প্রতিমা তৈরি করছে। কিন্তু পুলিশ তাতে অনুমতি দেয়নি বলে অভিযোগ। পুজো উদ্যোক্তাদের তরফে আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং ফিরদৌস শামিম জানান, প্রায় ৫০ বছর ধরে ওই ক্লাব দুর্গাপুজো করছে। কোনও বছর অনুমতি নিয়ে সমস্যা হয় না। এ বছর ১১২ ফুটের দুর্গা প্রতিমা বানানো হয়েছে। যা নজির গড়তে পারে।প্রতি বারের মতো গত ৩ সেপ্টেম্বর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। তাঁরা কোনও সিদ্ধান্ত জানাননি। আবার, কর্তৃপক্ষ কোনও আপত্তিও করেননি। অথচ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ওই মণ্ডপের জন্য অনুমতি দেওয়া উচিত নয় বলার পরেই পুলিশ গিয়ে প্যান্ডেল তৈরিতে বাধা দেয়। ওই পুজো দেখতে রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধিরাও আসতে পারেন জানিয়েছেন উদ্যোক্তাদের আইনজীবী।

বাংলায় থ্রেট কালচারের মুখ হলেন অনুব্রত মণ্ডল, দাবি সুজনের

কলকাতা, ২৫সেপ্টেম্বরঃআর জি কর হাসপাতালে ভয়ানক ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর 'থ্রেট কালচার' এখন খুবই পরিচিত শব্দ। আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তারদের অভিযোগ, সরকারি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজগুলিতে একটা ভয়াবহ সংস্কৃতি জাঁকিয়ে বসেছে। তা হল থ্রেট বা হুমকি দেওয়া। গত মঙ্গলবার সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী প্রকাশ্যেই দাবি করলেন, বাংলায় থ্রেট কালচারের মুখ হলেন অনুব্রত মণ্ডল।সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী এদিন বলেন, সিবিআই কেন বিচার শুরু করতে পারেনি জানিনা। তবে এটা তাদের অপদার্থতা, অকর্মণ্যতা ও আপসের একটা বিষয়। আর একটা বিষয় হল, অনুব্রত নিজে। বাংলায় থ্রেট কালচারের মুখ হলেন অনুব্রত মণ্ডল। গুড় বাতাসা, চড়াম চড়াম-এ শব্দের আমদানি তাঁরই। এমনকি দলের অনুষ্ঠান থেকে সতীর্থর উদ্দেশে বলতে শোনা গেছে, ওকে গাঁজা কেস দিয়ে দে। বীরভূমে কী ধরনের সন্ত্রাসের পরিবেশ অনুব্রত কায়েম করে রেখেছিলেন তা কারও অজানা নয়।থ্রেট কালচারের প্রসঙ্গে বামেদের পাল্টা বিঁধতে ছাড়েনি তৃণমূল। তারা কেশপুর, গড়বেতা, নেতাই, বানতলার কথা মনে করাতে চেয়েছে। তবে শাসক দলের সূত্রে এও বলা হচ্ছে, অনুব্রত এখনই খুব সক্রিয় হয়ে নামবেন না। দলও সময় নেবে। কারণ, বর্তমান সময়টা খুব যে অনুকূল যাচ্ছে তা নয়। তাই অনুব্রত জামিনে মুক্তি পেলেও কোনও তাড়াহুড়োর পক্ষে নেই দল।

ভূস্বর্গের ভোটে ভাগ্য নির্ধারণ একাধিক হেভিওয়েটের

শ্রীনগর, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃবুধবার সকাল সাতটা থেকে উপত্যকায় শুরু হয়েছে ভোটগ্রহণ। চলবে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত। প্রথম দফার মতো দ্বিতীয় দফাতেও যাতে শান্তিপূর্ণ ভোট হয় তা নিশ্চিত করতে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে।জম্মু ও কাশ্মীরের দ্বিতীয় দফার ভোটে নজরে রয়েছেন একাধিক হেভিওয়েট প্রার্থী। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লা-সহ মোট ২৩৯ জন প্রার্থী রয়েছেন বুধবারের দ্বিতীয় দফার নির্বাচনী লড়াইয়ে। ওমর এবার লড়ছেন দু'টি কেন্দ্র থেকে। একটি বদগাম, আরেকটি গান্ডেরবাল। ওমর ছাড়াও জম্মু ও কাশ্মীরের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি তারিক হামিদ কাড়রা, বিজেপির রাজ্য সভাপতি রবীন্দ্র রায়না, জম্মু ও কাশ্মীর আপনি পার্টির প্রধান আলতাফ বুখারির মতো হেভিওয়েট প্রার্থীদের ভাগ্যপরীক্ষা।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

৮ আশ্বিন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজীঃ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ৫৩৮ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ ৯ আশ্বিন, চান্দ্রঃ ২৩ পদ্মনাভ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১০ আশ্বিন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ ৩ আশ্বিন ১৯৪৬, মৈতৈঃ২৩ লাংবন, আসামঃ৮ আহিন, মুসলিমঃ ২১-রবিউল-আউয়াল-১৪৪৬ হিজরীসূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ২৮ঃ৪৯ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ২৬ঃ০৬।চন্দ্র উদয়ঃরাত্রি ১১ঃ৩২ঃ৪৯(২৫) এবং অস্তঃদুপুর ০১ঃ৪১ঃ৫৬(২৬)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃঅষ্টমী (জয়া) বিকাল ঘ ০৪ঃ৪৮ঃ৫৫ দং ২৮২০২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃআর্দ্রা সকাল ঘ ০৩ঃ২৯ঃ ০০ দং ৫৪৫৯২৭.৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃকৌলব বিকাল ঘ ০৪ঃ ৪৮ঃ৫৫ দং ২৮২০২.৫ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগঃবরীয়ানঅমৃতযোগঃ দিন ০৫ঃ২৮ঃ৫৪ থেকে - ০৬ঃ১৬ঃ ৪৩ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ০৪ঃ৩২ থেকে - ০৭ঃ৫২ঃ২২ পর্যন্ত, তারপর ১০ঃ১৫ঃ৪৯ থেকে - ১২ঃ৩৯ঃ১৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬ঃ১৪ঃ২২ থেকে - ০৭ঃ০২ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ ৩৮ঃ৫৫ থেকে - ০৩ঃ০৪ঃ২২ পর্যন্তমহেন্দ্রযোগঃদিন ০৬ঃ১৬ঃ৪৩ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ৩২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১ঃ২৭ঃ০৬ থেকে - ০৩ঃ৫০ঃ ৩৩ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ১১ঃ ০৩ঃ৩৮ থেকে - ১১ঃ৫১ঃ২৭ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ১০ঃ১৫ঃ১৭ থেকে - ১১ঃ০৩ঃ২৭ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ১১ঃ২৭ঃ৩৩ থেকে - ১২ঃ৫৭ঃ১৩ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০৮ঃ২৮ঃ১৪ থেকে - ০৯ঃ৫৭ঃ৫৩ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০২ঃ২৮ঃ১৪ থেকে - ০৩ঃ৫৮ঃ৩৪ পর্যন্তগ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৫৮২৯২৬ (১২) ৪ পদচন্দ্রঃ ২১৯৫৬৮ (৬) ৪ পদমঙ্গলঃ২১৫২৪৫৩ (৬) ৩ পদবুধঃ৫৪৪৪৪৯ (১২) ৩ পদবৃহস্পতিঃ১২৭৫৩৩৭ (৫) ২ পদশুক্রঃ৬৮৪৮১৩ (১৫) ১ পদশনিঃ১০১৭৯২০ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১১৪৪৩২৮ (২৬) ৪ পদকেতুঃ৫১৪৪৩২৮ (১৩) ২ পদশনি বক্রিলগ্নঃকন্যা রাশি সকাল ০৭ঃ০০ঃ২৪ পর্যন্ত। তুলা রাশি সকাল ০৯ঃ১৪ঃ৩৩ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি সকাল ১১ঃ৩০ঃ১৮ পর্যন্ত। ধনু রাশি দুপুর ০১ঃ৩৫ঃ৩৬ পর্যন্ত। মকর রাশি দুপুর ০৩ঃ২২ঃ৩০ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি বিকাল ০৪ঃ৫৫ঃ৫৪ পর্যন্ত। মীন রাশি বিকাল ০৬ঃ২৬ঃ৫৮ পর্যন্ত। মেষ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ০৭ঃ৩১ পর্যন্ত। বৃষ রাশি রাত্র ১০ঃ০৫ঃ৫৩ পর্যন্ত। মিথুন রাশি রাত্রি ১২ঃ১৯ঃ১৩ পর্যন্ত। কর্কট রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৩৪ঃ৫৫ পর্যন্ত। সিংহ রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৬ঃ১৬ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

একনাগাড়ে বৃষ্টির সৌজন্যে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতি কমেছে অনেকটাই। তাপমাত্রাও মোটামুটি স্বস্তিদায়ক। দক্ষিণবঙ্গে আপাতত এই বৃষ্টিপাত চলবে, কোথাও কোথাও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.১ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৭.৫ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৯ শতকরা এবং ৭২ শতকরা। জোয়ার-সকাল ১০ টা ৫৬ মিনিট এবং রাত ১১টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ১টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় ৫টা ২৪ মিনিট এবং অস্ত ৫টা ৩৩মিনিট

রাশিফল

মেষ রাশিঃক্ষুদ্র চাষিরা প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে ফসল বাঁচানোর চেষ্টা করুন। সংসারে শান্তি হতে পারে।
বৃষ রাশিঃসৃষ্টিশীল কাজে আপনার মেধার বিকাশে নাম ও যশ বৃদ্ধি পাবে। ঔষধ, লৌহ ও বস্ত্র ব্যবসায়ীর জন্য সুখবর থাকবে। আর্থিক উন্নতি
মিথুন রাশিঃ কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। চাকরিস্থানে সুনাম বৃদ্ধি। বিদেশ যাত্রা শুভ।
কর্কট রাশিঃবয়স্ক বাবা-মার দায়িত্ব নেওয়ার ব্যাপারে নিজের ভাইবোনদের সঙ্গে আলোচনা করুন। শুভ দিন হতে পারে আজ
সিংহ রাশিঃপরিবারে আনন্দ-অনুষ্ঠান থাকলেও কতিপয় আত্মীয়ের কারসাজিতে অনুষ্ঠান নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। অর্থ ব্যয় হবে
কন্যা রাশিঃআর্থিক উন্নতি হবে আজ। বিবাহের যোগ হবে আজ
তুলা রাশিঃপরিবারে আপনার গোপন শত্রু ক্ষতি করার চেষ্টা করলেও ফলপ্রসূ হবে না।
বৃশ্চিক রাশিঃসন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যের জন্য দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি। মা, বাবা ও ভাইবোনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন।।
ধনু রাশিঃ শিক্ষার্থীদের পড়াশোনায় ভালো সুযোগ আসবে। সপ্তাহের শেষে অর্থভাগ্য একটু ওঠানামা করতে পারে। যোগাসান ভালো।
মকর রাশিঃগৃহাদি নির্মাণ ও যানবাহন লাভের সম্ভাবনা।
কুম্ভ রাশিঃ নববিবাহিতদের দাম্পত্য জীবন সুখের হবে। শুভ রং লাল।
মীন রাশিঃবিবাহের যোগ হতে পারে আজকে। সংসারে শান্তি হবে আজ।

নিরাপত্তার উন্নতির জন্য হাওড়া ইয়ার্ডে ডায়মন্ড ক্রসিং এর নবায়ন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ হাওড়া ইয়ার্ড ইস্টার্ন রেলওয়ের বৃহত্তম এবং ব্যস্ততম স্থানগুলির মধ্যে রয়েছে, যা ২৫টি লাইন, ১০৮টি পয়েন্ট এবং ক্রসিং এবং ১৭টি ডায়মন্ড ক্রসিং যাত্রীবাহী লাইনে গর্বিত। ইয়ার্ডটিতে ৬৫টি বাধ্যতামূলক বিন্যাস, তীক্ষ্ণ বক্ররেখা এবং গেজ সমস্যা এবং প্রান্তিককরণের সমস্যাগুলির মতো বাধা রয়েছে। ট্র্যাক, পয়েন্ট এবং ক্রসিংয়ের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক, উচ্চ ট্রেন ট্র্যাফিকের সাথে মিলিত, এটি রক্ষণাবেক্ষণ কাজ এবং অপারেশনাল কাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা একটি চ্যালেঞ্জ করে তোলে। নিরাপত্তার স্বার্থে, সমস্ত ঘাটতি চিহ্নিত করার জন্য পুরো ইয়ার্ডের একটি ব্যাপক জরিপ করা হয়েছে। এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করতে এবং অপারেশনাল দক্ষতা উন্নত করতে, ভ্রমণের সময় কমাতে এবং অনিশ্চয়তা হ্রাস করতে, একটি ইয়ার্ড উন্নতির উদ্যোগ চালু করা হয়েছে। এই ধরনের ইয়ার্ডের উন্নতির উদ্যোগগুলির মধ্যে একটি হল পয়েন্ট এবং ক্রসিংয়ের ট্যাম্পিং যা এই ব্যস্ত ইয়ার্ডে আগে করা হয়নি। কাজের সম্পাদনটি এমন পরিকল্পিতভাবে করা হয়েছিল যে ক্রমাগত প্রচেষ্টা যেটি হাতে নেওয়া হয়েছে তা প্রথমবারের মতো এর ব্যস্ত এবং চ্যালেঞ্জিং অপারেশনাল পরিবেশে সুরক্ষা এবং দক্ষতা উন্নত করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল প্রকল্প। এই প্রকল্পে, হাওড়া বিভাগের প্রকৌশল বিভাগ ট্র্যাক প্যাকিং মেশিন জড়িত হাওড়া ইয়ার্ডের পয়েন্ট এবং ক্রসিংগুলির টেম্পিং (ব্যালাস্ট প্যাকিং) দ্বারা ট্র্যাকের গুণমান উন্নত করার একটি উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। প্রকৌশল, সংকেত ও টেলিকম এবং অপারেটিং বিভাগ সহ বহু বিভাগীয় দলের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই কাজটি ৯১ দিনের মধ্যে ট্রেন চলাচলে ন্যূনতম ব্যাঘাত সহ যথাযথভাবে ট্রাফিক ব্লক গ্রহণের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল অনেকগুলি যেমন ব্যস্ত ইয়ার্ড, ট্র্যাকের নীচে সিগন্যাল ও টেলিকম কেবলের ওয়েব, উচ্চ ট্রেন ট্র্যাফিক যা রক্ষণাবেক্ষণে অসুবিধা সৃষ্টি করে ইত্যাদি। যাইহোক, অন্যান্য বিভাগীয় কর্মীদের সহযোগিতা এবং পুরো প্রকল্পটি কার্যকর করার যথাযথ পরিকল্পনার মাধ্যমে সেগুলি কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। ফলাফল হিসাবে হাওড়া ইয়ার্ডে ট্র্যাক গুণমান সমস্ত এলাকার যথাযথ ব্যালিস্টিক, লে-আউট সংশোধন এবং দৃঢ়তা বাড়ানোর জন্য ১৪টি ডায়মন্ড ক্রসিংয়ের উল্লেখযোগ্য রূপান্তর সহ উন্নত করা হয়েছে। এই উন্নতি প্রকল্পটি হাওড়া বিস্তৃত এবং জটিল রেলওয়ে নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা এবং দক্ষতা বজায় রাখা এবং বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে। উন্নত যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং সতর্ক পরিকল্পনা ইয়ার্ডে বিন্যাস এবং কর্মক্ষম চাহিদার দ্বারা উত্থাপিত অনন্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় এক ধাপ এগিয়ে। পুরো কাজের লক্ষ্য হল হাওড়া স্টেশনে প্রবেশকারী বা ছেড়ে যাওয়া ট্রেনগুলির দ্রুত গতিতে যাত্রীদের জন্য মূল্যবান ভ্রমণের সময় বাঁচানো।

বসিরহাটের তৃণমূল সাংসদ হাজি নুরুল ইসলাম প্রয়াত

দুরন্ত বার্তা, উত্তর ২৪ পরগনা, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ মারা গেলেন বসিরহাটের সাংসদ হাজি নুরুল ইসলাম। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬১ বছর। যকৃতের ক্যানসারে দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিলেন। বুধবার দুপুরে নিজের বাড়িতেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর। লোকসভা ভোটের আগে ব্রিগেডের মঞ্চ থেকে যখন তাঁর নাম ঘোষণা হয়, তখনই বেশ অসুস্থ তিনি। ফুসফুসে সংক্রমণ ছিল। ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন হাড়োয়ার বিধায়ক হাজি নুরুল ইসলাম। অসুস্থ শরীর নিয়েই ভোটে লড়েছেন এবং জিতেওছেন। কিন্তু আর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠা হল না। বুধবার দুপুরে মৃত্যু হল বসিরহাটের তৃণমূল সাংসদ হাজি নুরুলের। লোকসভা ভোটের পর ক্যান্সারের চিকিৎসার জন্য দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সে চিকিৎসা চলছিল হাজি নুরুলের। বিদেশ থেকে বিশেষ ওষুধ আনার পর শারীরিক অবস্থার সাময়িক উন্নতিও হচ্ছিল। কিন্তু শেষরক্ষা হল না।

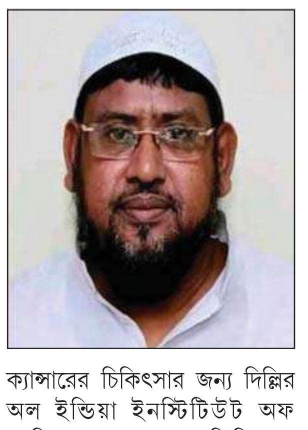

আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মী, বসিরহাটের সাংসদ হাজী শেখ নুরুল ইসলামের মৃত্যুতে দুঃখিত। তিনি প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার এক নিবেদিতপ্রাণ সমাজসেবক ছিলেন। বুধবার তাঁর প্রয়াণে এই ভাষায় শোক প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী এক্সবার্তায় লিখেছেন, তিনি একটি অনগ্রসর অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের উন্নতির জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন। বসিরহাটের মানুষ তাঁর নেতৃত্ব হারাবে। আমি তাঁর পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সহকর্মীদের প্রতি সমবেদনা জানাই। পরিবার সূত্রের খবর, এদিন দুপুরে বাড়িতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। ঘটনার জেরে পরিবার এবং অনুরাগীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পোলবায় কুপিয়ে বৌদিকে খুন করার অভিযোগ উঠল দেওরের বিরুদ্ধে

বনস্পতি দে, পোলবা হুগলি, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ বাপেরবাড়ি যাচ্ছিলেন বৌদি। তার আগে থেকেই গলির মুখে ওঁত পেতে ছিলেন দেওর। মোড় ঘুরতেই আচমকা হাঁসুয়া নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন বৌদির ওপর। এলোপাথাড়ি কোপ মারতে থাকেন। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন বৌদি। তাঁর আর্তনাদে ততক্ষণে প্রতিবেশীরা জড়ো হয়ে যান। অভিযুক্ত দেওরকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন। ধারাল হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে বৌদিকে খুন করার অভিযোগ উঠল দেওরের বিরুদ্ধে! অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পোলবার আলিনগরে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম পানমনি হাঁসদা। অভিযুক্তের নাম অনিল হাঁসদা। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পোলবার আলিনগরের আদিবাসী পাড়ার বাসিন্দা পানমনি তাঁর বোন রানু হাঁসদাকে নিয়ে বাপের বাড়ি যাচ্ছিলেন। অভিযোগ আলিনগর পোলবা রোডের পাশের একটি ক্লাবে হাঁসুয়ায় শান দিয়ে অপেক্ষা করছিলেন অনিল।হঠাৎ করেই বৌদির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপাতো থাকেন বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে যান পানমনি। স্থানীয় বাসিন্দারা আহত অবস্থায় পানমনিকে উদ্ধার করে চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পোলবা থানার পুলিশ পৌঁছয়। হুগলি গ্রামীণ পুলিশের ডিএসপি ডিএন্ডটি প্রিয়ব্রত বক্সি আলিনগরে ঘটনাস্থলে যান। ডিএসপি জানান, প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত একটি বাড়ি তৈরি করছিলেন। তাতে বাধা দেন পানমনি। এছা।া অনিলের দাদার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। সেই মৃত্যুর জন্য বৌদিকেই দায়ী করতেন অনিল, রাগ পুষে রেখেছিলেন। সেই রাগ থেকেই কুপিয়ে খুন বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে। অভিযুক্তকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

অনুব্রতর প্রত্যাবর্তনে অভ্যার্থনার বহরকে কটাক্ষ তথাগত রায়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ অনুব্রত মণ্ডলের প্রত্যাবর্তনে অভ্যার্থনার বহরকে কটাক্ষ করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। বুধবার বিরক্তির ছোট্ট প্রতীক (ইমোজি)-সহ তথাগতবাবু এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, একটা জেল খাটা গরুপাচার কান্ডে অভিযুক্তকে জেল খেটে বেরোনোর অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত বাংলার তাজা তরুণতরুণীরা। এরাই তো উজ্জ্বল করবে রাজ্য ও দেশের ভবিষ্যত।এর সঙ্গে তিনি অপর একটি এক্স হ্যান্ডল পোস্ট করেছেন। কালো প্রেক্ষাপটে বড় হরফে লেখা, ধন্য কবিগুরুর বোলপুর, বোঝা দায় তিহার জেল থেকে ফিরেছে না অলিম্পিক থেকে পদক জিতে এসেছে। এদিন আবার জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনকে

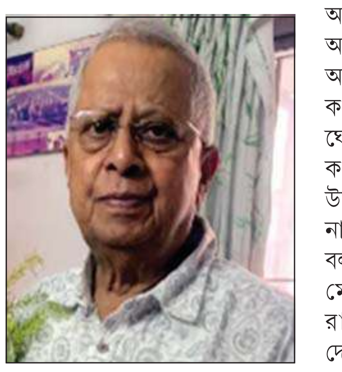

বক্রোক্তি করায় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বিজেপি-র প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষকে একহাত নিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। বুধবার তথাগতবাবু এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, প্রত্যক্ষ রাজনীতির বাইরে গিয়ে দৃশ্যত এক নাগরিক আন্দোলনের চেহারা নিয়েছিল আন্দোলন। তবে সেই আন্দোলনকে ‘নাটক বলে কটাক্ষ করছেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। প্রশ্ন তুলেছেন, এত নাটক করে কী লাভ হল? উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না বুদ্ধির অভাব? না কি দুই-ই? আমার আর কিছু বলার নেই। প্রসঙ্গত, রাজ্যপালের মেয়াদ অন্তে তথাগতবাবু রাজনীতিতে নামার আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। সেই সময় দিল্লিতে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। নেতৃত্ব তাঁকে দলের তৎকালীন রাজ্য সভাপতির সঙ্গে আলোচনা করতে বলে। সেই পদে ছিলেন দিলীপবাবু। সূত্রের খবর, তিনি চাননি তথাগতবাবুর সক্রিয় রাজনীতিতে আসুন।

ফের হ্যাকারের কবলে পুলিশকর্তা সুপ্রতীম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ ফের হ্যাকারের কবলে পড়লেন কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার সুপ্রতীম সরকার। মঙ্গলবার রাতে তিনি ফেসবুকে লিখেছেন, কেউ আমার নাম এবং প্রোফাইল ছবি ব্যবহার করে একটি ভুয়া এফবি প্রোফাইল তৈরি করেছে। বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। অনুগ্রহ করে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট গ্রহণ করবেন না বা জাল মেসেজের উত্তর দেবেন না। বুধবার বেলা দুটোর মধ্যে এই পোস্টের ২৯টি প্রতিক্রিয়া এসেছে। এর আগেও একবার এ ধরণের সমস্যায় পড়েন সুপ্রতীমবাবু।

মেট্রোর লাইনের বিভিন্ন স্টেশনে স্বচ্ছতা হি সেবা ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ মেট্রো রেলওয়ে ১৭.০৯.২০২৪ থেকে ০২.১০.২০২৪ পর্যন্ত স্বচ্ছতা হাই সেবা অভিযান পরিচালনা করছে। এই প্রচারাভিযানের সময় স্টেশন, ট্রেন, কলোনি, হাসপাতাল এবং অন্যান্য রেলওয়ে স্থাপনায় নিবিড় পরিচ্ছন্নতা ও স্যানিটাইজেশন অভিযান চালানো হচ্ছে। মেট্রো কর্মীরা পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব সম্পর্কে যাত্রীদের সচেতন করে চলেছেন এবং মেট্রো চত্বরে সর্বোচ্চ পরিচ্ছন্নতার মান বজায় রাখতে তাদের সহযোগিতা কামনা করছেন। মেট্রো রেলওয়ের ব্লু লাইন, গ্রিন লাইন, পার্পল লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনের সমস্ত স্টেশন এই ক্যাম্পেইনের আওতায় আনা হচ্ছে। আজ ২৫.০৯.২০২৪ তারিখে ব্লু লাইন, গ্রীন লাইন, পার্পল লাইন এবং অরেঞ্জ লাইনের বিভিন্ন স্টেশনে একটি বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয়েছিল।

৪ দুষ্কৃতী গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার পিফা এলাকায় বুধবার ভোররাতে পুলিশের অভিযানে চার কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বসিরহাট থানার পুলিশ আধিকারিক রক্তিম চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে টহলরত পুলিশ দল এই অভিযানে সফল হয়। গ্রেফতার হওয়া দুষ্কৃতীরা এলাকায় ডাকাতির পরিকল্পনা করছিল বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ এদের কাছ থেকে দুটি দেশি পিস্তল ও আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করেছে।

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/সি, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনিয়র ডিইএন/এইচকিউ/এইচডব্লুএইচ : ই-টেন্ডার নং ১৮১_২০২৪-২৫, তারিখ ২৪.০৯.২০২৪। কাজের বিবরণ**: এইএন/এইচকিউ/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে হাওড়ায় ৫০০০০ গ্যালন ক্ষমতার আরসিসি ওভারহেট ট্যাঙ্ক (৩টি) দ্বারা স্টিল ওভারহেড ট্যাঙ্কের প্রতিস্থাপন। **আনুমানিক ব্যয়**: ৪,৬৮,৫৮,৫৮৩.৯১ টাকা। **বায়না মূল্য**: ৩,৮৪,৩০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য** : শূন্য। **কাজ শেষের মেয়াদ**: অ্যাক্সেপটেন্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ৮ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়** : ১৭.১০.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্‌ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। দ্রষ্টব্য : আইআরইপিএস-এ (ই-টেন্ডার পোর্টাল) আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।

(HWH-309/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ক্ষুদে দুর্গা প্রতিমা বিদেশ যাচ্ছে

মলয় সুর, কলকাতা, ২৫ সেপ্েম্বর ঃ কলকাতা কুমারটুলি প্রতিমা শিল্পী নন্দদুলাল ঘোষ এবারে বাইশটি

অতি ক্ষুদ্র আকারের ২ ফুট বাই ২ ফুট উচ্চতার দুর্গা প্রতিমা তৈরি করে নজির সৃষ্টি করেছেন। এর মধ্যেই সবকটি প্রতিমা বিক্রি হয়ে গেছে। বেশিরভাগ তার প্রতিমা বিদেশে প্রবাসী বাঙালিরা মুম্বাই দুবাই প্লেনে নিয়ে গেছেন। প্রতিমা গুলির দাম ধার্য ছিল ৬০০০ টাকা। প্রতিমা গুলি তৈরি করতে তিন মাস সময় লেগেছে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বাতিল

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইএলডি-১২৫-ডব্লুসি-ওটি-০৫-২৪, তারিখ ০৪.০৯.২০২৪। "পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া ডিভিসনে বিডব্লুএন-বিজিএনএ শাখায় এলসি গেট নং ১৩/সি/ই, ৪/সি/ই, ৮/সি/ই, ৬/সি/টি, ৯/সি/ই, ১/সি/ই, ১৪/সি/ই ও এএমপি-কেডব্লুএই শাখায় ১৪/সি/ই-র পরিবর্তে সীমিত উচ্চতার সাবওয়ে নির্মাণের জন্য স্লিউয়িংয়ের ব্যবস্থা করার সঙ্গে যুক্ত ৫০ হার্টজ সিঙ্গল ফেজ ২৫ কেভি এসি ওএইচই সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষণ ও চালুকরণ" কাজের জন্য সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরডি), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত টেন্ডার, যেটির খোলার তারিখ/সময় ২৭.০৯.২০২৪ দুপুর ৩টে, **বাতিল** করা হল। (HWH-310/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

উত্তর প্রদেশের বিজনোরে ঘটে যাওয়া এক নির্মম ঘটনার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল

সমীর দাস, কলকাতা, ২৫ সেপ্টম্বর ঃ উত্তর প্রদেশের বিজনোরে ঘটে যাওয়া এক নির্মম ঘটনার ভিডিও বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, এক নারী তার স্বামীকে বিছানায় শুইয়ে দোপাট্টা দিয়ে হাত-পা বেঁধে রেখেছেন এবং সিগারেট দিয়ে তার শরীরে অত্যাচার চালাচ্ছেন। এই ভিডিও দেখে অনেকেই স্তম্ভিত। পীড়িত স্বামীর নাম মন্নান জায়েদি, যিনি অভিযোগ করেছেন যে তার স্ত্রী, মেহেরজাহান, তাকে বিয়ার, বিরিয়ানি এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্য খাওয়াতে না পারার কারণে এই অত্যাচার করেছেন। মন্নান জানিয়েছেন, প্রেমিকা থেকে স্ত্রী হওয়া মেহেরজাহান প্রায়ই মাদকাসক্ত অবস্থায় তার উপর মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার চালাতেন। ঘটনাটি চার মাস আগে তাদের বিবাহের পরে ঘটে, যখন মেহেরজাহান স্বামীকে বেঁধে রেখে সিগারেট দিয়ে তার শরীর দাগতে থাকেন। এমনকি তার গোপনাঙ্গেও আঘাত করেন। গোপনে ক্যামেরায় বন্দী হয়েছিল এই নির্মমতা। মন্নান বেশ কিছুদিন ধরেই এই অত্যাচারের শিকার হলেও, ঘটনাটি পুলিশে জানানোর আগে তিনি গোপনে একটি ক্যামেরা সেট করেছিলেন। সেই রাতের ভিডিওতে দেখা গেছে, মেহেরজাহান স্বামীর পায়জামা খুলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় রেখে সিগারেট দিয়ে তার শরীর পোড়াচ্ছেন। মন্নান চিৎকার করলেও, তার স্ত্রীর মধ্যে কোনও অনুশোচনা দেখা যায়নি। বর্তমানে, মন্নান জায়েদির অভিযোগের ভিত্তিতে মেহেরজাহানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে হত্যার চেষ্টা এবং শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বুধেও সিজিওতে চিকিৎসক অপূর্ব, হাজিরা এক মর্গকর্মীরও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ বুধবারও সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দিলেন চিকিস অপূর্ব বিশ্বাস। আর জি করের মহিলা চিকিৎসক-পড়ুয়ার ধর্ষণ-খুনের ঘটনায় তাঁকে ফের তলব করা হয় সিবিআই দফতরে। এই নিয়ে পর পর তিন দিন সিজিও কমপ্লেক্সে এলেন তিনি। এর আগেও এক বার তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা। শুধু তিনি একা নন, বুধবার সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করা হয় হাসপাতালের মর্গের এক কর্মীকেও। উল্লেখ্য, আর জি করের মৃত চিকিৎসকের ময়নাতদন্তের জন্য যে দল গঠন করা হয়েছিল, সেই দলেই ছিলেন অপূর্ব। সিবিআইয়ের এক সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, আর জি করের নির্যাতিতার ময়নাতদন্তের সময় ঠিক কী ঘটেছিল? কারা কারা উপস্থিত ছিলেন? সেই সব বিষয়ে জানতে চাওয়া হয় অপূর্ববাবুর কাছে। পাশাপাশি, ‘রক্তগঙ্গা বইয়ে’ দেওয়ার যে অভিযোগ তিনি করেছিলেন, সে সম্পর্কেও জানতে চাওয়া হতে পারে।

আলিপুর চিড়িয়াখানার ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আজ একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং বিশাল একটি গেটের শুভ সূচনা করেন মহানগরী এবং নগর উন্নয়ন মন্ত্রী জনাব ফিরাদ ববি হাকিম ও বনদপ্তরের মন্ত্রী বিরবাহা হাঁসদা ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। ছবি- সুবল সাহা।

পুজোর মুখে বিসর্জনের ঘাট পরিদর্শন হাওড়া পুরসভা ও পুলিশ প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ পুজোর বাকি আর মাত্র ১৪ দিন। পুজোর কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। পুজোর শেষে প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় যাতে ঘাটগুলোতে কোনও সমস্যা না হয় সে কারণে এবারও পুজোর আগে থেকেই ঘাটগুলো পরিদর্শন করে সেখানকার বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন পুরসভা ও প্রশাসনের কর্তারা। বুধবার দুপুরে হাওড়া পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ডাঃ সুজয় চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পুর আধিকারিকরা হাওড়ার গুরুত্বপূর্ণ একাধিক নিরঞ্জনের ঘাট পরিদর্শন করেন। উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় থানা ও ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিকরা। বিরর্জনের ঘাটগুলোতে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রয়েছে কিনা, ঘাটের রাস্তার সংস্কারের প্রয়োজন আছে কিনা, যেখানে প্রতিমা নিরঞ্জন হবে সেই চত্বর ঠিকঠাক আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়। এদিন মূলত পুরসভার কনজারভেন্সি বিভাগের তরফ থেকে রামকৃষ্ণপুর, শিবপুর প্রমুখ ঘাট পরিদর্শন করা হয়। ঘাটে যাবার রাস্তা ঠিক আছে কিনা, ঘাট সংলগ্ন অ্যাপ্রোচ রোড ঠিক আছে

কিনা, ঘাটের আলো ঠিক আছে কিনা এবং প্রতিমা বিসর্জনের জায়গা ঠিক রয়েছে কিনা তা দেখা হয়। যেখানে যা সমস্যা আছে তা যাতে অতি দ্রুত মেরামত করা যায় তারজন্যই এই ঘাট পরিদর্শন বলে জানা গেছে। ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী বলেন, রামকৃষ্ণপুর ঘাটে হাওড়ার একটা বড় অংশের প্রতিমা নিরঞ্জন হয়। ঘাটের অবস্থা দেখতে এসেছিলাম। ঘাটের অবস্থা ভালো আছে। সামান্য যেটুকু মেরামতের প্রয়োজন তা করা হবে। ঘাটে আলো আছে। তবে অতিরিক্ত কিছু আলো লাগানো হবে। এছাড়া গঙ্গার শেষ অংশে কিছু জায়গা ভেঙে গঙ্গায় নিচে নেমে গিয়েছে। যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে মানুষকে সচেতন করতে সেখানে অস্থায়ী ব্যারিকেড করা হবে। এতদিন লোক লাগিয়ে গঙ্গা থেকে প্রতিমার কাঠামো তোলা হতো। এবার লংবুম মেশিন লাগিয়ে তা তোলা হবে। এই ব্যবস্থা নেওয়ার ফলে দ্রুত গঙ্গা থাকে কাঠামো তোলা সম্ভব হবে। এখানে গঙ্গার ঘাটের ঢাল খুব শক্ত। সেই কারণে এখানে হাইড্রা মেশিন নামানো সম্ভব নয়। তার পরিবর্তে লংবুম মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে।

উলুবেড়িয়ায় রহস্য বিস্ফোরণে জখম ৫ জন

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ উলুবেড়িয়ায় রহস্য বিস্ফোরণে জখম ৫ জন। অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনজনকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে চিকিৎসার জন্য। স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে মঙ্গলবার বিকেলে উলুবেড়িয়া থানা এলাকার তপনা গ্রাম পঞ্চায়েতের ফতেপুর গ্রামে একটি বাড়িতে বোমা বাঁধার সময় বিকট আওয়াজ করে বিস্ফোরণ হয় বলে স্থানীয় সুত্রে জানা যায়, এবং এই বিস্ফোরনে পরিত্যক্ত টালির চাল সম্পূর্ণ রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মোট পাঁচ জন জখম হয় বলে জানা যায়।

স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে জখমদের নাম জানতে পারা গেছে যাদের নাম শেখ শামসুর ও তার ছেলে সেখ আরিফ এবং শেখ হালিম এছাড়াও সেখ ইনা,সেখ হাসান বলে দুজন নাবালক জখম হয়েছে বলে জানা যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এছাড়াও আরো বেশ কয়েকজন জখম হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে বিকট শব্দে পুরো এলাকা কেঁপে ওঠে টালির চালের টালি সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে,এবং আশপাশের বহু দুর এলাকা পর্যন্ত ব্যাপক আওয়াজ সৃষ্টি হয় বলে জানা যায়,এরপরই এলাকার লোকজন বিস্ফোরণ হয়েছে বুঝতে পেরে ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে আসে জখমদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠায়। এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে, এবং ঘটনাস্থলে রয়েছে উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ। উল্লেখ্য বোমা বাঁধার সময় বিস্ফোরণের ঘটনার পর আজ বুধবার ও আতঙ্ক উলুবেড়িয়া থানার তপনা অঞ্চলের ফতেপুর গ্রামে। গ্রামের মানুষের অভিযোগ তারা জানতেন না যে এই ধরনের কাজ এখানে চলে, তবে বাইরের অচেনা মানুষ মাঝে মাঝে যাতায়াত করতো,সুত্র মারফত জানা যায় এই ঘটনায় গুরুতর ভাবে জখম পাঁজজন, তবে তারা কোথায় ভর্তি আছেন তা তারা জানেন না। তবে এলাকার মানুষ খুবই আতঙ্কিত। উল্লেখ্য সেখ হালিমের আদি বাড়ি হীরাপুরে, এখানে মামার বাড়িতে প্রায় দশ বছর যাব বসবাস করছেন। তবে এলাকার মানুষের অভিযোগ বোমা তৈরির মাষ্টার মাইন্ড হলো সেখ হালিম। ঘটনা প্রসঙ্গ হালিমের স্ত্রী হাদিসা বেগম বলেন তিনি কিছুই জানেন না,পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে নমুনা সংগ্রহ করেন এবং বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

কুলপির বিধায়কের উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে স্টেডিয়াম

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলপি, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ বর্তমানে গ্রাম বাংলা থেকে হারিয়ে যাচ্ছে সব ধরনের খেলাধুলা। মাঠের অভাবে খেলার দিক থেকে সরে যাচ্ছে বর্তমান প্রজন্ম। আর মোবাইল গেমে আসক্ত হয়ে পড়ছে তাঁরা। তাই আগের মত খেলার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে এবার এগিয়ে এলো খোদ বিধায়ক। আর তাই এই প্রথম নতুন স্টেডিয়াম পেতে চলেছে কুলপি ব্লক। কুলপির বিবেক ময়দানে তৈরি হচ্ছে এই স্টেডিয়াম। যার ফলে খুশি স্থানীয়রা। কুলপির বিবেক ময়দান খেলাধূলার জন্য প্রসিদ্ধ জায়গা।এখানে সারা বছর ফুটবল বা ক্রিকেটের মত টুর্নামেন্ট লেগেই থাকে।যার মধ্যে রয়েছে এমএলএ কাপের মত বড় টুর্নামেন্ট ও। এই সমস্ত টুর্নামেন্ট দেখতে প্রচুর মানুষজন আসতেন। তবে স্টেডিয়াম না থাকায় তাদের খুব অসুবিধা হত।সেই সমস্যাগুলি অনুধাবন করে কুলপির বিবেক ময়দানে কুলপির বিধায়ক যোগ রঞ্জন হালদারের উদ্যোগে শুরু হয়েছে নতুন স্টেডিয়াম তৈরির কাজ।খেলাধুলার প্রসার ঘটাতে এই স্টেডিয়াম খুবই কাজে দেবে বলে জানিয়েছেন কুলপির বিধায়ক যোগরঞ্জন হালদার।কয়েক কোটি টাকা ব্যায়ে এই কাজ শুরু হয়েছে। এবছরের শেষ দিকে এই কাজ সমাপ্ত হবে।আগামী বছরের শুরুতেই তৈরি হয়ে যাবে ঝাঁ চকচকে নতুন এক স্টেডিয়াম।আর কুলপি ব্লকে এই কাজ শেষ হলে একটি নতুন দিগন্তের উন্মোচন হবে বলে মনে করছেন অনেকেই।খেলাধুলার আরোও প্রসার ঘটবে এখানে।

‘গারভি গুজরাট’ রেল পর্যটনকে একটি নতুন মাত্রা দিচ্ছে

নয়াদিল্লি,২৫ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতীয় রেলওয়ের অধীনে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন লিমিটেড, ভারত গৌরব ট্যুরিস্ট ট্রেনের মাধ্যমে ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য প্রদর্শনের মিশন চালিয়ে যাচ্ছে। এর উত্তরাধিকার যোগ করে, দিল্লি থেকে ১ অক্টোবর, ২০২৪-এ গারভি গুজরাট ভারত গৌরব ডিলাক্স এসি ট্যুরিস্ট ট্রেন চালু করতে প্রস্তুত। এই বিশেষ যাত্রা পর্যটকদের নিয়ে যাবে গুজরাটের সবচেয়ে বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক এবং ঐতিহ্যগত গন্তব্যগুলির মধ্য দিয়ে, যার মধ্যে প্রাচীন শহর ভাদনগর এবং দিউ-এর মনোরম দ্বীপ রয়েছে। আরাম ও সুবিধার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, গারভি গুজরাট ভারত গৌরব ডিলাক্স এসি ট্যুরিস্ট ট্রেন বিভিন্ন ধরনের আধুনিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করে। যাত্রীরা দুটি ডাইনিং রেস্তোরাঁ, একটি অত্যাধুনিক রান্নাঘর, শাওয়ার কিউবিকল, সেন্সর-চালিত ওয়াশরুম এবং ফুট ম্যাসাজার উপভোগ করতে পারবেন। ফার্স্ট এসি, সেকেন্ড এসি এবং থার্ড এসি-তে সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কোচ সহ, ট্রেনটি সিসিটিভি ক্যামেরা এবং জাহাজে নিরাপত্তার সাথে নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করে। ট্রেনটি দিল্লি সফদরজং, গুরগাঁও, রেওয়ারি, রিঙ্গাস, ফুলেরা এবং আজমির রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে বোর্ডিং এবং ডিবোর্ডিং বিকল্পগুলির সাথে ১৫০ জন যাত্রীর থাকার ব্যবস্থা করে। ১০ দিন ব্যাপী, এই আধ্যাত্মিক অ্যাডভেঞ্চার পর্যটকদের সোমনাথ, নাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ, দ্বারকাধীশ মঃিদর এবং পাভাগড়ের মহাকালী মন্দিরের মতো আইকনিক মন্দিরে নিয়ে. যাবে। উপরন্তু,

ভ্রমণকারীরা কীর্তি তোরণ (ভাদনগর), মোধেরা সূর্য মন্দির, রানি কি ভাভ এবং দিউ ফোর্টের মতো ঐতিহাসিক ল্যান্ডমার্কগুলি অন্বেষণ করবে। যাত্রাটি দিল্লিতে শুরু হয়, ২শে অক্টোবর আহমেদাবাদে প্রথম স্টপ দিয়ে, পর্যটকদের গান্ধী জয়ন্তী এবং অক্ষরধাম মন্দিরের সম্মানে সবরমতি আশ্রম দেখার অনুমতি দেয়। সেখান থেকে ট্রেনটি মোধেরা-পাটনের অত্যাশ্চর্য মোধেরা সূর্য মন্দির, রানি কি ভাভ এবং সহস্রালিং তালাভের দিকে এগিয়ে যায়। পরবর্তী গন্তব্য, ভাদনগর, হাটকেশ্বর মন্দির, কীর্তি তোরণ, শর্মিষ্ঠা লেক এবং বিখ্যাত ভাদনগর রেলওয়ে স্টেশন দেখার সুযোগ দেয়। সমুদ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে, ট্রেনটি ভাদোদরায় থামবে, যেখানে পর্যটকরা পাভাগড় পাহাড়ে মহাকালী মন্দির এবং ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান, চম্পানের-পাভাগড় প্রত্নতাত্ত্বিক পার্ক দেখতে যেতে পারে। দু ঃসাহসিক কাজ সেখানেই শেষ হয় না-পরে কেভাদিয়া, বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু মূর্তি, আইকনিক স্ট্যাচু অফ ইউনিটির বাড়ি। কেভাদিয়ার পরে, যাত্রা সোমনাথের দিকে রওনা হয়, যেখানে যাত্রীরা শ্রদ্ধেয় সোমনাথ মন্দির এবং শান্ত সোমনাথ সৈকত পরিদর্শন করবে। দিউ, পরবর্তী গন্তব্য, অত্যাশ্চর্য দৃশ্যের প্রতিশ্রুতি দেয় যখন পর্যটকরা দিউ ফোর্ট, আইএনএস খুকরি এবং এর শান্ত সমুদ্র সৈকত ঘুরে দেখেন। চূড়ান্ত স্টপ হল দ্বারকা, যেখানে ভ্রমণকারীরা দিল্লিতে ফিরে আসার আগে দ্বারকাধীশ মন্দির, নাগেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ এবং বেইট দ্বারকা পরিদর্শন করবে, প্রায় ৩৫০০ কিলোমিটার বিস্ময়কর দর্শনীয় স্থানগুলি কভার করে। তার সূচনা থেকেই, ভারত গৌরব ট্যুরিস্ট ট্রেন উদ্যোগ সারা ভারতে পর্যটনের প্রচারে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। গত তিন বছরে, ১৮০ টিরও বেশি ভারত গৌরব ট্রেন ৮০০০০ টিরও বেশি যাত্রীকে স্বাগত জানিয়ে ২৪টি রাজ্য অতিক্রম করেছে। উল্লেখযোগ্য কিছু রুট এবং সার্কিটের মধ্যে রয়েছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৯৮ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ৯ আশ্বিন, ১৪৩১

উত্তম সৌমিত্র জুটি

হাত নাড়তে নাড়তে ইডেনে নামলেন উত্তম কুমার। ইডেন গার্ডেন্সে দিলীপ কুমার একাদশ বনাম উত্তমকুমার একাদশ বলে একটা ক্রিকেট ম্যাচ হয়েছিল। খুব সম্ভবত এটা হয়েছিল ১৯৭৯ সালে। সেই সময় অমিতাভ বচ্চন, রেখাজিকে দেখার আগ্রহ। খেলা শুরু হওয়ার জন্য অপেক্ষা। কোথাও কিছু নেই পুরো মাঠ হঠাৎ কেঁপে উঠল। কেঁপে উঠল বলতে বিরাট চিৎকারে গমগম করে উঠল। বোধ হয় অমিতাভ বচ্চন নেমে গিয়েছেন। হ্যাট পরে, চোখে গগলস দিয়ে উত্তম মাঠে নামছেন। একটা চেক কাটা কোর্ট গায়ে ছিল। উনি মাঠে নামতে নামতে দর্শকদের দিকে হাত নাড়াচ্ছিলেন। আর দর্শক চিৎকারে ফেটে পড়ছে। উত্তম মারা যাওয়ার সময়ে শহরের রাস্তা দিয়ে লরিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দেখা যাচ্ছে দেশপ্রিয় পার্ক আর বাম দিকে সাদার্ন অ্যাভেনিউ। কোথাও এতটুকু রাস্তা দেখা যাচ্ছে না। কোনও জানলা, কোনও ফুটপাত, কোনও রক কিচ্ছু খালি নেই। মানুষে মানুষে ভরপুর। লরিটা কিন্তু তখনও দেশপ্রিয় পার্কে। এরকম ভয়ানক দৃশ্য। এরকম আর দু'বার হয়েছিল। মহত্মা গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মারা যাওয়ার সময় এরকম ভিড় হয়েছিল। সেই থেকে উত্তমকুমারকে চিনতে শুরু করল ছোটরা টেলিভিশনে উনার ছবিগুলো দেখে। সেই সময় উনারবেশ কয়েকটা ছবি নতুন করে মুক্তি পেয়েছিল। তখন একটাই চ্যানেল দূরদর্শন। সেই সময় পাগলের মতো উত্তমকুমারের ছবি দেখানো শুরু হয়েছে সেই যে উত্তমকুমার নামের একটা নেশা ঘাড়ে চাপল। সেই থেকে আর নামেনি। সেখান থেকে উত্তমকুমারের চরিত্রেও অভিনয়। উনার ক্যারিশ্মা ছিল। ১০৮টা শ্বেত পদ্মফুল আসত। সেই ফুল রাখা হতে উত্তমকুমারের ছবির সামনে। এখনও বাড়িতে ওঁর ছবিতে মালা পড়ে। বাংলা সিনেমায় আর একটা শক্তিশালী অভিনেতা পাওয়া গেল না যা বাঙালিদের মনটকাকে ভরিয়ে দিতে পারে। মন ভরাতে পেরেছিলেন উত্তম কুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কোনও দিন শোনা যায়নি যে তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তম কুমারের ওপরে ইর্ষা পোষন করেছেন। দুই ভাইয়ের অপূর্ব মিল ছিল। কোনও রকম রাগ বা বিদ্বেষ কাজ করেনি। উত্তম কুমার নায়ক হয়েছেন বলে ভাই তরুণ কুমার ভাইয়ের ওপরে রাগ করবে বা ইর্ষাভাব পোষন করবে তা কিন্তু দেখতে পাওয়া যায়নি। অপূর্ব মিলন সেতু তৈরি হয়ে গিয়েছিল দুই ভাইয়ের। বাংলার বহু ছবিতে দুই ভাই মিলে মিশে অপূর্ব অভিনয় করেছেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় উত্তম কুমারের সঙ্গে বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে বিখ্যাত কয়েকটি ছবি হচ্ছে 'স্ত্রী', 'অপরিচিতা', 'ঝিন্দের বন্দি' দুই দক্ষ শিল্পীর অভিনয় দেখে দর্শকেরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সবাই তখন বহবা দিতে শুরু করে। বাংলা ছবি তখন মুম্বই ছবিকে টেক্কা দিতে শুরু করে দিয়েছে। মুম্বই ছবি পরিচালকেরা চেয়ে বসে থাকতো বাংলা কোনও ছবি জনপ্রিয় হচ্ছে। সেই ছবিকে হিন্দি করতে হবে। বহু বাংলা ছবি হিন্দি করে বাজার মাত করেছে।

সত্যজিৎ নাম জাদু আছে

মানিক বাবু একদিন বিজয়া রায়কে বললেন, কে এই মানুষটি? চিনি না জানি না,অথচ এত যত্ন করে কিছু দিন যেসব সংবাদ, নিবন্ধ বিলেতের পত্র- পত্রিকায় প্রকাশিত হত তিনি নিয়ম করে কাগজের সেই কাটিং বাদে-বাদেই পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এবার বিলেতে গেলে খোঁজ নিতেই হবে। সত্যিই তো লোকটির কী কিছু স্বার্থ আছে! নাকি মানিকবাবুর প্রতি নিখাদ ভালবাসায় নিঃস্বার্থভাবে তিনি এসব করেন। কে তিনি! তাঁর পরিচয় নিশ্চয়ই জানাব, শুধু এটুকু বলা দরকার এমন কিছু সম্পর্ক তৈরি হয়, যেখানে নূন্যতম স্বার্থ নেই, শুধু থাকে মুগ্ধতা, পরস্পরের প্রতি সম্মান আর হৃদয় থেকে উৎসারিত শ্রদ্ধা। ১৯৭৬ সালের আগে থেকেই সত্যজিৎ রায় সম্পর্কে যেসব সংবাদ, নিবন্ধ বিলেতের পত্র- পত্রিকায় প্রকাশিত হত তিনি নিয়ম করে কাগজের সেই কাটিং মানিকবাবুর বাড়িতে পাঠিয়ে দিতেন। মানিকবাবু ওই ভদ্রলোকের কর্মকাণ্ডে মুগ্ধ। তিনি বিলেতে গিয়ে তাঁর খোঁজ নেবেন। তবে বিলেত পর্যন্ত আর যেতে হয়নি অমায়িক সেই ভদ্রলোক একদিন হঠাৎ করে এসে হাজির হয়েছিলেন সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে। সেদিন তিনি ধরা পড়ে গেলেন। সম্ভবত ১৯৭৬ সাল হবে! বিজয়া রায় কাজ করছেন বাড়ির বারান্দায়। এমন সময়ে দরজার বেল বেজে ওঠে। মদন বাড়ির কর্মী বেরিয়ে এসে দরজাটি খুলতেই ভদ্রলোক শরীরের অর্ধেকটা ঢুকিয়ে মানুষের হাতে কিছু কাগজপত্র দিয়ে বললেন এগুলো সাহেবের হাতে দিয়ে দেবেন। বিজয়া রায় খুব একটা দূরে নেই, তিনি কথাগুলো সব শুনছেন, কিন্তু খটকা লাগল 'সাহেব' কথায়। ওই নামে সত্যজিৎ রায় কে কেউ কখনও ডাকেন নি। তিনি এগিয়ে এসে বললেন কাকে চাইছেন? ভদ্রলোক এবার ঘর পর্যন্ত এসে নমস্কার জানিয়ে বললেন আমি আপনাদের বিরক্ত করতে চাইনি। শুধু কাটিং গুলো দিতে এসেছিলাম। পরণে খুব সাধারণ বাঙালিদের মত পোশাক, প্যান্ট ও শার্ট। যখন কথা বলছিলেন,হাসিতেই মানুষটির সারল্য আর খাঁটি অন্তঃকরণের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল। তবু একবার বিজয়া রায় কৌতূহলবশত প্রশ্ন করলেন কোথাকার কাটিং? ভদ্রলোক এমনি বিনয়ী, এবার যেন লজ্জায় আরও নুইয়ে পড়েন। বললেন বিলেতের কাটিং। ব্যাস আর পরিচয় বুঝতে কিছু বাকি থাকল না,এই সেই ভদ্রলোক ডাক্তার শ্যামল চৌধুরী। ডাক্তারি পাশ করে অনেক দিন আগে বিলেতে চলে এসেছেন। সেখানকার এক হাসপাতালের সাথে যুক্ত। তিনি মানসিক রোগের চিকিৎসক। বিজয়া রায় ডাক্তারবাবুর প্রতি একটু অভিমানের সুরে বললেন আপনি এত কাটিং বিলেত থেকে পাঠান আর দেখা না করে চলে যান।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

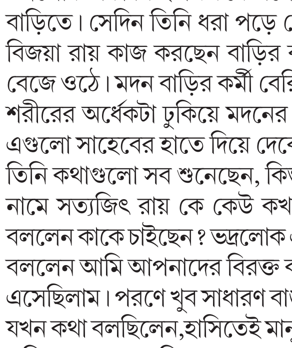

মাতৃভক্তি থেকে শুভ শক্তির উৎপত্তি। যিনি মাকে ভালোবাসেন তিনি শক্তিশালী হয়ে থাকেন। তাকে পরাস্ত করা সহজ হয় না।

মন থেকে অধন্ধারকে দূর করতে হবে। সেটা যিনি পারেন তিনি হচ্ছে শক্তিময় মহান ব্যক্তি। তিনি জগত পিতা। সত্য কথা বলার মধ্যে দিয়ে একটি শারীরিক শক্তি জাগরিত হয়ে থাকে। সেই শক্তির সঙ্গে কেউ সহজে পেরে উঠে না। সবাই সেই সৎ শক্তির কাছে পরাস্ত হতে হয়। এটাই জাগতিক নিয়ম। মনের মধ্যে সৎ ভাবকে বজায় রাখলে একটি ঈশ্বরিক শক্তির প্রকাশ ঘটে থাকে। সেই শক্তি সবাইকে বিনাশ করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে।

ভগিনী নিবেদিতা দর্শন

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, পরম আত্মা শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জীবন অতিবাহিত হতে থাকে। তিনি হচ্ছেন জগত সেরা। তিনি আছেন বলে সবাই শারীরিকভাবে বেঁচেবর্তে থাকেন। তিনি না থাকলে এই জগতে নিজেকে রক্ষা করা খুবই মুশকিল হতো। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, জগতমাতাকে পুজো করতে হবে। জগতমাতার আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তিনি সর্বশক্তিমান। ঈশ্বরকে এক মনে ডাকতে হবে। তিনি তবেই ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলেই পরম আত্মা জাগরিত হতে পারে। তিনি আছেন বলেই মানব জগতটা একটি নিয়মে চলাফেরা করে। তিনি আছেন বলেই পৃথিবীর আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি রয়েছে। গোটা সমাজ থেকে শুরু করে সংসার ধর্ম এবং জগতটা একটি নিয়মে পরিচালিত হতে পারছে। নিয়ম থাকে বলেই সবাই চলাফেরা করতে সক্ষম হচ্ছে। জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হবে। যিনি দান করেন তাঁর ধন কোনও দিন ফুরায় না। যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম আত্মার সাক্ষাৎ পান।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে বিদ্যাসাগর কোনও দিন না গেলেও ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে তাঁর কোনও বিরূপ ধারনা ছিল না

রবীন্দ্রকুমার শীল

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ঈশ্ববচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরর সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৮৮২ সালের ৫ আগস্ট শনিবার বিকেলে। তখন বিদ্যাসাগর বাদুড়বাগানে নিজস্ব বাসভবনে বসবাস করতেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে ছিলেন ভবনাথ হাজরা এবং শ্রীম। তবে বিদ্যাসাগর আগে ঠাকুর সম্পর্কে জেনে নিয়েছিলেন। তিনি ভাবতে শুরু করেছিলেন যে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব একজন কালী ভক্ত হয়ে কেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আগ্রহী। তিনি ওটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান তাঁর ঈশ্বর ভক্তি সম্পর্কে জানার আগ্রহ কতখানি আছে। বিদ্যাসাগর বেশ প্রস্তুত হয়েছিলেন। তিনি ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী ছিলেন। বিদ্যাসাগরের একটি বড় গুণ ছিল যে তিনি কোনও দর্শনার্থীদের দরজা থেকে ফেরাতেন না। তিনি সব সময়ে সবার সঙ্গে সময় পেলে দেখা করতেন এবং তার সঙ্গে কথা বলতেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বাদুড়বাগানে বিদ্যাসাগরের বাড়িতে উপস্থিত হতেই বিদ্যাসাগর তাদের জন্য কিছু মিষ্টির আয়োজন করতে তৎপর হন। তারপরে বিদ্যাসাগর এবং ঠাকুরের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু হল। ঠাকুর বিদ্যাসাগরের দিকে তাকিয়ে প্রথমেই বলে উঠলেন, আমি সাগরে এসে উপস্থিত হয়েছি। খাল, বিল, নালা অতিক্রম করে সাগরে এসে উপস্থিত হলাম। ঠাকুরের এই কথা শুনে বিদ্যাসাগর বেশ রসিয়ে বলে উঠলেন, তাহলে কিছু নোনা জল নিয়ে যান। বিদ্যাসাগরের এই রসিক কথা শুনে সবাই হেসে উঠলেন। ঠাকুর বললেন, আপনি নোনার সাগর নন, আপনি অবিদ্যার সাগর নন, আপনি বিদ্যার সাগর। দুধের সাগর। বিদ্যাসাগর বললেন, যা বুঝছেন আপনি। ঠাকুর তারপরে বললেন, সৎভাব আপনার মনে মধ্যে স্থান লাভ করেছে। সৎভাব হচ্ছে রাজগুণ। সর্বগুণের অধিকারী আপনি। বিদ্যাই আপনার সম্পদ। বিদ্যাসাগর ঠাকুরের এই সব কথা মন দিয়ে শুনে ছিলেন। তিনি কোনও কথা বলেননি। তবে তিনি ঠাকুরের মুখ দিয়ে নিজের প্রশংসা শুনে কুণ্ঠিত হন। ঠাকুর বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করার সময়ে বারবার তিনি অনুরোধ করেছিলেন একবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে মায়ের দর্শন লাভ করতে। কিন্তু বিদ্যাসাগর কোনওদিন দক্ষিণেশ্বরে যাননি। তিনি নিজের মাতাকে মা বলতেন। তিনি আর কোনও মাতৃদর্শন করার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন। তাঁর বাড়িতে পিতা মাতার ছবি ছাড়া আর কোনও দেব দেবীর ছবি ছিল না। হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেব দেবী তাঁর বাড়িতে স্থান লাভ করেনি। তিনি কোনও দেবালয়ে গিয়ে মাথা ঠুকে দেব দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম করেননি। তাঁর দেবালয় ছিল বিদ্যালয়গুলি। মেয়েদের শিক্ষার জন্য বহু বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। কলকাতায় মেট্রোপলিটন স্কুল তিনি স্থাপন করেছিলেন। সেই স্কুলে শিক্ষকতা করেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনিই স্বামী বিবেকানন্দকে শিক্ষকের চাকরি দিয়েছিলেন। তখন অবশ্য বিবেকানন্দ দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে উপস্থিত হননি। রানি রাসমণির সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সুম্পর্ক ছিল। রানি রাসমণি কোনও দিন সাহস করে বিদ্যাসাগরকে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে যেতে বলেননি। কারণ তিনি জানতেন যে বিদ্যাসাগর একমাত্র নিজের মা ভগবতী দেবী ছাড়া আর কাউকে মা বলে স্বীকার করতেন না। বিহারের কাড়মাটারে সাঁওতাল পরগনায় বিদ্যাসাগর যে বাড়িটি তৈরি করেছিলেন সেখানেও তিনি তাঁর পিতামাতা ছবি ছাড়া আর কারোর ছবি ছিল না। কোনও হিন্দু দেব দেবীর ছবি তিনি ঘরে রাখতেন না। কিন্তু তিনি পৈত্যে ত্যাগ করেনি। গায়েত্রী মন্ত্র ত্যাগ করেনি। তিনি হিন্দু ধর্মের আচার অনুষ্ঠান থেকে শুরু করে পুজা পার্বন ত্যাগ করেছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বিদ্যাসাগরের আসার জন্য দক্ষিণেশ্বরের অপেক্ষা করে থাকতেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর কোনও সময়ে দক্ষিণেশ্বরের যাওয়ার কথা ভাবতেন না। তিনি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরকে এড়িয়ে চলতেন। এক সময়ে ঠাকুর বলেছিলেন, সবাই তো এলো। কিন্তু সাগর দক্ষিণেশ্বরের এসে উপস্থিত হল না। ঠাকুর আশা করেছিলেন বিদ্যাসাগর একবার না একবার দক্ষিণেশ্বরের এসে উপস্থিত হবেন। ব্রাহ্ম ধর্মের নেতা কেশব চন্দ্র সেন, নাট্যকার গিরিশ ঘোষ, নটী বিনোদিনী, অমৃতলাল বসু সবাই এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন বিদ্যাসাগর। তিনি মন্দিরের যাওয়ার চেয়ে স্কুলগুলিতে মন্দির বলে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। বিধবা বিবাহকে সমর্থন করেছিলেন রানি রাসমণি। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে সখ্যতা ছিল রানি রাসমণির। বিদ্যাসাগর কয়েকবার জানবাজারে রানি বাড়িতে গিয়েছিলেন বিধবাব বিবাহ নিয়ে আলোচনা করতে। তবুও রানি সাহস করে বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করতে পারেনি একবার দক্ষিণেশ্বরে তাঁর পদধূলি দিতে। বিদ্যাসাগর কারোর বাড়িতে ভোজন করতেন না। তবে বহু অনুরোধ উপরোধ থাকলে একটি মিষ্টি মুখে দিতেন। ভোজন দক্ষিণা দেওয়ার মতো কারোর সাহস হতো না বিদ্যাসাগরকে। সেই সময়ে সব ব্রাহ্মণরা যখন ভোজন দক্ষিণার জন্য লালায়িত তখন বিদ্যাসাগর কারোর বাড়িতে ভোজন দক্ষিণার ভয়ে খাদ্য গ্রহণ করতেন না।

দার্শনিক বিদ্যাসাগর সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে।

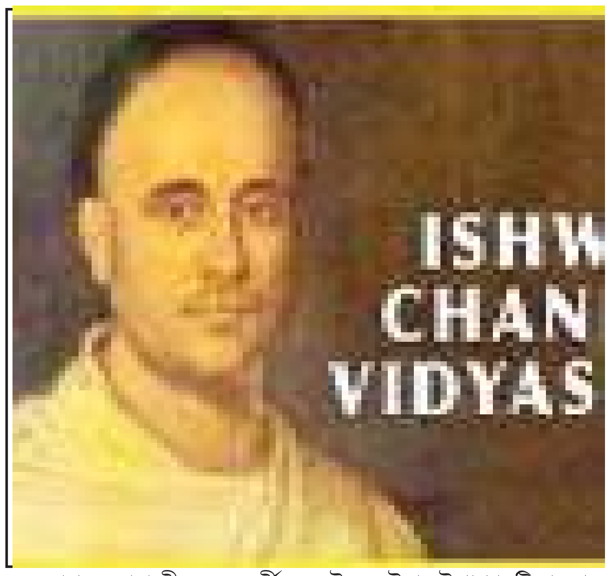

যে মহাপুরুষ সারা জীবন ধরে ধর্মীয় অনুশাসন চর্চা করে বিধবা বিবাহ আইন চালু করতে বাধ্য করেছিলেন ইংরেজ সরকারকে এবং প্রবল সামাজিক বিরোধিতা সত্ত্বেও বহু বিধবা বিবাহ প্রচলন বন্ধ করার উদ্যোগী হয়েছিলেন সেই বীর পুরুষ মানুষের গভীরে সরস রসধারা ফল্গু প্রবাহিত হয়েছিল তার সন্ধান আমরা প্রায় করি না। আমরা বিদ্যাসাগরের ইস্পাতের মতো কঠিন দিকটার কথা নিয়ে বেশি চর্চা করেছি। কিন্তু একটি মানুষের যেমন গভীর হৃদয়বত্তায় রয়েছে রসস্রোত পাশাপাশি তিনি আবার সবার সঙ্গে প্রচ্ছন্ন কৌতুকও পর্যন্ত করে গিয়েছেন তার সন্ধান আমাদের করতে হবে। লৌহ পুরুষ বিদ্যাসাগর সরস ছিলেন বলেই তিনি সেক্সপিয়ারের 'দ্য কমেডি অব এররস' নাটকটির বাঙ্গানুবাদ করতে উদ্যোগী হয়েছেন। মনের গভীরে সরবোধ না থাকলে এই নাটকটিকে বাংলায় অনুবাদ করতে বিদ্যাসাগর আগ্রহী হতেন না। আসলে আমরা বিদ্যাসাগরের সমানের দিকের সঙ্গে পরিচিতি লাভ করেছি। কিন্তু তাঁর মনের গভীরে আর একটি রস বোধ রয়েছে তার কোনও সন্ধান করতে উদ্যোগী হইনি বলে সরস বিদ্যাসাগরের রূপকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি নি। 'ভ্রান্তিবিলাস' উপাখ্যানটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৬৯ সালে। তিনি বইটির বিজ্ঞাপন পর্বে এই বইটির সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন-'..ইংলণ্ডের অদ্বিতীয় কবি সেক্সপিয়ার প্রণীত ভ্রান্তিবিলাস পাঠ করিয়া বোধ হইয়াছিল, এতদীয় উপাখ্যান বাঙ্গালাভাষায় সঙ্কলিত হইলে, লোকের চিত্তরঞ্জন হইবে। তদনুসারে ঐ প্রহসনের উপাখ্যান ভাগ বাঙ্গালাভাষায় সঙ্কলিত ও ভ্রান্তিবিলাস নামে প্রচারিত হইল।...উহার উপাখ্যানটি যার পর নাই কৌতুকাবহ। তিনি এই প্রহসনে হাস্যরস উদ্দীপনের নিরতিশয় কৌশল প্রদর্শন করিয়াছেন। পাঠকালে হাস্য করিতে করিতে শ্বাসরোধ উপস্থিত হয়। ভ্রান্তিবিলাসে সেক্সপিয়ারের সেই অপ্রিতম কৌশল নাই, সুতরাং ইহা পাঠ করিয়া লোকের তাদৃশ চিত্তরঞ্জন হইবেক, তাহার সম্ভাবনা নাই।' বিদ্যাসাগর নামক ব্যক্তিটি যেন শুধু মানব ধর্মীয় অনুশাসন নিয়ে অশিক্ষিত সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টায় শুধু রত নয়, সে ব্যক্তি আবার সমাজকে রসধারার জারক রসে নিমজ্জিত করতে উৎসাহী। বিব্যাসাগর যখন পাঠ্যপুস্তক রচনা করে বাংলায় ভাষাকে একটি বিশেষ ভাষায় মর্যাদা দেওয়ার জন্য অপ্রাণ চেষ্টা চলছিলেন ঠিক সেই সময়ে তিনি নব্য বাঙলা ভাষাভাষিদের জন্য ভ্রান্তিবিলায় উপাখ্যান রচনা করে এই বার্তা দিলেন যে মননে রসবোধের প্রয়োজন রয়েছে। মানব জীবনকে কৌতুক রসে সমৃদ্ধ করে দেওয়া সম্ভব। এই উপাখ্যানটি নিয়ে বাংলায় ছবি হয়েছিল। সেই ছবিতে উত্তম কুমারকে দ্বৈতভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যায়। পাশাপাশি অভিনয় করেছিলেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ও দ্বৈতভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ১৯৬৩ সালে মুক্তি লাভ করেছিল। পরিচালক ছিলেন মনু সেন। অভিনেত্রী রূপে অংশ গ্রহণ করেছিলেন সাবিত্রী চ্যাটার্জি এবং সন্ধ্যা রায়।

শৈশব কাল থেকে বিদ্যাসাগরের রসবোধ ছিল। তিনি একেবারে নিরস ছিলেন না। সংস্কৃত স্কুলে পড়ার সময়ে একবার সরস্বতী পুজোর উপলক্ষ্যে একটি ছড়া রচনা করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত গদাধর এবং সাহিত্যে জয়গোপাল -এই দুই পণ্ডিতের ব্যক্তিত্ব এবং পাণ্ডিত্যের গভীর প্রভাব পড়েছিল বিদ্যাসাগরের মনে। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বাংলা সাহিত্যের আদি গুরু ছিলেন বিদ্যাসাগর। আর বিদ্যাসাগরের গুরু ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক জয়গোপাল। পণ্ডিত জয়গোপাল ছিলেন সুপণ্ডিত, সুরসিক, সহৃদয় এবং ছাত্রবৎসল। সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্য থেকে এই গুরুই ছাত্রদের সাহিত্যের রসাস্বাদন করিয়ে দিয়েছিলেন সুস্বাদু এবং সুপাচ্য করে। শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, রঘুবংশ, রত্নাবলী, কাদম্বরী প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের গভীরভাবে পরিচয় হয় গুরু জয়গোপালের সাহায্যে। ছাত্রদের বিদ্যাসাগরকে সেই জয়গোপালের বাড়িতে প্রতি বছর ধূমধামের সঙ্গে সরস্বতী পুজো হতো। স্কুলের সব ছাত্ররাই এই পুজোতে নিমন্ত্রিত থাকতো। সারাদিন তিনি ছাত্রদের সঙ্গে আমোদ করে কাটাতেন। পুজোর আগে ছাত্রদের সরস্বতী বন্দনা লিখতে বললেন। বিদ্যাসাগর সহজেই গদ্য পদ্য রচনা করতে চাইতেন না। তিনি গুরুর আদেশে সরস্বতী বন্দনা লিখলেন-'লুচী কচুরী মতিচুর শোভিতং। জিলেপি সন্দেশ গজা বিরাজিতম। যষ্ঠা প্রসাদেন ফলারমাপ্নুমঃ। সরস্বতী তা জয়তান্নিরন্তবম।'শ্লোকটি পড়ে তর্কালঙ্কর মশাই যথেষ্ট আহ্লাদিত। বাড়ি শুধু লোককে তিনি একটি পড়িয়ে শুনিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় বাংলার প্রবাদ প্রবচন ব্যবহার করেছিলেন তাঁর প্রতিবাদী লেখাতে। তিনি বাংলার প্রবাদ প্রবচন ব্যবহার করে তাঁর প্রতিবাদী সাহিত্যের শক্তিকে বৃদ্ধি করেন। 'অতি অল্প হইল' ১৮৭৩ সালে প্রথম সংস্করণ প্রকাশত হয়। সেখানে 'অত্যুচ্চৈঃ পতনায়' অধ্যায়ে বাংলার প্রবাদ প্রবচন ব্যবহার করেছেন। 'অগাধজলসন্ধারী বিকারী নচ রোহিতঃ। গণ্ডুষজলমাত্রেণ শফরী ফরফরায়তে"। বাংলা অর্থ হল - রুই মাছ অগাধ জলে বিহার করে, অথচ তাহার বিকার নাই। 'পুঁঠি মাছ গণ্ডুষমাত্র জলে ফরফর করিয়া বেড়ায়।' পণ্ডিত তারানাথ সম্পর্কে এই প্রবাদ ব্যবহার করেছিলেন বিদ্যাসাগর তাঁর রচিত প্রবন্ধে। 'নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ। অহঙ্কারের চেয়ে বড় শত্রু নাই।' খুড় বিদ্যাসাগরের অহঙ্কারেই মারা গেলেন। খুড় যা লিখেছিলেন সেখানে বিদ্যাসাগর দাঁত ফোঁটাতে পারবে না। এই ধরনের সিদ্ধান্তের বশবর্তী হওয়ার ফলে খুড়র মনে অহংকার দেখা দেয়। 'আবার অতি অল্প হইল' রচনাটি ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হল। সেখানে বিদ্যাসাগর প্রবাদ প্রবচন ব্যবহার করেছেন। 'গাদা সকল ভার বইতে পারে। কেবল ভাতের কাঠিটি সইতে পারে না।' আবার 'অসহ্য জ্ঞাতি দুর্ব্বাক্যম'। সেই সময়ে সমাজে কেমন লোকেরা থাকতো তা বর্ণনা করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর এই প্রবাদের সাহায্য নেন। প্রবাদকে ব্যবহার করে সেই সময়ে সমাজপতিদের চরিত্রগুলোকে মেলে ধরার চেষ্টা করেন। 'খুড়র লিখন' অধ্যায়ে বিদ্যাসাগর প্রবাদ ব্যবহার করেছেন। 'যত ক্ষণ শ্বাস, তত ক্ষণ আশ।' ' যাবৎ কণ্ঠে প্রাণাঃ তাবৎ চিকিৎসাং কারয়েৎ।' এই সব প্রবাদ সমাজে প্রচলিত ছিল। বিদ্যাসাগর এই সব প্রাবদকে ব্যবহার করেছেন তার বিরোধীদের কুপোকাৎ করে দেওয়ার জন্য। লোক মুখে প্রচারিত এবং প্রচলিত প্রবাদকে প্রয়োজনে তিনি তাঁর প্রতিবাদ পত্রে ব্যবহার করে বিরোধীদের একেবারে ধরাসায়ী করে দিয়েছিলেন। 'চাপার মুখে না থেকো বাপ।' একেবারে ঘরোয়া প্রবাদ। এখনও বহু বাড়িতে গুরুজনদের মুখে এই ধরনের প্রবাদ শুনতে পাওয়া যায়। 'গরজকী নহী লাজ।' গরজের লজ্জা নাই। অতি পরিচিত প্রবাদ এখানে দেখতে পাওয়া যায় যা বিদ্যাসাগর অতি সাবলীলভাবে প্রয়োগ করেছেন। 'প্রতারণাসমর্থস্য বিদ্যয়া কিং প্রয়োজনম।' যে ব্যক্তি প্রতারণায় সমর্থ, তাহার বিদ্যার প্রয়োজন কি। প্রতারণা করার ক্ষমতা থাকলে বিদ্যার কোনও প্রয়োজন পরে না। কারণ বিদ্যা না থাকলেও প্রতারণার বলে, অনেকেই বিদ্বান বলে পরিচিত হন। 'চোর বিদ্যা বড় বিদ্যা, যদি না পড়ে ধরা।' চুরি করে ধরা না পড়লেই বাহাদুরী। ধরা পড়লেই যারপরনই শাস্তিভোগ অবধারিত।

বাঙালি ঘরে মুসুর ডাল আমিষ থাকলো

বিশেষ প্রতিবেদক

সুর ডাল বৃত্তান্ত। কথিত আছে পুরাণ এ যে মুসুর ডাল মহিষের রক্ত রঞ্জিত, তাই আমিষ পদে তার ঠাঁই।বল্লাল সেনের দানসাগরে তিল মাষ মুগ মুসুর কলথ কুলটি কলাই আঢ়কী আড়র চণক (ছোলা) ডালের কথা জানা যায়। বৃহদ্বর্ম পুরাণের সুভাষিতরঙ্গকোষে মসুর মুগ তিল চণক ডালের উল্লেখ থাকলেও নীহাররঞ্জন রায় বাঙালির ইতিহাসে ডাল খাওয়ার ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে মাছে ভাতে এর মতো ডালে ভাতে বাঙালি আমাদের পরিবার বিশেষত শ্রী যুক্ত জ্যোতিষ চন্দ্র পোদ্দার এর বড় পুত্রটির ওরফে আমার বাবাই এর ডাল ছাড়া মণি হারা ফণী। তবে পছন্দের ডাল মুসুর,তাই ঠাম্মা হেঁসেলে পা না দিলেও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেল থেকে ফেরা বা বর্ধমান থেকে বাড়ি আসলে দেখতাম সবার আগে হেঁসেলে ঢুকতেন,ভাত আর ডাল সবার আগে হেঁসেলে চরে কারণ সে সময় ১২-৩০-১টার মধ্যে পোদ্দার বাড়িতে দুপুরে খাওয়া দাওয়া র চলন।ডাল সেদ্ধ হলে সেই ডাল ঠাম্মা বড়পুত্রের জন্য আলাদা করে সরষে তেল কাঁচা লংকা দিয়ে বাটিতে তুলে রাখতেন প্রায় সাথে সারমেয় দুটি ওরফে কুটুন বুড়োর মাছ ভাজার আগে কড়া করে মাছ ভাজা তুলে রাখতেন কারণ ডাল সেদ্ধ সাথে খেতে ওনার বড় পুত্র ভালোবাসেন তাই। আমাদের বাড়িতে প্রায় সব ডাল খাওয়ার চলন,মুগডাল এর ঘুগনি থেকে মুরিঘন্ট হয়ে ভেজ,কলাই এর মৌরি বাটা ফোড়ন দিয়ে মাছের মাথা দিয়ে বা নিরামিষ, অহড়র ডাল হিং দিয়ে চাপ চাপ ঘন করে, ছোলার ডাল নারকেল বাদাম হিং ফোড়ন দিয়ে ঘন বা পাতলা, এগুলো দিয়ে ভিজিয়ে বড়ার রসা বা ধোকা র ডালনা গর্ব মোচা সহযোগে,পুকুড়ি ঘি দিয়ে। মটরের ডাল ক্ষেত্রে অবশ্য চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে কাঁচা আম দিয়ে বা বড়া করে।রাজমা কিমা দিয়ে, চানা মশলা নিরামিষ বা আমিষ, মটর ঘুগনি করে। মুগ এ উচ্ছে ঝিঙে আদা রাঁধুনি বাটা দিয়ে তেঁতো ডাল বা শুক্তো ডাল। মুসুরের পরিসর বিরাট ঋতু অনুসারে গরমে পাতলা কালোজিরা কাঁচা লংকা দিয়ে ঝালের ডাল সাথে মুসুরের বড়া,বাঙাল ডাটা দিয়ে ডাটার ডাল, কাঁচা আম দিয়ে সরষে তেজপাতা শুকনো লঙ্কা ফোড়ন, পাকা তেঁতুল দিয়ে টক ডাল তবে

আসল মজা শরৎ এর কাঁচা তেঁতুল ডাল এর, যা থাকলে বিকালে টিফিনে ও এক বাটি ভাত কাঁচা লংকা মেখে আলু ঝুড়িভাজা দিয়ে সাবার হয়ে যায়। এ ধারা পাওয়া বাবাই এর ঠাকুরমা শ্রী মতি নীরদা সুন্দরী দেবী থেকে ১২-৩০ ভাত খাওয়ার পর বিকালে ৪টে ফল খাওয়ার রীতি পোদ্দার বাড়িতে, ৬টা চা টা সহযোগে। গরমের দুপুরে এক ঘুম দিয়ে তিনটে নাতি নাতনী রা স্কুল থেকে ফিরলে তাদের সাথে বাটিতে করে তেঁতুল টক ডাল কাঁচা লংকা দিয়ে দলা মাখতেন সাথে নানা ধরনের ভাজাভুজি খেতেন তিনি,ওই যে ঠাম্মা বলেন, আমাগো রক্তের দোষ,খাওয়োন। বর্ষাতে চালতা আমড়া দিয়ে টক ডাল, শীতে মুলো না হয় কাঁচা টমেটো ধনেপাতা কুচি দিয়ে টক ডাল , এর ও উপাখ্যান আছে গরমের মতো রাতে ভালো করে জ্বাল দিয়ে শুকিয়ে রাখা ঝুরঝুরে করে রাখা টমেটো ডাল সাথে রাতের করকরে ভাত কাঁচা লংকা নুন সরষে তেল দিয়ে মেখে রোদে বসে ফুলকপি বাঁধাকপি পকোড়া দিয়ে যে না খেয়েছে তার জীবনে অনেক কিছুই অজানা রয়ে গেছে। শীত কালে মুসুর ডালকে সেদ্ধ করে শুকিয়ে পেঁয়াজ রসুন আদা কুচি দিয়ে ডালফ্রাই সাথে ধনেপাতা কুচি, এছাড়া পাঁচ ফোড়ন দিয়ে পেঁয়াজ রসুন কুচি দিয়ে পেঁয়াজ এর ডাল। মটর ডাল লাউ দিয়ে,পেপের ডাল,গাড়ুর ডাল। এতো গেল পোদ্দার বাড়িতে ডাল কথা ওপর দিকে মাতুল কুল চৌধুরী বাড়িতে টক ডালের চলন নেই সেখানে সব ডাল ঘন অহড়র মুগ ছোলা মটর, সবচেয়ে অবাক বিষয় হলো এদের বাড়িতে মাছ মাংস পেঁয়াজ রসুন পাঁক বাসন উনোন আলাদা, নিরামিষ পাঁক আলাদা, মাছের পাঁক আলাদা পেঁয়াজ রসুন বর্জিত সেখানে মুসুর ডাল এর প্রবেশ নিষেধ ছিল। বড়মা ওরফে মামের ঠাকুরমা শ্রী মতি প্রভাবতী দেবী যতদিন বেঁচে ছিলেন। উনি কম বয়সে বিধবা হলেও ২বছর বয়সে রুপোর থালাতে করে কমলালেবু হাতে করে বিয়ে করিয়ে আনা বড়বৌমা কম মেয়েকে শ্বশুর মশাই শ্বাশুড়ি মা নিরামিষ খেতে আম্বাবচী একাদশী করতে চুল ছোট করে কাটতে দেন নি। পরলোক গমন করার আগে পর্যন্ত পাথরের থালাতে আড় মাছের মাথা মুড়ো থেকে ইলিশ খেয়েছেন বড়মা আমার জ্ঞানত দেখা, মুসুর ডাল খেতেন না, জিজ্ঞেস করলে বলতেন কেমনে খামু হেইতান হোয়াদ কিডা বলিবে। আগে মামাবাড়িতে মাংস ডিম পেঁয়াজ রসুন এর খাওয়ার জন্য আলাদা বাসন শুধু নয় পোষাক ছিল, খাওয়ার পর ছেড়ে হাত পা ধুয়ে অন্য পোশাকে ঘরে ঢুকতেন। আরো মজার কথা হল বড়দাদুর ওরফে মামের বাবা দাদু পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুক্ত চন্দ্র কুমার চৌধুরী ছিলেন সে যুগে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ, ওনার পিতা সহ পূর্ব পুরুষদের জমিদারী ও ব্যবসা সূত্রে ইংরেজদের আধিকারিকদের সাথে ছিল ওঠাবসা দহরম মহরম, খাওয়া দাওয়া সে ছাপ পড়েছিল এ পরিবারের হেঁসেলে উপরন্তু বড়দাদুর মামাবাড়ি শোভাবাজার রাজবাড়ির ছোট তরফ মামারা কেউ সাংবাদিক কেউ নামী অধ্যাপক তাই তার পড়াশোনা কলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ে হওয়ার সুবাদে সেই মানুষটি চলনে বলনে ছিলেন রাশভারী ইংরেজ কেতাদুরস্ত মানুষ। মাংস ডিম ওনার দাদু চন্দ্র কুমার চৌধুরী ও ইনি একসাথে মাংসের হেঁসেলে রেঁধে খেতেন দাদু নাতি,পুডিং থেকে স্টু ছিল এ তালিকায়। এর মধ্যে একটা অনবদ্য পদ মুসুর ডাল দিয়ে আলু গাজর পেঁপে মাটন গোলমরিচ বাটারে ফোড়ন দিয়ে স্টু। এর কথা দাদু যাওয়ার পর সবাই ভুলতে বসলেও কাল দাদুর সেজ শ্যালিকা ওরফে মামের আদরের শ্রদ্ধার সেজমাসী ওরফে আমার তরুদিদা মনে করিয়ে দেয় মামকে। মহাশয়ার তো তিন মাস যাবৎ শরীর খারাপ অরুচি সেই নিয়ে ওনার মামা মামী কাকু রা খুব চিন্তিত, ফোন করে খোঁজ খবর নেওয়া থেকে কি খেলে ওনাদের বাড়ির কন্যাটির ভালো লাগবে।

রবি ঠাকুর ও অভিনেত্রী শর্মিলা

বিশেষ প্রতিবেদক

রবি ঠাকুর - এর সঙ্গে বিখ্যাত অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুর - এর সম্পর্কের কাহিনি ঃ রবি ঠাকুরের ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথের নাতনি ছিলেন লতিকা দেবী। আর তাঁর কন্যা ছিলেন ইরা দেবী। সেই ইরা দেবীর বিবাহ হয় শর্মিলার বাবা

গীতিন্দ্রনাথের সঙ্গে ঞ্চতাঁদের কন্যা শর্মিলা ঞ্চএভাবেই ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে যুক্ত তিনি (Sharmila Tagore Relation with poet Rabindranath Tagore)

বিখ্যাত অভিনেত্রী শর্মিলা ঠাকুরের অভিনয় প্রতিভায় কমবেশি সকলেই মুগ্ধ। তবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের সঙ্গে তাঁর যে রক্তের সম্পর্ক আছে তা হয়ত অনেকের কাছেই নতুন তথ্য। আদতে শর্মিলার পরিবার ছিল রবি ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় । রবি ঠাকুরের ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথের নাতনি ছিলেন লতিকা দেবী। আর তাঁর কন্যা ছিলেন ইরা দেবী।সেই ইরা দেবীর বিবাহ হয় শর্মিলার বাবা গীতিন্দ্রনাথের সঙ্গে ঞ্চতাঁদের কন্যা শর্মিলা (Sharmila Tagore Relation with poet Rabindranath Tagore) নিজের ইনস্টা স্টোরিতে শর্মিলা কন্যা সাবা একটি পারিবারিক ছবিও শেয়ার করেছিলেন। সেখানে দেখা গিয়েছিল ইরা দেবী দাঁড়িয়ে জোব্বা পরিহিত রবি ঠাকুরের ঠিক পাশেই ।সোহা-সাবা এবং সইফরা ইরা দেবীকে ডাকতেন 'লালদিদি' বলে । তাই সেসময় এই ছবি শেয়ার করে সাবা লিখেছিলেন, ইনি আমার দিদা...যাঁকে আমরা লালদিদি বলে ডাকতাম।

শর্মিলার জন্মদিনে কন্যা সাবা মাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে পুরোনো ছবি দিয়ে তৈরি একটি ভিডিয়োও শেয়ার করেছিলেন তিনি। শর্মিলার ছবির দুনিয়ায় পা রাখা কিংবদন্তি সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে । তাঁর 'অপুর সংসার' ছবির মাধ্যমেই রূপোলি পর্দায় প্রথমবার দেখা মিলেছিল এই নায়িকার (Sharmila Tagore Films) এরপর শক্তি সামন্তর 'কাশ্মীর কি কলি' ছবিটি তাঁর কেরিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়। শক্তিই তাঁকে সুযোগ দেন 'অ্যান ইভিনিং ইন প্যারিস' ছবিতে। এরপর 'আরাধনা', 'অমর প্রেম', 'সফর', 'দাগ' 'মালিক'-এর মতো ছবিতে নিজের অভিনয় দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন তিনি। অমিতাভ বচ্চন থেকে উত্তম কুমার শর্মিলার সঙ্গে জুটি মানেই ছবি হিট। ১৯৭৫ সালে গুলজারের 'মাসুম' ছবিতে অভিনয় তাঁকে এনে দিয়েছে জাতীয় পুরস্কারও ।

আরজিকর সহ রাজ্য জুড়ে নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে নদীয়ায় দিনভর কর্মসূচী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতা আরজিকরের ঘটনায় প্রতিবাদের ঝড় পৌঁছে গেছে রাজ্য, দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতেও। এই রাজ্যেরও বিভিন্ন সংগঠন ও সম্প্রদায়ের মানুষ নেমেছে প্রতিবাদে, গ্রহন করছে একাধিক প্রতিবাদী কর্মসূচী। আর এবার আরজিকর সহ গোটা রাজ্য জুড়ে নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সরব হয় পথে নেমে দিন ভর নিজেদের ভাবনায় প্রতিবাদী কর্মসূচী পালন করতে দেখা গেলো বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মানুষদের। নারী নির্যাতন এবং নির্যাতনের সঙ্গে যুক্ত দোষীদের শাস্তির দাবী ও তিলোত্তমার আত্মার শান্তি প্রার্থনা জানাতে বুধবার নদীয়ার ফুলিয়া রঙ্গমঞ্চে প্রভুপাদ স্বরসতী সেবা মণ্ডল উদ্যোগে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বৈষ্ণব মতাদর্শে দীক্ষিত বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা একত্রিত হয়ে মহানাম সংকীর্তন করেন, এই নারী নির্যাতনের ঘটনার বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ ও বেদনা প্রকাশ করেন। তাদের উদ্দেশ্য, সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা এবং অবহেলিতদের প্রতি সমর্থন জানানো। সংকীর্তনের মাধ্যমে তারা সংঘবদ্ধভাবে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে এবং শান্তির বার্তা প্রচার করেন। এই ধরনের উদ্যোগ সমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে সহায়ক হবে এবং মানুষের মনে মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত করবে। প্রতিবাদ হিসেবে এমন অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে তাঁরা দেখাতে চেয়েছেন, যে বৈষ্ণব সম্প্রদায় সবসময় ন্যায়ের পক্ষে এবং অসত্যের বিরুদ্ধে সোচ্চার।

অনুব্রত মণ্ডল ফিরতেই পার্টি অফিস সাফসুতরো

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ অনুব্রত বীরভূমে ফিরতেই, বোলপুরে জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে থেকে সরিয়ে ফেলা হলো ৫ সদস্যের কোর কমিটির ছবি লাগানো সাইন বোর্ড, বড় ব্যানার। নতুন করে অনুব্রত ও মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দিয়ে সাজানো হচ্ছে জেলার প্রধান দলীয় কার্যালয়। অনুব্রত মণ্ডলও দু'বছর পর ফিরলেন বোলপুর দলীয় কার্যালয়ে। দীর্ঘ দু'বছর পর অনুব্রত মণ্ডল তার জেলা সভাপতি চেয়ারে বসলেন। দু বছর ধরে বীরভূমের তৃণমূলের প্রধান কার্যালয় জেলা সভাপতি যে চেয়ার ফাঁকা ছিল তা আজ পূরণ হল ইতিমধ্যেই অনুব্রত অনুগামীদের উচ্ছ্বাস ও স্লোগানেই সেই আনন্দ দেখা গেছে দলীয় কার্যালয়ে পাশাপাশি রাজনৈতিক মহলে চলছে বিভিন্ন জল্পনা ইতিমধ্যেই আগামী দিনে ফাইভ ম্যান কমিটি থাকবে কি থাকবে না সেও চলছে জল্পনা ইতিমধ্যেই তৃণমূলের উচ্চ নেতৃত্ব জানিয়েছেন অনুব্রত মণ্ডলের অনু উপস্থিতিতে বীরভূম জেলা সামলেছে এই ফাইভ ম্যান কমিটি সুতরাং এই ফাইম্যান কমিটিও থাকবে কিনা পাশাপাশি অনুব্রত মন্ডল ও থাকছেন জেলা সভাপতি পদে। দীর্ঘ দু'বছর পর জেলা পার্টি অফিসে ঢুকতে বীরভূম জেলার উচ্চ নেতৃত্বদের নিয়ে বৈঠকে বসলেন অনুব্রত মণ্ডল। তবে এই বৈঠকে শেষে কি সিদ্ধান্ত হয় সেটাই দেখার বিষয়।

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে টিটিআর কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ৮৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ২৩-০৯-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে, টেন্ডার নং ঃ ৩৭-এপি-I-২০২৪; কাজের নাম ঃ নিউ বানেশ্বর-গোসাইগাঁওহাট -টিটিআর (টিডব্লিউএস + ডব্লিউসিএমএসসি)-২২ সেট (১:১২)। টেন্ডার মূল্য: ১,০৯,৯২,২৫২.৩৫/- টাকা; বায়না মূল্য: ২,০৫,০০০/-টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৩:০০ ঘন্টায় এবং খোলা ১৮-১০-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে দেখুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites online e-tender for the work of "Reparing work of Copmound light with allied E.I of Balurghat District Hospital in the District of Dakshin Dinajpur."
e-NIT No: WBPWD/EE/DDED/e-NIQ- 34 of 2024-25, Tender Id: 2024_WBPWD_757849_1, Bid submission closing date(online): 28.09.2024 up to 18:45 Hrs., Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender Documents may be downloaded from: http://wbtenders.gov.in.
Sd/- Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

Haripal Sahadeb Gram Panchayat

Tender Reference No:-WB/HOOGHLY/HARIPAL/SAHADEB/PRODHAN HS-560/2024-25
Memo No: HS-560/HSGP/2024-25
Dated: 25/09/2024

TENDER NOTICE

For and on behalf of the Haripal Sahadeb Gram Panchayat, The Prodhan invites Sealed percentage rate tenders for total 3(Three) Nos. different works. Documents download/sell(online) starting from 25.09.2024 18:00 Hours. Last date of submission of Bid(online): 03.10.2024 up to 11:00 Hrs. Date of Opening of Bid(online): 03.10.2024 at 11:30 Hrs. For details please visit office of the undersigned or website https://wbtenders.gov.in
Sd/-Prodhan
Haripal Sahadeb Gram Panchayat

PWD(GOVT OF WB) TENDER NOTICE

NOTICE INVITING e-TENDER No. 18 OF 2024-25
OF THE ASSISTANT ENGINEER, SERAMPORE SUB DIVISION, P.W.D.
Tender reference No: WBPWD/AE/SER/NIT_ 18/2024_25
Repair of G.T. Road (646.5 kmp to 647.2kmp) under Serampore Sub Division PWD, of Hooghly Division
PWD during 2024-2025.
Tender ID No: 2024_PWD_757813_1.
Emergent patch repair works for Serampore ROB on G.T. Road from chainage 656.25 kmp to chainage 657.00kmp under Serampore Sub Division, Hooghly Division PWD during the year 2024-2025..
Tender ID No: 2024_PWD_757813_2.
Cleaning and repairing of culvert at different stretches on G.T. Road (Ch. 648.00kmp to ch. 668.00kmp) under Serampore Sub Division of Hooghly Division PWD during the year 2024-2025.
Tender ID No: 2024_PWD_757813_3.
Bid submission start date (online): 26.09.2024 at 10.30 a.m. Bid Submission Closing Date (online): 01.10.2024 upto 11.00 a.m. Details may be downloaded from : http://etender.wb.nic.in or may be seen from the office of the u/s in working hours or from the Departmental website http://pwdwb.in Corrigendum, if any will be published in website only
Assistant Engineer, P.W.D.
Serampore Sub Division

GOSWAMI MALIPARA GRAM PANCHAYAT
Vill & P.O-Goswami Malipara
P.S-Dadpur, Dist-Hooghly, Pin-712305
NOTICE INVITING e-TENDER No. GMGP/168/2024-25
For and on behalf of the Goswami Malipara Gram Panchayat, Prodhan invites tenders through E- tendering for total 15 (Fifteen)Nos. works. Last date of Submission of Bid 30.09.2024 at 12.00 Noon. Date of Opening of Bid(online) on: 02.10.2024 at 14.00 Hrs. For details visit website www.wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Goswami Malipara Gram Panchayat

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সামগ্রী চুরি, অভিযোগের ১২ ঘণ্টার মধ্যে ধৃত যুবক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ বাংলা বিহার সীমান্তবর্তী এলাকায় রাতের অন্ধকারে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চুরি। শিশু এবং প্রসূতি মায়েদের খাবারের জন্য মজুত করে রাখা চাল, ডাল সহ সমস্ত খাদ্য সামগ্রী চুরি হয়ে যায়। থানায় অভিযোগ দায়েরের পরেই তৎপর হয় পুলিশ। ১২ ঘণ্টার মধ্যে দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার। বিহার থেকে দুষ্কৃতী এসে বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের বরুই অঞ্চলের কালিতলা গ্রামে একটি অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারে চুরির ঘটনা সামনে এলো। গতকাল মঙ্গলবার সকাল বেলা ওই অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টারের কর্মী এসে দেখেন তালাভাঙ্গা এবং সেন্টারে রাখা আড়াই কুইন্টাল চাল সহ ডাল এবং রান্নার অন্যান্য সামগ্রী এমনকি রান্না করার সমস্ত সরঞ্জাম চুরি হয়ে গেছে। এরপরে হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ করা হয়। হরিশ্চন্দ্রপুর পুলিশের তৎপরতায় এই ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বিহারের আবাদপুর এলাকার এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃত ওই ব্যক্তির নাম আব্দুল শেখ (২৬)। তার বাড়ি কাটিহার জেলার আবাদপুর থানা এলাকায় বালুয়া গ্রামে। তার কাছ থেকে সমস্ত চুরি যাওয়া জিনিস উদ্ধার করেছে পুলিশ। নির্দিষ্ট ধারায় ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। এদিন ধৃতকে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় গতকাল রাতে। সেন্টারের কর্মী আলপনা প্রামানিক বলেন গতকাল সকালবেলা আমি প্রতিদিনের মতো সেন্টার খুলতে এসেছিলাম। এসেই দেখি তালাভাঙ্গা এবং ঘরে রাখার সমস্ত জিনিসপত্র চুরি গেছে। সিডিপিও নির্দেশ মেনে আমি থানায় অভিযোগ দায়ের করি। তবে জিনিসপত্র উদ্ধার হয় আমরা খুশি। এই প্রসঙ্গে সিডিপিও আব্দুল সাত্তার বলেন পুলিশের তৎপরতায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের সমস্ত জিনিসপত্র উদ্ধার হয়েছে। ভবিষ্যতে সেন্টারের কর্মীদেরকে আরও সজাগ থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুলিশকে আমরা ধন্যবাদ দেবি।

২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবস উদ্যাপন করা হবে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ হিমালয়ন হসপিটালিটি এন্ড ট্যুরিজম ডেভলপমেন্ট নেটওয়ার্কের পক্ষ থেকে বিশ্ব পরিবেশ পর্যটন উপলক্ষ্যে ২৭ সেপ্টেম্বর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিশ্ব পর্যটন দিবস উদ্যাপন করা হবে। এদিন সকাল সাতটা থেকে শিলিগুড়ি বাঘা যতীন পার্ক থেকে শুরু করে মৈনাক ট্যুরিস্ট লজ পর্যন্ত রেলির আয়োজন করা হয়েছে। এই র‍্যালিতে পর্যটন ব্যবসার সাথে যুক্ত বিভিন্ন সংগঠন এবং সংস্থা যেমন অংশগ্রহণ করবেন তার পাশাপাশি বিভিন্ন স্কুল পড়ুয়া, রাও এই র‍্যালিতে অংশ নিবেন বলে জানা গেছে। এরপর বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে টয় ট্রেনে করে জয় রাইট করানো হবে। শিলিগুড়ি জংশন থেকে শুরু করে শুকনা পর্যন্ত এই জয় রাইট এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুকনা স্টেশনে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই দিনটিকে আরো ভালো করে উদ্যাপন করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মূলত টয়ট্রেন হেরেজ উত্তরবঙ্গের একটি ঐতিহ্য সেই জন্য টয় ট্রেনকেই সামনে রেখে এই সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও হিমালয়ন হসপিটালিটি এন্ড ট্যুরিজম ডেভলপমেন্ট নেটওয়ার্ক এর পক্ষ থেকে বিভিন্ন নতুন নতুন ব্যবসায়ীদের ট্যুরিজমের ক্ষেত্রে আরো উৎসাহিত করার জন্য সম্মানিত করা হবে বলে জানিয়েছেন সংস্থার পক্ষ থেকে সম্রাট সান্যাল।

Panchra Gram Panchayat
Panchra, Purba Bardhaman
Tender Reference/ e-NIT No.:- 300/PGP, Dt. 25/09/2024, 1 No of schemes are hereby invited. Last date for submission of bid is on 01/10/2024 upto 02.00 PM. For further details visit the website https://wbtenders.gov.in/

রেল পথে সন্দেহজনক কিছু দেখলেই ফোন করুন ১৩৯ নম্বরে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ রেল পথে সন্দেহজনক কিছু দেখলেই ফোন করুন ১৩৯ নম্বরে, আবেদন নর্থ ফ্রন্টিয়ার রেলের মহাপরিচালকের। মঙ্গলবার সকালে মাল ট্রেন লাইন চ্যুত হয়েছিলো নিউ ময়নাগুড়ি রেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। বুধবার গৌহাটি থেকে

ঘটনাস্থল সরেজমিন পরিদর্শন করতে আসেন নর্থ ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের মহাপরিচালকের চেতন শ্রীবাস্তব। ডি আর এম আলিপুরদুয়ার সহ রেলের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক দের সঙ্গে মালগাড়ী লাইন চ্যুত হওয়ার স্থান ঘুরে দেখেন। পরিদর্শন স্থলে উপস্থিত সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নর্থ ফ্রন্টিয়ার রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার সাধারন মানুষের কাছে আবেদন করে বলেন, বেশকিছু রেল পথে নানান সামগ্রী পাওয়া যাচ্ছে, যেটা রেল চলাচলের পক্ষে খুবই বিপদজনক। সম্প্রতি এই ডিভিশনের সেবক রেল পথে রেল পথে আয়রন শিট দেখতে পেয়ে চালক ট্রেন থামিয়ে দেওয়ায় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায়। উক্ত ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রেল নিরাপত্তা বাহিনীর গোয়েন্দা শাখা এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে, জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত যুবক জানায় আয়রন শিট কে টুকরো করার লক্ষ্যেই সে রেল পথে রেখে ছিলো। সেই কারণেই আমরা আম জনতার কাছে আবেদন করে বলেন, রেল পথে কোনো সন্দেহজনক কিছু দেখলেই আর কিছু করতে না পারলে অন্তত ১৩৯ এই নম্বরে সরাসরি ফোন করে রেল এবং যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করুন।

জামালপুরে বন্যা দুর্গতদের ত্রাণ বিতরন জেলা প্রশাসনের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ অতিবৃষ্টি ও ডিভিসির ছাড়া জলে পূর্ব বর্ধমান জেলায় সবথেকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জামালপুর ব্লক। দামোদরের জলে ফসলের ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্রচুর ঘরবাড়িও। জেলাপ্রশাসন ও ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে দুর্গতদের। চলছে ত্রাণ বিতরণ। এবার জামালপুরে বন্যা দুর্গতদের সাহায্য করতে এগিয়ে এলো পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন। বুধবার জামালপুরের পাইকপাড়া, জোতচাঁদ প্রভৃতি এলাকায় ত্রাণ বিতরন করলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারন) অমিয় দাস। অতিরিক্ত জেলাশাসক ছাড়াও ওই ত্রান বিতরন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, বর্ধমান সদর দক্ষিণ মহকুমা শাসক বৃন্দদেব পান, ডি ডি এম ও প্রতীক ব্যানার্জী, জামালপুরের বিডিও পার্থ সারথী দে, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক সহ অন্যান্যরা। তারা সেখানে গিয়ে বন্যা কবলিত মানুষের হাতে ত্রিপল, পাউডার দুধ, পুরুষদের ধুতি, লুঙ্গি, মহিলাদের শাড়ি ও বাচ্চাদের জন্য জামা নিয়ে যান। নিজের হাতে বাচ্চাদের পোশাক পরিয়ে দেন অতিরিক্ত জেলা শাসক সাধারন অমিয় দাস। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে রাজ্য সরকার সর্বত ভাবে পাশে দাঁড়িয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন সেটা এই গত কয়েকদিনেই পরিষ্কার হয়ে গেছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ সরকারের এই সাহায্য পেয়ে যথেষ্ট খুশি। তবে ক্ষতিগ্রস্ত চাষীরা সকলেই ক্ষতিপূরণের দিকে চেয়ে আছেন। যদিও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি প্রশাসনিক বৈঠকে বর্ধমানে এসে দ্রুত বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমান নির্ধারণ করে দুর্গতদের প্রদান করার আশ্বাস দিয়ে যান।

Falta Gram Panchayat
PO & PS: Falta, Dist:- South 24 Parganas
E-Tender is invited by the Pradhan, Falta Gram Panchayat under 15 th FC & 1 st Installatment 2024-25 (Tied & Un-tied Fund)
NIT No:- 18 - Laptop – 1 no. – Amount: Rs. 65500/-
NIT No:- 19 – Road – 8 Nos. – Amount: Rs. 843562/-
NIT No:- 20 – Culvert – 2 Nos. – Amount: Rs. 335900/-
NIT No:- 21 – Solar lamp – 2 Nos. – Amount: Rs. 57700/-
NIT No:- 22 – Drain – 5 Nos. – Amount: Rs. 453865/-
NIT No:- 23 – Tubewell & Watertank – 7 Nos. – Amount: Rs. 1362574/-
NIT No:- 24 – Toilet – 1 No. – Amount: Rs. 293500/-
Tender Notice date: 24.09.2024 at 3.00 PM, Tender published Date: 26.09.2024, at 3.00 PM. Document download start date: 26.09.2024 at 3.00 PM.. Document download end date: 02.10.2024 at 1.00 PM. Bid submission Start Date: 26.09.2024 at 3.00 PM. Bid Submission end date: 02.10.2024 at 1.00 PM. Technical Bid Opening Date: 04.10.2024 at 2.00 P.M. For details please visit office of the undersigned on any working days.
Sd/- Pradhan
Falta Gram Panchayat

চিত্রকূট প্রপার্টিজ লিমিটেড
সিনঃ ইউ৭০১০৯ডব্লুবি১৯৭৮পিএলসি৩১৬৯
নিবন্ধিত অফিসঃ ৭১, পার্ক স্ট্রিট। কলকাতা - ৭০০ ০১৬
ফোনঃ (০৩৩) ২২২৯ ০৬৪৫ ইমেইলঃ almal.rabikumar"gmail.com:
ওয়েবসাইটঃ www.chitrakootproperties.co.in

পোস্টাল ব্যালট প্রেরণের বিজ্ঞপ্তি

সদস্যদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে ধারা ১০৮, ১১০ এবং কোম্পানি আইনের অন্যান্য প্রযোজ্য বিধানের বিধান অনুসারে এবং মেনে চলছে। ২০১৩. যদি থাকে, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনের ২০১৪, রেগুলেশন ৪৪ এর বিধি ২০ এবং ২২ সহ পড়ুন। ২০১৫, সংশোধিত (সেবি লিস্টিং রেগুলেশনস), ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারি অফ ইন্ডিয়া দ্বারা জারি করা সাধারণ সভার সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস, (এসএস-২) এর জন্য যে কোনও বিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) বা পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) সহ সাধারণ সার্কুলার নং ১৪/২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ২২/২০২০ তারিখ ১৫ জুন, ২০২০। ৩৩/২০২০ তারিখ ২৮ সেপ্টেম্বর। ২০২০। ৩৯/২০২০১, ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ ২০২১ তারিখ ২৩ জুন ২০২১। ২০/২০২১ তারিখ ৮ ডিসেম্বর। ২০২১, ৩/২০২২ তারিখ ০৫ মে ২০২২। ১১/২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ এবং ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর। ২০২৩ কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় দ্বারা জারি করা হয়েছে (এর পরে সমষ্টিগতভাবে এমসিএ সার্কুলার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে), চিত্রকূট প্রপার্টিজ লিমিটেড (কোম্পানি) এর নীচে সংযুক্ত বিশেষ রেজোলিউশনটি পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে বা কোম্পানির সদস্যদের অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে , বিকল্পভাবে। রিমোট ইলেকট্রনিক ভোটিং (ই-ভোটিং) সুবিধার মাধ্যমে এই বিষয়ে কোম্পানি প্রদত্ত।

এসআই নং	বিশেষ রেজোলিউশনের বর্ণনাম
১	কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (সিএসই / স্টক এক্সচেঞ্জ) থেকে চিত্রকূট প্রপার্টিজ লিমিটেড (সিপিএল / দ্য কোম্পানী) এর ইক্যুইটি শেয়ারের স্বেচ্ছামূলক ডিলিস্টিংয়ের অনুমোদন অর্থাৎ, একমাত্র স্টক এক্সচেঞ্জের ইক্যুইটি শেয়ার ছিল কোম্পানি বর্তমানে আছে।

পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং পোস্টাল ব্যালট ফর্ম কোম্পানির সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে যাদের নাম কাট-অফ তারিখ অর্থা শুক্রবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে উপস্থিত রয়েছে। ভোটের অধিকার গণনা করা হবে সেই তারিখে সদস্যের নামে নিবন্ধিত শেয়ারের পরিশোধিত মূল্য। একজন ব্যক্তি যিনি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ ব্যবহার করবেন।

সদস্যদের পোস্টাল ব্যালট নোটিশে মুদ্রিত নির্দেশাবলী মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে এবং যথাযথভাবে পূরণ করা ডাক ব্যালট ফর্মটি স্ব-ঠিকানা, ডাক প্রি-পেইড খামে ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে ৫:০০ টায় কাজের সময় শেষ হওয়ার পরে স্ক্রুটিনাইজারের কাছে পৌঁছানো যায়। পিএম, শুক্রবার, অক্টোবর ২৫, ২০২৪ এ। কোম্পানিটি সদস্যদের এই পোস্টাল ব্যালট নোটিশে উল্লেখ করা বিষয়ে তাদের ভোট দেওয়ার অধিকার প্রয়োগ করার সুবিধা প্রদান করে ইলেকট্রনিক উপায়ে অর্থাৎ ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (এনএসডিএল) দ্বারা প্রদত্ত ই-ভোটিং পরিষেবার মাধ্যমে। তদনুসারে, কোম্পানি একটি বিকল্প হিসাবে একটি ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে, যা সদস্যদের পোস্টাল ব্যালট ফর্ম পাঠানোর পরিবর্তে ইলেক্ট্রনিকভাবে ভোট দিতে সক্ষম করবে। ই-ভোটিং সময়কাল বৃহস্পতিবার, সেপ্টেম্বর ২৬, ২০২৪ সকাল ৯:০০ এ শুরু হয়। এবং ২৫ অক্টোবর, ২০২৪ শুক্রবার বিকাল ৫০০ এ (উভয় দিন সহ) শেষ হয়। ই-ভোটিং মডিউল ৫:০০ পিএম এর পরে এনএসডিএল দ্বারা ব্লক করা হবে। শুক্রবার, অক্টোবর ২৫, ২০২৪। অনুগ্রহ করে সাবধানে পড়ুন এবং ই-ভোটিংয়ের উদ্দেশ্যে এই বিজ্ঞপ্তিতে প্রিন্ট করা নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে ভোট প্রয়োগ করার সময়, কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা ভোট দেওয়ার দুটি পদ্ধতির মধ্যে শুধুমাত্র একটিকে বেছে নিতে পারেন, হয় পোস্টাল ব্যালট ফর্ম বা ই-ভোটিং এর মাধ্যমে। আপনি যদি ই-ভোটিং বেছে নেন, তাহলে পোস্টাল ব্যালট ফর্মের মাধ্যমে ভোট দেবেন না এবং এর বিপরীতে।

কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ সিএস সঞ্জয় কুমার ব্যাস, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (পিয়ার রিভিউ সার্টিফিকেট নং ১৮৫৬/২০২২ মেম্বারশিপ নংঃএ৫৫৬৮৯ সিপি নং ২১৫৯৮) পোস্টাল ব্যালট (ই-ভোটিং সহ) পরিচালনার জন্য স্ক্রুটিনিজার হিসেবে নিযুক্ত করেছেন) একটি ন্যায্য এবং স্বচ্ছ পদ্ধতিতে প্রক্রিয়া। পোস্টাল ব্যালটের যাচাই-বাছাই শেষ হওয়ার পরে স্ক্রুটিনাইজার বোর্ড অফ ডিরেক্টরসবোর্ড কর্তৃক যথাযথভাবে অনুমোদিত যে কোনও ব্যক্তির কাছে রিপোর্ট জমা দেবেন। পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে ২৯ অক্টোবর, ২০২৪ তারিখে বা তার আগে ঘোষণা করা হবে। কোম্পানী একই সাথে পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল স্ক্রুটিনাইজার রিপোর্ট সহ কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডকে পাঠাবে অর্থাৎ একমাত্র স্টক এক্সচেঞ্জ যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার বর্তমানে তালিকাভুক্ত এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটেও প্রদর্শিত হবে। www.chitrakootproperties.co.in আপনার যদি ই-ভোটিং সিস্টেম সম্পর্কিত কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তাহলে আপনি www.evoting@india.com-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন। পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.chitrakootproperties.co.in-এও পাওয়া যাচ্ছে।

বোর্ডের আদেশ অনুসারে
চিত্রকূট প্রপার্টিজ লিমিটেডের জন্য
স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ সেপ্টেম্বর ২৫, ২০২৪
সাক্ষর- রবি কুমার আলমাল, পরিচালক
ডিন-০০৪৫৯৫০৫

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩য় তল, নিউ কমপ্লেক্স বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১, ৫ বছর মেয়াদের জন্য 'এ' শ্রেণীর স্টেশনে ২টি মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস), 'বি' শ্রেণীর স্টেশনে ২টি মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস), 'সি' শ্রেণীর স্টেশনে ৬০টি মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) এবং 'ডি' শ্রেণীর স্টেশনে ১টি মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) বন্টনের উদ্দেশ্যে ই-অকশন আহ্বান করছেন। আরও তথ্যের জন্য ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে www.ireps.gov.in দেখুন। অকশন ক্যাটালগ নং : এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-অক্ট-২৪। সিকোয়েন্স নং, লট নং/শ্রেণী, সংরক্ষণ, বন্ধের তারিখ/সময় নিম্নরূপ : এএ/১, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিপিএই-এমপিএস-৮-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৭.১০.২০২৪ সকাল ১০.৩০। এএ/২, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জেওএক্স-এমপিএস-১৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৭.১০.২০২৪ সকাল ১০.৪০। এএ/৩, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-সিডিএই-এমপিএস-২৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ০৭.১০.২০২৪ সকাল ১০.৫০। এএ/৪, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এলওকে-এমপিএস-৩৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ০৭.১০.২০২৪ সকাল ১১টা। এএ/৫, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিএসএই-এমপিএস-৪৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ০৭.১০.২০২৪ সকাল ১১.১০। এএ/৬, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-আরএসএলআর-এমপিএস-৪৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ০৭.১০.২০২৪ সকাল ১১.২০। এএ/৭, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিসিজিএম-এমপিএস-৫৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৭.১০.২০২৪ সকাল ১১.৩০। এএ/৮, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিকেআর-এমপিএস-৮৩-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ০৭.১০.২০২৪ সকাল ১১.৪০। এএ/৯, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিকেআর-এমপিএস-৮৪-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৭.১০.২০২৪ সকাল ১১.৫০। এএ/১০, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজিএফ-এমপিএস-২০-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ০৭.১০.২০২৪ দুপুর ১২টা। এএ/১১, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিআরপিএ-এমপিএস-২৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ০৭.১০.২০২৪ দুপুর ১২.১০। এএ/১২, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জিআরপিএ-এমপিএস-২৮-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ০৭.১০.২০২৪ দুপুর ১২.২০। এএ/১৩, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এলকেএক্স-এমপিএস-৬২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৭.১০.২০২৪ দুপুর ১২.৩০। এএ/১৪, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসএমএই-এমপিএস-৬৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৭.১০.২০২৪ দুপুর ১২.৪০। এএ/১৫, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএসএই-এমপিএস-৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৭.১০.২০২৪ দুপুর ১২.৫০। এএ/১৬, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএইচএলএ-এমপিএস-৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৭.১০.২০২৪ দুপুর ১টা। এএ/১৭, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জিবিআরএ-এমপিএস-১২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৭.১০.২০২৪ দুপুর ১.১০। এএ/১৮, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমইউজি-এমপিএস-১৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৭.১০.২০২৪ দুপুর ১.২০। এএ/১৯, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-ডিবিপি-এমপিএস-৫৮-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৭.১০.২০২৪ দুপুর ১.৩০। এএ/২০, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিডব্লুএন-এমপিএস-৮২-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৭.১০.২০২৪ দুপুর ১.৪০। এএ/২১, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএএইচডব্লু-এমপিএস-৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৭.১০.২০২৪ দুপুর ১.৫০। এএ/২২, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এইচআইএইচ-এমপিএস-১৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৭.১০.২০২৪ দুপুর ২টো। এএ/২৩, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএমএই-এমপিএস-২৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ০৭.১০.২০২৪ দুপুর ২.১০। এএ/২৪, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এইচওয়াইজি-এমপিএস-৩১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ০৭.১০.২০২৪ দুপুর ২.২০। এএ/২৫, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-কেএমএই-এমপিএস-৩৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ০৭.১০.২০২৪ দুপুর ২.৩০। এএ/২৬, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমএওয়াইপি-এমপিএস-৩৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ০৭.১০.২০২৪ দুপুর ২.৪০। এএ/২৭, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিআরএই-এমপিএস-৪২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ০৭.১০.২০২৪ দুপুর ২.৫০। এএ/২৮, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-ডিইএ-এমপিএস-৫৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৭.১০.২০২৪ দুপুর ৩টে। এএ/২৯, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসএইচবিসি-এমপিএস-৬৮-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৭.১০.২০২৪ দুপুর ৩.১০। এএ/৩০, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিএলএই-এমপিএস-১৮-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৭.১০.২০২৪ দুপুর ৩.২০। এএ/৩১, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জেআরএই-এমপিএস-৩৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ০৭.১০.২০২৪ দুপুর ৩.৩০। এএ/৩২, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-কেএইচএন-এমপিএস-৬৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ০৭.১০.২০২৪ দুপুর ৩.৪০। এএ/৩৩, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-কেজেইউ-এমপিএস-৬১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৭.১০.২০২৪ দুপুর ৩.৫০। এএ/৩৪, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এনকেএল-এমপিএস-৬৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৭.১০.২০২৪ বিকেল ৪টে। এএ/৩৫, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিকিউওয়াই-এমপিএস-১০-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৭.১০.২০২৪ বিকেল ৪.১০। এএ/৩৬, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিওআই-এমপিএস-২১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ০৭.১০.২০২৪ বিকেল ৪.২০। এএ/৩৭, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জেআইটি-এমপিএস-৩৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ০৭.১০.২০২৪ বিকেল ৪.৩০। এএ/৩৮, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমবিই-এমপিএস-৪০-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ০৭.১০.২০২৪ বিকেল ৪.৪০। এএ/৩৯, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসকেজি-এমপিএস-৫৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৭.১০.২০২৪ বিকেল ৪.৫০। এএ/৪০, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-আরপিএইচ-এমপিএস-৭৭-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৭.১০.২০২৪ বিকেল ৫টা। এএ/৪১, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএলএই-এমপিএস-৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৭.১০.২০২৪ বিকেল ৫.১০। এএ/৪২, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-কেকেএই-এমপিএস-১৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৭.১০.২০২৪ বিকেল ৫.২০। এএ/৪৩, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-ডিএমএলএই-এমপিএস-২৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ০৭.১০.২০২৪ বিকেল ৫.৩০। এএ/৪৪, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসএলজি-এমপিএস-৪৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ০৭.১০.২০২৪ বিকেল ৫.৪০। এএ/৪৫, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-টিবিএই-এমপিএস-৪৮-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ০৭.১০.২০২৪ বিকেল ৫.৫০। এএ/৪৬, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিএফজেড-এমপিএস-৫০-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৭.১০.২০২৪ সন্ধ্যা ৬টা। এএ/৪৭, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জেপিকিউ-এমপিএস-৫২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৮.১০.২০২৪ সকাল ১০.৩০। এএ/৪৮, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসওএই-এমপিএস-৫৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৮.১০.২০২৪ সকাল ১০.৪০। এএ/৪৯, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এমডিএসই-এমপিএস-৬৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৮.১০.২০২৪ সকাল ১০.৫০। এএ/৫০, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিবিজেড-এমপিএস-৬৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৮.১০.২০২৪ সকাল ১১টা। এএ/৫১, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এডিএসটি-এমপিএস-২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৮.১০.২০২৪ সকাল ১১.১০। এএ/৫২, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজিএই-এমপিএস-৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৮.১০.২০২৪ সকাল ১১.২০। এএ/৫৩, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজিএনএ-এমপিএস-৬-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৮.১০.২০২৪ সকাল ১১.৩০। এএ/৫৪, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জিএফএই-এমপিএস-১১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৮.১০.২০২৪ সকাল ১১.৪০। এএ/৫৫, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এজিএই-এমপিএস-১৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ০৮.১০.২০২৪ সকাল ১১.৫০। এএ/৫৬, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএল-এমপিএস-২৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ০৮.১০.২০২৪ দুপুর ১২টা। এএ/৫৭, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জিপিএই-এমপিএস-২৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ০৮.১০.২০২৪ দুপুর ১২.১০। এএ/৫৮, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-ডিটিএই-এমপিএস-৩২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ০৮.১০.২০২৪ দুপুর ১২.২০। এএ/৫৯, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এনবিএই-এমপিএস-৪১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ০৮.১০.২০২৪ দুপুর ১২.৩০। এএ/৬০, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-পিটিএই-এমপিএস-৪৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ০৮.১০.২০২৪ দুপুর ১২.৪০। এএ/৬১, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-টিএলও-এমপিএস-৪৯-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ০৮.১০.২০২৪ দুপুর ১২.৫০। এএ/৬২, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-ডিএইচএই-এমপিএস-৫১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৮.১০.২০২৪ দুপুর ১টা। এএ/৬৩, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-বিজিআরএ-এমপিএস-৫৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৮.১০.২০২৪ দুপুর ১.১০। এএ/৬৪, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-জিআরএই-এমপিএস-৬০-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), সংরক্ষিত, ০৮.১০.২০২৪ দুপুর ১.২০। এএ/৬৫, এমপিএস-এইচডব্লুএইচ-এসএনটি-এমপিএস-৭৯-২৪-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল), অসংরক্ষিত - সকলের জন্য খোলা, ০৮.১০.২০২৪ দুপুর ১.৩০। ইউনিটের হার : প্রতিটির জন্য বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। ট্রিপ/দিন : প্রতিটির জন্য ১৮২৬। ন্যূনতম বৃদ্ধি (%) : প্রতিটির জন্য ০.২। ইএমডি : প্রতিটির জন্য ৫%। প্রয়োজনীয় টার্নওভার : প্রতিটির জন্য শূন্য। (HWH-307/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the Prodhan
Dwarhatta Gram Panchayat
Dalapatipur::Haripal::Hooghly
Tender Reference no:- WB/HOOGHLY/HARIPAL/DWARHATTA/PRODHAN-337/DGP/24-25
For and on behalf of the Dwarhatta Gram Panchayat, the Prodhan, Dwarhatta Gram Panchayat invites sealed tenders for the work of: CONSTRUCTION OF DRAIN FROM PITCH ROAD TO SOHORAB ALI HS AT KANAKPUR. Document download/sell starting (online) from 24.09.2024 up to 30.09.2024 at 11.00 Hrs. Last date of submission of Bid(online) 30.09.2024 11.00 Hrs. Bid Opening date for Technical Proposals(Online): 01.10.2024 at 11.00 Hours. For details visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Dwarhatta Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Director General (Mechanical)/Roads, KMC invites e-tender online item-wise rate two bid system for the following works :
(1) NIT No.: KMC/ASPH/PB/PSD-02/2024-25
Name of the Work : **Repairing with supply and fitting fixing of spares for maintenance work of DM-45 and DM-50 hot mix plant at Asphaltum Palmer Bazar**; Estimated Cost : **Quotation**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **7 Days**; Last date and time of Submission of Bid : **22.10.2024 at 2 p.m.** (for Sl. no. 1); Bid opening date for Technical Proposal (online) : **24.10.2024 after 2 p.m.** (for Sl. no. 1); The bid forms and other details are available on and from **25.09.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1);
(2) NIT No.: KMC/ASPH/G.GACHA/BN-04/2024-25 (1st Call)
Name of the Work : **Improvement of road surface by lowering and allied civil works from P-26 New Raipur Road to 15 New Raipur Road in Ward No. 101, BR-XII under Roads(M) Department**; Estimate Amount (including GST, Contingency & CESS) : **Rs. 3,70,620.76**; Earnest Money : **Rs. 8,000.00**; Period of Completion : **25 Days**;
(3) NIT No.: KMC/ASPH/G.GACHA/BN-06/2024-25 (1st Call)
Name of the Work : **Improvement of road by lowering the surface and allied civil works at Battikal 2nd Lane in Ward No. 134, BR-XV under Roads(M) Dept.**; Estimate Amount (including GST, Contingency & CESS) : **Rs. 4,85,472.39**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **35 Days**; Last date and time of Submission of Bid : **22.10.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 2 & 3); The bid forms and other details are available on and from **28.09.2024 after 12 noon** (for Sl. no. 2 & 3); The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. no. 1 to 3)

The Director General (Sewerage & Drainage), KMC invites e-tender online item rate two bid system for the following works :
(1) NIT No.: KMC/S_D/UDPS/BUS/24-25 (1st Call)
Name of the Work : **Rearrangement of load bus with repairing & restoration of 2 nos. of O.C.B. with Star-Delta panel (ATS) of pump unit-3 (110 kw, 415 v, 55 cusec) at U.D.P.S.**; Estimated Amount : **Open Quotation**; Earnest Money : **2% of quoted amount**; Period of Completion : **15 Days**; Last date and time of Submission of Bid : **05.10.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1); The Bid forms and other details are available on and from **26.09.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 1); The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1); For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen (for Sl. no. 1)
(2) NIT No.: KMC/DG(S_D)/BDPS/S-9/24-25 (1st Call)
Name of the Work : **Manufacture and supply of different spare parts for 200 cusec capacity pump unit at new station under BDPS/S&D**; Estimated Cost : **Rate to be quoted**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **25 Days**;
(3) NIT No.: KMC/DG(S_D)/BDPS/S-10/24-25 (1st Call)
Name of the Work : **Lifting, repairing and restoration of 240 cusec Grundfos make submersible pump unit no. 2 at BDPS**; Estimated Cost : **Rate to be quoted**; Earnest Money : **Rs. 10,000.00**; Period of Completion : **25 Days**; Last date and time of Submission of Bid : **03.10.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 2 & 3); The Bid forms and other details are available on and from **25.09.2024 at 5 p.m.** (for Sl. no. 2 & 3); The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. no. 2 & 3);

The Executive Engineer (Civil), (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage/quoted rate two bid system for the following work :
NIT No.: KMC/EE_PS/X/94/1/24-25R1 (2nd Call)
Name of the Work : **Repairing and renovation of 1 no Rajendra Prasad Colony Park in Ward No. 94, BR-X**; Estimated Cost : **Rs. 2,43,948.96**; Earnest Money : **Rs. 4,900.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last date and time of Submission of Bid : **19.10.2024 at 1 p.m.**; The bid forms and other details are available on and from **28.09.2024 at 10 a.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Director General (Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/322 (1st Call)
Name of the Work : **Restoration of water trench from 137/A Motilal Gupta Road to Maa Tara Saloon in Ward No. 123, under BR-XVI**; Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,88,517.40** (excluding Contingency amount); Earnest Money : **Rs. 9,800.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last date and time of Submission of Bid : **28.10.2024 at 12 noon**; The bid forms and other details are available on and from **03.10.2024 at 12 noon** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The Ex. Eng.(Civil)/(Roads), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :
(1) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/430 (1st Call)
Name of the Work : **Painting of kerb and railing at Park Circus Connector from E.M. Byepass to Topsia Road Crossing in Ward No. 66 under BR-VII**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,67,136.11** (excluding Contingency amount); Earnest Money : **Rs. 9,500.00**; Period of Completion : **30 Days**;
(2) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/431 (1st Call)
Name of the Work : **Painting of kerb and railing at Park Circus Connector from Topsia Road Crossing to 4 No. Bridge in Ward No. 59 under BR-VII**; Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,42,711.03** (excluding Contingency amount); Earnest Money : **Rs. 9,000.00**; Period of Completion : **30 Days**; Last date and time of Submission of Bid : **22.10.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from **28.09.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 1 & 2);
(3) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/370 (1st Call)
Name of the Work : **Repairing of road surface (beside kerb & channel) at E. M. Bypass from Junction of Maniktala Main Road to Junction of Beliaghata Main Road under BR-III**; Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,75,117.72**; Earnest Money : **Rs. 9,550.00**; Period of Completion : **45 Days**;
(4) NIT No.: KMC/ROADS/2024-2025/409 (1st Call)
Name of the Work : **Repairing of road surface at Mahakaran Metro Station, B.B.D. Bag East (South Western) side road in Ward No. 45 under BR-V**; Estimate Amount (including GST & CESS) : **Rs. 2,87,824.60**; Earnest Money : **Rs. 5,800.00**; Period of Completion : **90 Days**; Last date and time of Submission of Bid : **25.10.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 3), **24.10.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 4); The bid forms and other details are available on and from **01.10.2024 at 12 noon** (for Sl. no. 3 & 4); The website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. no. 1 to 4)
661/24-25

টলি-বলি

অভিনেতা মনোজ মিত্র গুরুতর অসুস্থ

নাট্যকার, নাট্যব্যক্তিত্ব, অভিনেতা মনোজ মিত্র গুরুতর অসুস্থ। বুকে ব্যথা উঠলে তাঁকে কলকাতা সল্টলেক এলাকার একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। মনোজ মিত্রের বয়স ৮৫ বছর। গত ফেব্রুয়ারি মাসে মনোজ মিত্র অসুস্থ হলে তাঁর বুকে পেসমেকার বসানো হয়। এরপর তিনি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরেন। জানা গেছে, তিনি এখন ভেন্টিলেশনে আছেন। অভিনেতা মনোজ মিত্রের জন্ম ১৯৩৮ সালের ২২ ডিসেম্বর, বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলার ধূলিহার গ্রামে। শৈশব কেটেছে তাঁর ওই গ্রামে। ১৯৫০ সালে ১২ বছর বয়সে তিনি চলে আসেন কলকাতায়। বাবা অশোক কুমার মিত্র স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে ঢাকায় ভারতের দূতাবাসে চাকরি করেছেন। ১৯৫৭ সালে কলকাতার নাট্যমঞ্চে তিনি প্রথম অভিনয় করেন। আর ১৯৭৯ সালে প্রথম পা রেখেছিলেন সিনেমায়। অভিনয়ের জন্য পেয়েছিলেন সংগীত নাটক একাডেমি পদকসহ নানা পুরস্কার। ছিলেন কলকাতার রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যকলা বিভাগের অধ্যক্ষ। তাঁর লেখা প্রথম নাটক 'মৃত্যুর চোখে জল'। লিখেছিলেন ১৯৫৯ সালে। আর ১৯৭২ সালে 'চাকভাঙা মধু' নাটকের মধ্য দিয়ে তিনি পর্দার সামনে আসেন। ওই নাটকের নির্দেশনায় ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব বিভাস চক্রবর্তী। মনোজ মিত্রের মঞ্চনাটক, যাত্রা, আকাশবাণীর নাটকে অবাধ বিচরণ ছিল।

মনোজ মিত্রের লেখা প্রায় শত নাটকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'চাকভাঙা মধু', 'দর্পণে শরৎশশী', 'নরক গুলজার', 'সাজানো বাগান', 'নৈশভোজ', 'চোখে আঙ্গুল দাদা', 'কাল বিহঙ্গ', 'অশ্বত্থামা', 'মেশ ও রাখাল', 'অলকানন্দর পুত্রকন্যা' উল্লেখযোগ্য।

মনোজ মিত্র অভিনয় করেছেন ৫৭টি ছবিতে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো '৬১ নম্বর গড়পার লেন', 'উমা', 'প্রেম বাইচান্স', 'অমর সাথি', 'ভালোবাসি শুধু তোমাকে', 'আগুন', 'চক্র', 'দত্তক', 'হিংসা', 'আবির্ভাব' ও 'তুফান'। কলকাতার সাংস্কৃতিক জগতের বিশিষ্টজনেরা মনোজ মিত্রের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছেন।

২৭ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাবে এলেন কারাস অভিনীত সিনেমা 'লি'

পর্দায় খোলামেলা দৃশ্যে কোনো অভিনেত্রীকে দেখা গেলেই তাঁর নামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় 'সাহসী' তকমা। অথচ পুরুষ অভিনয়শিল্পীর ক্ষেত্রে এমনটা বলা হয় না। বিষয়টি 'বিভ্রান্তিকর' বলে মনে করেন অস্কারজয়ী অভিনেত্রী কেট উইন্সলেট। ২৭ সেপ্টেম্বর মুক্তি পাবে এলেন কারাস অভিনীত সিনেমা 'লি'। ছবিটিতে প্রখ্যাত আলোকচিত্রী লি মিলারের চরিত্রে অভিনয় করেছেন কেট উইন্সলেট। ছবিটিতে তাঁকে দেখা যাবে একটি নগ্ন দৃশ্যে। এ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়েই 'সাহসী' তকমা নিয়ে নিজের মত দেন ৪৮ বছর বয়সী ব্রিটিশ অভিনেত্রী। এক্সট্রা টিভিকে কেট বলেন, 'আমরা কেন এই তকমা পুরুষ অভিনয় শিল্পীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করি না? সে যদি শার্টলেস হয়ে পর্দায় হাজির হয়, তাহলেও তো সাহসী বলা উচিত। এটা আসলে খুবই বিভ্রান্তিকর।' কেট আরও বলেন, 'পর্দায় নারীর শরীরকে কীভাবে দেখানো হয়েছে, এখনো আমাদের সব আগ্রহ এটা নিয়ে।' লি মিলার ছিলেন মূলত ফ্যাশন আলোকচিত্রী। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি 'ভোগ' সাময়িকীর হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ করেছেন।

লি মিলারের অভিনীত চরিত্রটি নিয়ে কেট বলেন, 'লি ছিলেন স্বাধীন চেতা এক নারী। নিজের শরীর নিয়ে তিনি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন, সিনেমার একটি দৃশ্যে আমরা তাঁকে নগ্ন দেখতে পাব। তবে এখানে তাঁকে যৌনতার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়নি, কারণ, সেটা সিনেমার বিষয়বস্তু নয়।' বিভিন্ন উৎসবে প্রদর্শনীর পর এর মধ্যেই প্রশংসিত হয়েছে সিনেমাটি। বিশেষ করে 'লি' চরিত্রে কেট উইন্সলেটের অভিনয়ের তারিফ করেছেন সমালোচকেরা। ২০২২ সালে ক্রোয়েশিয়ায় শুরু হয় সিনেমাটির শুটিং, শেষ হয় একই বছরের ডিসেম্বরে হাঙ্গেরিতে।

লন্ডনের হৃদয় জয় করেছে কিশোর দাসের কলকাতা রোল কর্নার

বিখ্যাত বাঙালি সেফ কিশোর দাস জয় করে নিয়েছে লন্ডনের ভোজন রসিক মানুষদের হৃদয়। তিনি লন্ডনে বাঙালি ও ভারতীয় খাদ্যের সম্ভার নিয়ে শুরু করেছিলেন কলকাতা রোল কর্নার। মাত্র কিছু দিনের মধ্যে তার খ্যাতি ছড়িয়েছে সর্বত্র। শুধুই বাঙালি বা ভারতীয়রা নয়, লন্ডনের মানুষ তার খাদ্যের ভক্ত। সন্ধ্যায় লাইন পরে যায় তার পূজোর স্টলে। কিশোর দাস বিভিন্ন প্রাইভেট পার্টি ও অনুষ্ঠানে তিনি সুস্বাদু খাদ্য পরিবেশন করে মানুষকে মুগ্ধ করেন। আসন্ন মেগা দুর্গাপুজোয় তার কলকাতা রোল কর্নার বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে বিলেতে বাঙালি কমিউনিটি দূর্গা মন্ডপে লন্ডনে চিসউইক টাউন হলে। সপ্তমী থেকে দশমী কলকাতা রোল কর্নার তার খাদ্যের বৈচিত্র নিয়ে রসনার তৃপ্তি করবে সমস্ত দর্শণার্থীদের। লন্ডন ও পার্শ্ববর্তী সমস্ত ভোজনরসিক মানুষের কাছে কিশোর দাসের আবেদন, আপনারা আসুন ওই পুজো মন্ডপে। কলকাতা রোল কর্নার কর্ণধার কিশোর দাস ও তার টীম প্রবাসী বাঙ্গালীদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

পরিচয় তৈরি করেছেন কোয়ালি

তারকাদের পুত্র-কন্যাদের এ এক মুশকিল, মা-বাবার ছায়া থেকে বেরিয়ে নিজের নামে পরিচিতি পেতে অনেকটা সময় লেগে যায়। হলিউডের তরুণ অভিনেত্রী মার্গারেট কোয়ালির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তিনি যে অভিনেত্রী অ্যান্ডি ম্যাকডাওয়েলের কন্যা, সে খবর এত দিন অনেকেরই জানা। তবে গত কয়েক বছরের প্রখ্যাত নির্মাতাদের সঙ্গে কাজ করেছেন কোয়ালি, তৈরি করেছেন নিজের পরিচিতি। ২০ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে তাঁর অভিনীত নতুন সিনেমা 'দ্য সাবস্ট্যান্স'। ভ্যারাইটির সঙ্গে সাক্ষাৎকারে নানা বিষয় কথা বলেছেন ২৯ বছর বয়সী অভিনেত্রী। ঠিক ১০ বছর আগে এইচবিওর সিরিজ 'দ্য লেফটওভারস' দিয়ে নজর কাড়েন কোয়ালি। এরপর তাঁকে দ্য নাইস গাই', গেথ নোট ইত্যাদি সিনেমায় দেখা যায়। পরে কোয়েন্টিন টারান্টিনোর 'ওয়ানস আপন আ টাইম ইন হলিউড' আর নেটফ্লিক্সের দুই সিরিজ 'ফোসেভারডন', 'মেইড' সমালোচকদের কাছে তাঁর আলাদা গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করে। কোয়ালির ক্যারিয়ারের গতিপথ বদলে দেন ইয়োর্গস লান্থিমোস, এই নির্মাতার আলোচিত দুই সিনেমা 'পুওর থিংস' ও 'কাইন্ডস অব কাইন্ডনেস'-এ অভিনয় করেই কার্যত মায়ের ছায়া থেকে বেরিয়ে নিজের আলাদা পরিচিতি তৈরি করেন কোয়ালি।তবে অভিনেত্রী সবচেয়ে খুশি টারান্টিনোর সঙ্গে কাজ করে। কোয়ালির ভাষ্যে, 'তিনি আমাকে খুবই পছন্দ করেন।

তাঁর সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতা অন্য রকম। সেটে তিনি যেভাবে ছোট ছোট ব্যাপার ব্যাখ্যা করেন, সেটা থেকে অনেক কিছু শেখা যায়।'তবে তরুণ এই অভিনেত্রী জানান, কয়েক বছর ধরে তিনি টানা কাজ করেছেন, সাফল্য বা ব্যর্থতাকোনোটা নিয়েই মাথা ঘামাননি। চলতি বছর কাজের সংখ্যা কিছুটা কম, এটা তাঁর জন্য বেশ স্বস্তির। নতুন সিনেমা 'দ্য সাবস্ট্যান্স' মুক্তির পর দর্শকেরা কীভাবে নেন, তা জানতে মুখিয়ে আছেন তিনি। কোরালি ফারগেট পরিচালিত 'দ্য সাবস্ট্যান্স' বডি হরর ধাঁচের সিনেমা। যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত ছবিটি চলতি বছর কান উৎসবে মূল প্রতিযোগিতা বিভাগে জায়গা করে নেয়। স্বর্ণপাম না জিতলেও সেরা চিত্রনাট্যের পুরস্কার জিতেছিল। উৎসবের প্রদর্শনী শেষে সাড়ে চার মিনিটের স্ট্যান্ডিং ওভেশনও পায়, যা ছিল কোয়ালির কাছে পরাবাস্তব অভিজ্ঞতা। ভ্যারাইটির সঙ্গে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'কানে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া পেয়েছিলাম, সেটা ছিল অবিশ্বাস্য। এবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর আরও বেশিসংখ্যক দর্শক সিনেমাটি দেখার সুযোগ পাবেন, তাঁদের প্রতিক্রিয়াও জানতে চাই।'
এ সিনেমায় কোয়ালি ছাড়াও আছেন ডেমি মুর।

গুজরাতে খুন ৬ বছরের শিশুকন্যা

সমীর দাস, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ গুজরাতে খুন ৬ বছরের শিশুকন্যা। প্রথম শ্রেণীর ওই পড়ুয়াকে নিজের গাড়িতে বসিয়ে যৌন হেনস্থার চেষ্টা করে স্কুলের প্রধান শিক্ষক। একরত্তি শিশু তাতে বাধা দিলে শ্বাস রোধ করে খুন করা হয় তাকে। এরপর শিক্ষকই স্কুলের পিছনে ফেলে দেয় তার মৃতদেহ। পুলিশ তদন্তে নেমে গ্রেফতার করে ৫৫ বছর বয়সী ওই শিক্ষককে। ঘটনাটি ঘটে গুজরাতের দাহোদ জেলায়।ওই শিশুর মা জানায়, প্রতিদিন প্রধান শিক্ষকের গাড়িতে করেই স্কুলে যেত তার কন্যা। গত বৃহস্পতিবার সকাল ১০.২০ নাগাদ তিনি নিজেই কন্যাকে প্রধান শিক্ষকের গাড়িতে তুলে দেন। এরপর তাকে বিদায় জানান। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে গেলেও কন্যার কোনও খোঁজ পাননি তিনি। শ্রেণী কক্ষের সামনে মেলে তার জুতো ও ব্যাগ। অনেক খোঁজাখুঁজির পর স্কুলের পিছনে তার নিথর দেহ খুঁজে পাওয়া যায়। শিশুর মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে প্রধান শিক্ষককে তলব করে পুলিশ। কিন্তু সে জানায়, স্কুলে ছাত্রীকে ছাড়ার পর কোনও একটি কাজে দূরে কোথাও গেছিল সে। ওদিকে ওই পড়ুয়ার অন্যান্য শিক্ষকশিক্ষিকা ও সহপাঠীরা জানায়, ঘটনার দিন স্কুলে দেখাই যায়নি ওই পড়ুয়াকে। তাহলে কোন পথ দিয়ে শিশুর দেহ স্কুলের পিছনে পৌঁছে গেল? পুলিশের সন্দেহ হয়, শিক্ষক মিথ্যা কথা বলছে। এরপর তার মোবাইলের লোকেশন দেখে পুলিশ নিশ্চিত হয়, ঠিক সময়েই সেদিন স্কুলে পৌঁছেছিল প্রধান শিক্ষক। ফের পুলিশ প্রশ্নোত্তর শুরু করলে এক পর্যায়ে ভেঙে পড়ে অভিযুক্ত। সে কবুল করে, যৌন হেনস্থার চেষ্টা করলে ওই পড়ুয়া বাধা দেয় এবং চেঁচামেচি শুরু করে। চিৎকার রুখতেই শ্বাসরোধ করে খুন করে সে। গাড়িতেই মৃতদেহ রেখে, স্কুলে পৌঁছে নিজের গাড়ি লক করে দেয় শিক্ষক। এরপর সময় মত তার দেহ স্কুলের পিছনে ব্যাগ এবং জুতো রেখে দেওয়া হয় শ্রেণীকক্ষের সামনে যাতে সকলে মনে করে সেদিন স্কুলে এসেছিল ওই পড়ুয়া।এই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে গোবিন্দ নাথ (৫৫) নামে অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, পড়ুয়ারা যদি তাদের শিক্ষকশিক্ষিকাদের কাছেও নিরাপদ না থাকে, তবে তারা নিরাপত্তার খোঁজ করবে কোথায়? কেন একজন শিক্ষকের লালসার শিকার হবে ৬ বছরের পড়ুয়া? কেন তাদেরকে সুরক্ষা দিতে অপারগ হবে প্রশাসন?সম্প্রতি পুরোনো আইনকানুনের কাঠামোকে বিদায় জানিয়ে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা চালু করেছে কেন্দ্র সরকার। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, নতুন আইন সুরক্ষা কবচ দেবে মহিলাদের। কিন্তু কোথায় সেই সুরক্ষা? আইপিসি নাম পাল্টে হল ভারতীয় ন্যায় সংহিতা। শুধু পাল্টাল না নারীদের অবস্থান।

চেক প্রদান গাইড ম্যাপ প্রকাশ, ২৮ টি হারানো ফোন ফেরত

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের উদ্যোগে বুধবার বিকেলে উত্তরপাড়ার গণভবনে উত্তরপাড়া থানা ও ডানকুনি থানার সমন্বয়ে পূজা কমিটির উদ্যোক্তাদের সঙ্গে আসন্ন দুর্গাপুজোর বিষয়ে নিয়মবিধি নিয়ে বৈঠক। উপস্থিত ছিলেন চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার অমিত জাভালগি উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব ডিসিপি এসিপি ও উত্তরপাড়া থানা ও ডানকুনি থানার আইসি এবং পুলিশের কর্মকর্তারা এই সাথে ছিলেন উত্তরপাড়া পৌরসভার কাউন্সিলররা সিআইসি উৎপলাদিত্য ব্যানার্জি সুব্রত মুখার্জি প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ প্রাক্তন চেয়ারপার্সন অদিতি কুন্ডু ভাইস চেয়ারম্যান খোকন মন্ডল। একইসঙ্গে এই অনুষ্ঠানে এদিন কুড়িটি পুজো উদ্যোক্তাদের চেক প্রদান করা হয় এছাড়া আসন্ন দুর্গা পূজার গাইড ম্যাপ প্রকাশ করা হয় ও ২৮ টি হারানো ফোন তাদের প্রাপকদের হাতে দেওয়া হয়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে উত্তরপাড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন আপনারা দুর্গাপুজো করুন আনন্দের সঙ্গে, সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যেন পূজো নিরানন্দ না হয়।

নাম পরিবর্তন
আমি, Ravi Arora (পুরাতন নাম) পিতা Raj Kumar Arora, ঠিকানা- P-61, Bangur Avenue, Block-B, Lake Town, Bidhannagar, P.S.- Lake Town, Pin-700055, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 25.09.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ravi Kumar Arora (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ravi Kumar Arora (নতুন নাম) এবং Ravi Arora (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I,SUBOL HALDER AND SUBAL HALDER (OLD NAME), S/O LATE FAKIR HALDAR, RESIDING AT VILL & PO - BOYRA, PS - BAGDAH, DIST-NORTH 24 PARGANAS, PIN-743232, WEST BENGAL.HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBAL HALDAR(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 24/09/2024.THAT SUBOL HALDER,SUBAL HALDER AND SUBAL HALDAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Md Mehebub Hasan (old name) S/O Md Monajat Ali Mollah @ Monajat Ali Mollah, residing at Vill.- Teghoria, P.O.- Gandharbapur, P.S.- Baduria, Dist-North 24 Pgs, Pin- 743427, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mehebub Hasan (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 25/09/2024. Mehebub Hasan (new name) and Md Mehebub Hasan (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Priyanka Sali (old name) W/O Tushar Vaidya, residing at E-1, DASWANI CO-OP HOUSING SOCIETY LTD, CONVENT AVENUE, ANDHERI WEST, MUMBAI, MAHARASHTRA, PIN-400053, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Priyanka Akhilesh Sali (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 25/09/2024. Priyanka Akhilesh Sali (new name) and Priyanka Sali (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Arun Kumar Pakira (old name) S/O Late Kanailal Pakira, residing at VILL.- BORAI, P.O.- BORAI, HOOGHLY, WEST BENGAL, PIN-712306, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Arun Pakira (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 25/09/2024. Arun Pakira (new name) and Arun Kumar Pakira (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Clint Xavier (old name) S/O Derek Xavier, residing at 505, S.N. Roy Road, P.O.- Sahapur, New Alipore, Kolkata- 700038, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Clint William Xavier (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 25/09/2024. Clint William Xavier (new name) and Clint Xavier (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Mritunjoy Bar (old name) S/O Late Anil Bar, residing at 85, Anandapur, E.K.T.P, P.O.- E.K.T, P.S.- Anandapur, Kolkata- 700107, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mrityunjay Bar (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 25/09/2024. Mrityunjay Bar (new name) and Mritunjoy Bar (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Poulami Deb Pal (old name) W/O Sudipta Kumar Pal, residing at 6B, Scott Lane, P.S.- Muchi Para, Kolkata- 700009, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Poulami Deb (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 25/09/2024. Poulami Deb (new name) and Poulami Deb Pal (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Samima Begum (old name) W/O Sk Saogat, residing at Bankra Domjur Howrah- 711403, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Shamina Khan (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 25/09/2024. Shamina Khan (new name) and Samima Begum (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, (Old Name) MANNAN SK S/o- NAIMUDDIN SK, Residing at, Vill- Chataidubi, Post-Lalgola, Ps- Lalgola, Dist- Murshidabad, Pin-742148, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MANNAN SK To ABDUL MANNAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ABDUL MANNAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 12 Sep 2024, ABDUL MANNAN and MANNAN SK both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) MAHABAT SEIKH S/o- JARMAN SK, Residing at, Vill- Ratanpur, Post-Margram, Ps- Khargram, Dist- Murshidabad, Pin- 742147, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MAHABAT SEIKH To MAHABBAT SK (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MAHABBAT SK in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 12 Sep 2024, MAHABBAT SK and MAHABAT SEIKH both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) RIYA BISWAS D/o- DILIP BISWAS, Residing at, Vill- Gaighata, Post- Kalupur, North 24 Parganas Pin-743235, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from RIYA BISWAS To RIYA SARKAR (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RIYA SARKAR in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 12 Sep 2024, RIYA SARKAR and RIYA BISWAS both are Same and one identical person.

Name Change
I, (Old Name) GOHAR S/o- LATE ALAM MORAL, Residing at, Vill-Barkol, Post- Barkol, Ps- Malda, Dist-Malda, Pin- 732102, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from GOHAR To GOHAR ALI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) GOHAR ALI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 12 Sep 2024, GOHAR ALI and GOHAR both are Same and one identical person.

Name Change
I GANESH SHANKAR, S/O TIRTHESWAR PRASAD GUPTA,R/O LUXMI NIWAS, 51/1/3, BROJEN MUKHERJEE ROAD, BEHALA, KOLKATA-700034, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GANESH SHANKAR GUPTA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/09/2024,THAT GANESH SHANKAR AND GANESH SHANKAR GUPTA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Mafijul Sahaji declare that my father said name Late Kaochar Sahaji (old name) residing at Vill.- Bamunia, P.O.- Narabunia, Dist- South 24 Pgs, Pin-743425, West Bengal, INDIA, have changed my father name and he shall henceforth be known as Late Kaochar Ali Sahaji (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 24/09/2024. Late Kaochar Ali Sahaji (new name) and Late Kaochar Sahaji (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Shahanaz Begum (old name) W/O Md Jahangir, residing at 6A and B11, Sambhu Chatterjee Street, Jorasanko, Barabazar, Kolkata- 700007, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Shahnaz Begum (new name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata dated 23/09/2024. Shahnaz Begum (new name) and Shahanaz Begum (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Jahangir (old name) S/O Abdul Gaffar, residing at 6A and B11, Sambhu Chatterjee Street, Jorasanko, Barabazar, Kolkata-700007, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Jahangir (new name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata dated 23/09/2024. Md Jahangir (new name) and Jahangir (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Mahesh Kumar Agarwal (old name) S/O Mahabir Prasad Agarwal, residing at B 405 Mamomaya Aprt, 139 Bhattachariya Road, Thakurpukur, Paschim Barisha, Kolkata- 700063, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mahesh Agarwal (new name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata dated 23/09/2024. Mahesh Agarwal (new name) and Mahesh Kumar Agarwal (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Mohabir Prasad Agarwal (old name) S/O Late Jhabarmal Agarwal, residing at B 405 Mamomaya Aprt, 139 Bhattachariya Road, Thakurpukur, Paschim Barisha, Kolkata- 700063, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mahabir Prasad Agarwal (new name) as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Kolkata dated 23/09/2024. Mahabir Prasad Agarwal (new name) and Mohabir Prasad Agarwal (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Anwar Hossain (old name) S/O Sk Ali Hossain, residing at 15/H/13, Braunfeld Row, P.O.- Alipore, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700027, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Anwar Hossain (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 25/09/2024. Sk Anwar Hossain (new name) and Anwar Hossain (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Sakina Begum Sekh (old name) W/o Sk Anas, residing at Domjur SK Para , Domjur Howrah 711405, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sekh Sakina Begum (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 25/09/2024. Sekh Sakina Begum (new name) and Sakina Begum Sekh (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Mursed Alam (old name) S/O Md Shahadat Husain, residing at 31,RABINDRA SARANI PO-CHITTARANJAN AVENUE, KOLKATA, Kolkata, 700073, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Murshid Alam (new name) as declared before the Notary public at Kolkata dated 25/09/2024. Md Murshid Alam (new name) and Mursed Alam (old name) both are same and identical person.

Name Change
I SIDDIK MONDAL AMODALI MONDAL IS MY SON. MY SON'S MADHYAMIK ADMIT, VOTER CARD MY NAME HAS BEEN WRITTEN AS SIDDIK ALI MONDAL AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE COURT KRISHNAGAR ON24/9/24. I SIDDIK MONDAL AND SIDDIK ALI MONDALIS SAME PERSON. R/O VILL-KARUIGACHHI, PO-PIPRA GACHHI, P.S. CHAPRA NADIA W-B.

Name Change
I, Kadar Mondal S/o Bhiku Mondal, resident of Vill. Dakshin Hatkhola, P.o-Mahakhola,P.s- Chapra, Dist. Nadia in West Bengal, Pin-741123 do hereby declare that I have changed my name from Kadar Mondal to Kadar Ali Mondal and henceforth I shall be known as Kadar Ali Mondal in all purpose, vide affidavit No. 81 sworn before the Notary Public at Krishnagar on 20.09.2024. Kadar Ali Mondal and Kadar Mondal both are same and identical person.

Name Change
I, Arjet Leye (old name) son of Jiyad Leye residing at Vill & PO- Rampur, P.S- Sandeshkhali, Dist: North 24 Parganas, Pin: 743329, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Arjed Leye (new name) as declared before the Ld 1st Class Judicial Magistrate at Basirhat vide affidavit no. 20682/24 dated 04/09/2024. Arjet Leye (old name) and Arjed Leye (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি, Harish Kumar Kanodia (পুরাতন নাম) পিতা Devendra Kanodia, ঠিকানা- 212, Girish Ghosh Road, Belurmath, Howrah - 711202, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 25.09.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Harish Kanodia (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Harish Kanodia (নতুন নাম) এবং Harish Kumar Kanodia (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Rana Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Nagen Mandal Vill.- Maheshchandrapur, P.O.- Hingnara, P.S.-Chakldaha, Dist.- Nadia, W.B., Pin-741223 নোটারি পাবলিক, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ Dated 31-08-2024 এর Affidavit no. 87 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rana Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rana Mandal (নতুন নাম) ও Rana Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Md Abid Hossain S/o Md. Firoj Hossain resident of Vill.-Bamanpukur, P.O.-Sreemayapur, P.S.-Nabadwip, Dist.-Nadia WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name Md Abid Hossain S/o Md. Firoj Hossain instead of Md Abeid Hossain S/o Firoj Hossain which is wrongly recorded in my Registration Certificate of Madhyamik Examination 2022(WBBSE) being Reg. No. 8211-112860 and Admit Card being No. 705201N-0080 and Marksheet, vide an affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Nabadwip, Nadia on 23/09/24. Md Abid Hossain S/o Md. Firoj Hossain and Md Abeid Hossain S/o Firoj Hossain both are same and one identical person.

Name Change
I, Sibu Jha S/o. Sadananda Jha Residing at - Raja Rammohan Path, Nabanagar, P.O - Birati, P.S - Nimta District - 24 Pgs (N) Pin-700051 W.B shall henceforth be known as Shibu Jha. I declare that Sibu Jha and Shibu Jha is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn the Notary Public, Kolkata on 25-09-2024.

Name Change
I, Md Jamil S/o. Late Zarina Begam R/o. 40, Basiruddin Munshi Lane, P.O.- Howrah, P.S.-Howrah, Dist.- Howrah, Pin-711101 that my deceased mother who previously known as Late Jarina Begum shall henceforth be known as Late Zarina Begam. I declare that my deceased mother Late Zarina Begam and Late Zarina Begam is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-09-2024.

Name Change
I, Shajahan Parveen W/o. Sk Asraf R/o. Bankra Mondal Para, P.O.- Bankra, P.S.- Domjur, Dist.- Howrah, Pin-711403 shall henceforth be known as Shahjahan Parveen. I declare that Shahjahan Parveen and Shajahan Parveen is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-09-2024.

Name Change
I, Runu Ghoroy W/o. Rajib Mondal R/o. Tentulkuli Madhya Para, P.O.- Tentulkuli, P.S.- Domjur, Dist.- Howrah, Pin-711409 shall henceforth be known as Runu Mondal. I declare that Runu Mondal and Runu Ghoroy is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-09-2024.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কামাখ্যা ও নিউ তিনসুকিয়া রেলওয়ে স্টেশন-এর 'ইট রাইট স্টেশন' সার্টিফিকেট অর্জন

মালিগাঁও, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ যাত্রীদের উচ্চমানের স্বাস্থ্যকর খাদ্য পরিষেবা দেওয়ার স্বীকৃতিস্বরূপ এফএসএসএআই (ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্ডস অথোরিটি অব ইন্ডিয়া)-এর পক্ষ থেকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লামডিং ডিভিশনের কামাখ্যা রেলওয়ে স্টেশন ও তিনসুকিয়া ডিভিশনের নিউ তিনসুকিয়া রেলওয়ে স্টেশনকে 'ইট রাইট স্টেশন' সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে। এই স্টেশনগুলি এফএসএসএআই-এর দ্বারা প্রবর্তিত নির্দেশনাগুলির যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে এবং এই মর্যাদা অর্জন করা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নবম ও দশম রেলওয়ে স্টেশন স্বরূপ স্বীকৃত হয়েছে। এই সার্টিফিকেটটি ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ থেকে ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত বৈধ থাকবে। এছাড়াও, যাত্রীদের সুরক্ষিত ও স্বাস্থ্যসম্মত খাবার

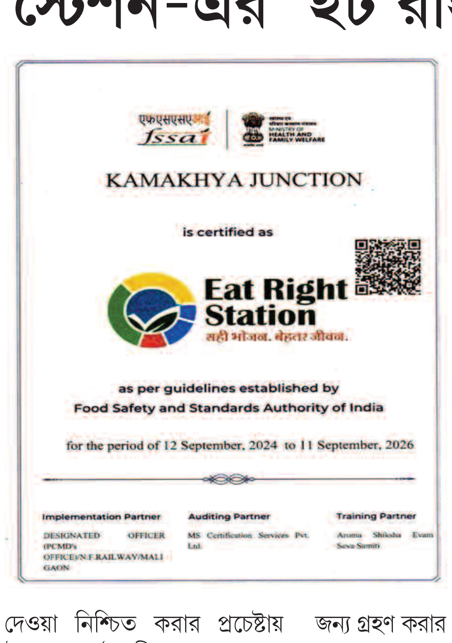

দেওয়া নিশ্চিত করার প্রচেষ্টায় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ভবিষ্যতে আরও স্টেশনকে এফএসএসএআই-এর দ্বারা 'ইট রাইট স্টেশন'-এর স্বীকৃতি অর্জনের জন্য গ্রহণ করার পরিকল্পনা করেছে এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টাও চালানো হচ্ছে। এর আগে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের গুয়াহাটি, হরিশ্চন্দ্রপুর, লামডিং, রঙিয়া, মরিয়নি, সামসি, নিউ বঙাইগাঁও, ও নিউ জলপাইগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনকে এফএসএসএআই-এর দ্বারা 'ইট রাইট স্টেশন'-এর সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছিল। এখানে উল্লেখযোগ্য যে গুণমানসম্মত খাদ্য সংরক্ষণ ও স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা রেলওয়ে স্টেশনগুলিকে এফএসএসএআই-এর দ্বারা 'ইট রাইট স্টেশন' সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। যাত্রীদের সুরক্ষিত ও স্বাস্থ্যকর খাবার দেওয়ার ক্ষেত্রে যে রেল স্টেশনগুলি গুণগত মানদণ্ড পালন করে তাদের এফএসএসএআই এই সার্টিফিকেট দিয়ে থাকে। এফএসএসএআই-এর তালিকাভুক্ত থার্ড-পার্টি অডিট এজেন্সির সিদ্ধান্ত মর্মে এই স্টেশনগুলিকে প্রমাণপত্র দেওয়া হয়।

প্রত্যেক ভারতীয়র জন্য সুরক্ষিত, স্বাস্থ্যকর ও টেকসই খাবার নিশ্চিত করতে দেশের খাদ্য ব্যবস্থার রূপান্তরের লক্ষ্যে এফএসএসএআই-এর এক বৃহৎমাপের প্রচেষ্টা 'ইট রাইট ইন্ডিয়া' অভিযানের একটি অংশ এই সার্টিফিকেট।

মালদায় পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের টিউবওয়েল প্রকল্প নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ, তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সামনে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দকৃত অর্থে টিউবওয়েল না বসিয়ে টাকা তোলার অভিযোগ উঠে ছিল প্রধানের বিরুদ্ধে। ব্লক প্রশাসনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে ছিলেন এলাকাবাসীর একাংশ। যদিও এবার পাল্টা এলাকাবাসীর আরেক অংশের দাবি এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। যেখানে টিউবওয়েল বসানোর কথা ছিল সেখানে টিউবয়েল থাকার জন্য কিছুটা দূরে অন্যপাড়ায় বসানো হয়েছে। তৃণমূল প্রধানের স্বামীর দাবি প্রধানকে বদনাম করার জন্য দলের মধ্যে থেকেই ষড়যন্ত্র করে এই অভিযোগ করানো হয়ে ছিল। ফের সামনে এসেছে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। যা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। অন্যদিকে প্রধানের হয়েই সওয়াল করেছেন ব্লক তৃণমূল সভানেত্রী মর্জিনা খাতুন। প্রধানের পাশে দাঁড়িয়ে তার দাবী সঠিক জায়গায় টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত উত্তর রামপুরের হরিজন পাড়ায় রাধাগোবিন্দ মন্দির চত্বরে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দকৃত ৭৫ হাজার টাকায় টিউবওয়েল বসানোর কথা ছিল। কিছু এলাকাবাসী ব্লক প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করে তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শামীমা পারভীন কাজ না করে স্কিম দেখিয়ে টাকা তুলে নিয়েছেন। বড় দুর্নীতি করেছেন প্রধান। দুর্নীতির অভিযোগে আক্রমণ করে ছিলেন বিরোধীরাও। কিন্তু এবার ওই এলাকারই মানুষ দাবি করল টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। যেখানে বসানোর ছিল তার থেকে কিছুটা দূরে বসানো হয়েছে। যেহেতু ওই পাড়ায় ইতিমধ্যেই একটি টিউবওয়েল রয়েছে। তাই তারা প্রধানকে অনুরোধ করে ছিলেন তাদের পাড়ায় বসানোর জন্য। সেই অনুযায়ী রেজুলেশন করে প্রধান টিউবওয়েল অন্যপাড়ায় বসিয়েছেন। এই নিয়ে প্রধানের স্বামী আজহারউদ্দিনের দাবি সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ করা হয়েছিল। তিনি নিয়ম অনুযায়ী কাজ করে ছিলেন। কিন্তু দলের মধ্যে থেকে কেউ বা কারা বদনাম করতে চেয়েছিল প্রধানের। তাই সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্র করে এই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। প্রশাসন এসে তদন্ত করে সবটাই দেখে গেছে। আর প্রধানের স্বামীর এই দাবির পরেই এবার দলের কোন্দল সামনে এসেছে। তবে কি দলের মধ্যে থেকেই প্রধান কে পছন্দ করতে পারছেন না অনেকে। তার জন্যই এই ধরনের অভিযোগ। আদি তৃণমূল এবং নব্য তৃনমূলের দ্বন্দ্ব সামনে এসেছে। আর এই ঘটনা সামনে আসতেই জেলা বিজেপির কমিটির সদস্য কিষাণ কেডিয়ার কটাক্ষ সবটাই ভাগের খেলা। তৃণমূলের একাংশ ভাগ না পেলে অন্য অংশের বিরুদ্ধে এই ভাবেই অভিযোগ করে। ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে এই দলটা চলে। যদিও ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব জানিয়েছেন যদি দলের ভেতরে দ্বন্দ্বের ব্যাপার থাকে। সে ক্ষেত্রে তাদের কাছে অভিযোগ আসলে দলীয় ভাবে তারা খতিয়ে দেখবে। সাথে সম্পূর্ণভাবে প্রধানের পাশে দাঁড়িয়েছেন তারা।

বজ্রপাতে বিদ্যুতে ঝলসাল শরীর! জখম ৯, মৃত ৪

দুরন্ত বার্তা, ডুয়ার্স, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ সতর্কতা ছিল আগেই। ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাসের সঙ্গেই সতর্কতা ছিল বিপজ্জনক ক্লাউড টু আর্থ বজ্রপাতের। আর সেই বাজ পড়েই ডুয়ার্সের নাগরাকাটা ও বানারহাটের দুটি চা বাগানে জখম হলেন মোট ৯ জন। এর মধ্যে ৫ জন নাগরাকাটার হিলা চা বাগানের শ্রমিক। বাজ পড়ে শরীরের একাংশ পুড়ে গেছে তাঁদের। ওদিকে বাকি ৪ জন চামুর্চি চা বাগানের আপার ডিভিশনের স্কুল পড়ুয়া। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হিলা চা বাগানের ২৪ ও ২৫ নম্বর সেকশনে এদিন কিছু শ্রমিক কাঁচা চা পাতা তুলছিলেন। সেই সময়ই বাজ পড়ে। বাজের আঘাতে ৫ মহিলা শ্রমিক গুরুতর জখম হন। কয়েকজনের শরীরের একাংশ পুড়ে যায়। আশপাশের অন্য শ্রমিকরা তাঁদের উদ্ধার করে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর প্রত্যেককে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। হিলা চা বাগানের জখমদের নাম যথাক্রমে বিলাসো মুন্ডা (৫৮), সীতা বামুনি (৬০), ইন্দ্রমায়া বামুনি (৫৭), মনু নেওয়ার (৪৬) ও নর্বদা ছেত্রী (৫৮)। প্রত্যেকেই মহিলা শ্রমিক। হিলা চা বাগানটি যে পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সেই চম্পাগুড়ির প্রধান রমেশ তিরকি জানিয়েছেন, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির পাশে আমরা রয়েছি। প্রশাসনকেও সবকিছু জানানো হয়েছে। ওদিকে চামুর্চি চা বাগানের আপার ডিভিশনের যে স্কুল পড়ুয়ারা জখম হয়, বাজ পড়ার সময় তারা প্রত্যেকেই স্কুলের খেলার মাঠে ছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষ তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে বানারহাট সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। পরে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রেফার করা হয়। চামুর্চিতে যে স্কুল পড়ুয়ারা জখম হয় তারা হল যথাক্রমে অনুরাগ ওরাওঁ (১০), কুমোদ গোঁসাই ১২), জিসান আনসারি (১০) ও রোশন মাহালি (১১)। গতকাল বিকেল চামুর্চির চা বাগানে বাজ পড়ে স্কুল পড়ুয়াদের আহত হওয়ার ঘটনাটি ঘটে। স্কুল পড়ুয়ারা আহত হওয়ার পাশাপাশি ভয়ংকর বজ্রপাতে চামুর্চিতে ৪ টি গরুও প্রাণ হারিয়েছে। এভাবে বাজ পড়ে আহত ও মৃত্যুর ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। প্রসঙ্গত, জোড়া ঘূর্ণাবর্তের জেরে ভারী বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাতেরও আগাম সতর্কতা জারি করেছিল আবহাওয়া দফতর। বিপজ্জনক ক্লাউড টু আর্থ বজ্রপাত হতে পারে বলেও সতর্কতা ছিল। বজ্রপাতের সময় চাষের জমি বা ফাঁকা জায়গায় না থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার পরামর্শও দিয়েছিল আবহাওয়া দফতর। যদিও বিপদ সেই এড়ানো গেল না।

বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের মানসিক বিকাশের সাহায্যে প্রশস্ত অ্যাপ নিয়ে কর্মশালা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখের কর্মশালায় স্পেশাল এডুকেটর মাননীয় উত্তম শীট মহাশয় প্রশস্ত অ্যাপ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়েছেন যে, ক্লাসে অমনোযোগী। ক্লাস চলাকালীন ঝিমুনি ভাব। অনেক সময় ঠিকমতো পড়া বুঝতে না পারা । এক দৃষ্টিতে শিক্ষকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা। এই রকম একাধিক আচরণ। এইগুলো শিশুদের অস্বাভাবিক আচরণ বলা যায় না। শিক্ষক- শিক্ষিকাদের বিজ্ঞানসম্মত ভাবে এর মোকাবিলা করতে হবে। এই প্রেক্ষাপটে প্রশস্ত অ্যাপ প্রচারে উদ্যোগী হয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক এবং বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের মানসিক বিকাশে সাহায্য করার জন্য স্কুলগুলোকে সহায়ক হতে হবে। স্কুল স্তরের পড়ুয়াদের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা বা সমস্যা দূর করার একটি অন্যতম ডিজিটাল মাধ্যম এই 'প্রশস্ত' অ্যাপ। এর পোশাকি নাম হল- প্রি -অ্যাসেসমেন্ট হোলিস্টিক স্ক্রিনিং টুল। এর মূল উদ্যোক্তা এন .সি .ই .আর .টি। ২০১৯ সালের একটি দেশব্যাপী সমীক্ষায় উঠে এসেছে প্রায় ৫৩ শতাংশ রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিশুদের প্রতিবন্ধকতা সংক্রান্ত সমস্যাগুলি ঠিক মতো বুঝতে পারে না। বিশেষ করে মানসিক অসুস্থতা, কথা বলার মতো বিষয় নিয়ে তারা যথেষ্ট সচেতন নয়। দেশের প্রায় অনেক স্কুলেই স্পেশাল এডুকেটর নিয়োগ করা হয়নি। এই প্রেক্ষাপটে প্রশস্ত অ্যাপ তৈরি হয়েছে। প্রশস্ত মোবাইল অ্যাপটির সুবিধা পাওয়া যাবে ২৩ টি ভাষায়। ফলে যে কোনো শিক্ষকের পক্ষে তা ব্যবহার করা তুলনায় সহজ। ডিসলেক্সিয়ায় আক্রান্ত ঈশান কে রঙে -রেখায় স্বপ্ন আঁকতে শিখিয়েছিলেন তার অঙ্কন শিক্ষক। ঈশানের মত কয়েক লক্ষ শিশুর স্যার হতে পারে প্রশস্ত অ্যাপ। এই মহতী উদ্যোগকে সফল করার জন্য প্রয়াস নিয়েছে ওন্দা দক্ষিণ চক্র।

কানা ময়রাক্ষী নদী উপর নতুন ব্রিজ নির্মানে পরিদর্শনে বিধায়কসহ আধিকারিক

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদের খড়গ্রাম ও কান্দির মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়েছে কানা ময়ূরাক্ষী নদী। এই নদীর একদিকে খড়গ্রামের বালিয়ার ধামালিপাড়া অন্যদিকে কান্দির পুরন্দরপুর। নদীর দুপারের বাসিন্দাদের নদী পার করে যোগাযোগের একমাত্র ভরসা বাঁশের সাঁকো। বাঁশের সাঁকো দিয়েই নিত্যদিন ঝুকির পারাপার করেন দুই পারের বহু মানুষ। বর্ষায় নদীতে জল বাড়লে আতঙ্ক বাড়ে নিত্য যাত্রীদের। দুর্ঘটনার সংখ্যাটাও নেহাত কম নয়। এই ঝুঁকিপূর্ণ পারাপার থেকে রেহাই পেতে দীর্ঘদিনের দাবী স্থায়ী একটি ব্রিজ নির্মাণের। বর্তমানে, সেই আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন স্থানীয়রা। কারন, দাবী মতোই মঙ্গলবার এলাকা পরিদর্শনে যান খড়গ্রামের বিধায়ক আশিস মার্জিত, পূর্ত দপ্তর আধিকারিকদের বিশেষ প্রতিনিধি দল। পরিদর্শন শেষে আধিকারিকেরা জানিয়েছেন, প্রাথমিক ভাবে এলাকা পরিদর্শন করা হল। এই রিপোর্ট তারা উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে পাঠাবেন। এই ব্রিজ তৈরি হলে উপকৃত হবেন দুই ব্লকের বহু গ্রামের হাজার হাজার মানুষ। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য দ্রুত ব্রিজ নির্মান হবে, গ্রামবাসীদের স্বপ্ন পূরণ হবে বলেই আশা রাখছেন খড়গ্রামের বিধায়ক আশিস মার্জিত। বিধায়ক বলেন- ২৫ সালের শুরুতেই ব্রিজের কাজ শুরু হয়ে যাবে। ব্রিজ তৈরি নিয়ে আশায় বুক বাঁধছেন কানা ময়ূরাক্ষী নদীর ধারের দুই ব্লকের মানুষ। উল্লেখ্য খড়গ্রামের ওই নদী পাড়ের বহু পড়ুয়া পড়ে কান্দির বিভিন্ন স্কুলে। বছরের অন্য সময় তেমন চিন্তা না থাকলেও বর্ষায় এই সময়টা তাঁদের নদী পার হতে হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, নদী পার হতে হয়। অথচ কোনও ফেরিঘাট নেই। নৌকায় মাঝি থাকেন বটে। তবে কোনও অঘটন ঘটলে কারও কিছু করার থাকে না। কারণ, প্রায় দেড়শো মিটার চওড়া ওই নদীতে দড়ি টেনে টেনে নৌকা বাইতে হয়।

Notice Inviting E-Tender

Tender Ref: (i) **432/NIT/XVFC/TIED/TGP/24DATE:24-09-2024 BID SUB. CLOSING DT: 01.10.2024 AT 12 PM Technical bid opening DT 03.10.2024 AT 12 PM**
Electronic Tenders are hereby invited by the Prodhan, Tapna Gram Panchayat, Uluberia-I Block for implementation of Two (02) No. work within Tapna Gram Panchayat, Howrah. Details are available in (**http://wbtenders.gov.in & http://etender.wb.nic.in**) and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Tapna Gram Panchayat

দুর্গাপুরে বিজেপি নেত্রীকে মারধর ও অপহরণের চেষ্টা, তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ দুর্গাপুরে বিজেপি মহিলা নেত্রী ঝুমা চক্রবর্তীর বাড়িতে চড়াও হয়ে তাকে মারধর ও অপহরণের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার সকালে দুর্গাপুর নগর নিগমের ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের নিউ স্টেট ডায়েরি টাউনশিপ এলাকায় বিজেপি নেত্রীর বাড়িতে একদল দুষ্কৃতী হামলা চালায়। ঝুমা চক্রবর্তী দুর্গাপুর পূর্ব বিধানসভার ১৭৮ নম্বর বুথের সভাপতি। অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা বাড়িতে প্রবেশ করে ভাঙচুর চালায় এবং তাকে মারধর করে। এই ঘটনার পর গুরুতর আহত অবস্থায় ঝুমা চক্রবর্তীকে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুধবার বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়, তৃণমূলের একটি অংশ তাকে বারবার দলবদলের জন্য চাপ দিচ্ছিল। সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার কারণেই এই হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনাটি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিধাননগর ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অপহরণের চেষ্টা ও মারধরের মামলা দায়ের হয়েছে। তবে পাল্টা দাবি করেছে অভিযুক্তরা। তাদের অভিযোগ, বিজেপি নেত্রীর স্বামীর দোকানে অনেক ধার ছিল, সেই টাকা চাইতে গেলে ঝুমা চক্রবর্তী ও তার স্বামী তাদের মারধর করেন। তৃণমূল নেতারা এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করে জানিয়েছেন, বিজেপি তাদের পায়ের তলার মাটি হারিয়ে দলের নামে মিথ্যা অভিযোগ রটাচ্ছে। ঘটনার জেরে দুর্গাপুরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে, তবে এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি। বিজেপির মহিলা মোর্চা হুঁশিয়ারি দিয়েছে, যদি অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতার না করা হয়, তবে তারা থানা ঘেরাও সহ নানা আন্দোলন শুরু করবে।

গঙ্গার জলস্তর বৃদ্ধি, জলমগ্ন একাধিক এলাকা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ মুর্শিদাবাদে গঙ্গার জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে, যার ফলে জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে জল ঢুকে পড়েছে। বিশেষ করে লালগোলা, ভগবানগোলা, শামসেরগঞ্জ এবং ফারাক্কার বিস্তীর্ণ এলাকায় মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। একদিকে গঙ্গার জলস্তর ক্রমশ বাড়ছে, অপরদিকে বৃষ্টির কারণে রাস্তাঘাট জলমগ্ন হয়ে পড়েছে, ফলে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠেছে। ফারাক্কা ব্যারেজের জেনারেল ম্যানেজার আর বিদেশ পান্ডে জানিয়েছেন যে, আপ ইস্টিম থেকে আসা জল এই মুহূর্তে ব্যারেজের ধারণ ক্ষমতার চেয়ে বেশি। ফারাক্কা ব্যারেজের ১০৯ টি গেটের মাধ্যমে ডাউনস্ট্রিমে বাড়তি জল ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন তারা। এর ফলে গঙ্গার ডাউনস্ট্রিমের ধারে অবস্থিত গ্রামগুলোতে জল ঢোকার আশঙ্কা রয়েছে। তিনি আরও জানান, গঙ্গার জলস্তর হঠাৎ করেই বাড়তে শুরু করেছে, যা পরিস্থিতিকে আরও সংকটময় করে তুলেছে। স্থানীয় প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসতে সময় লাগতে পারে।

বোনাস সমস্যা মিটল না দার্জিলিংয়ের বাগিচা শ্রমিকদের

কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বর ঃ তরাই ও ডুয়ার্সের বাগানগুলিতে সমস্যা মিটলেও দার্জিলিং পাহাড়ের বাগিচা শ্রমিকদের পুজো বোনাস নিয়ে মালিকপক্ষের সঙ্গে তাদের দ্বিতীয় বৈঠক ভেস্তে যাওয়ায় এখনো কোনো সমাধান সূত্র বেরোয়নি। মালিকপক্ষ ১২ শতাংশ হারে বোনাস দিতে রাজি থাকলেও শ্রমিক প্রতিনিধিরা ২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবিতে অনড় থাকায় পরিস্থিতি জটিল হয়েছে। আগামী শুক্রবারের মধ্যে তাদের বোনাস চুক্তি চূড়ান্ত না হলে পাহাড়ের আটটি সংগঠন কে নিয়ে গঠিত পার্বত্য শ্রমিক সংগঠন সমন্বয়ে মঞ্চ সেখানে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছে। পাশাপাশি বাগানগুলির সামনে গেট মিটিং করা হবে বলে তারা জানিয়েছে। উল্লেখ্য উভয়পক্ষের সম্মতিতে তরাই ও ডুয়ার্সে বাগিচা শ্রমিকদের ১৬ শতাংশ হারে পুজো বোনাস দেওয়ার বিষয় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

প্রো টার্ণ আউট নবীকরণ কার্য

ই-টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. ৮৩/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ২৩-০৯-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার সংখ্যা.** ২১-এপি-III-২০২৪। **কাজের নামঃ** আলিপুরদুয়ার জংশন-নিউ মাল জংশন টিটিআর (এফএস +সিএস +সিএমএসসি)-৪৪ সেট (১ঃ১২) এবং টিটিআর (টিএসআর)-১২ সেট (১ঃ১২)। **টেন্ডার রাশিঃ** ৫,৪১,২৮,৯৯৪.৮৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৪,২০,৭০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৮-১০-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ১৮-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে টিটিআর কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ৮৪/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ: ২৩-০৯-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং: ২৯-এপি-II-২০২৪; কাজের নাম:** নিউ বঙাইগাঁও-চৌতারা-টিটিআর (এফএস + টিডব্লিউএস + ডব্লিউসিএমএসসি)-১৬ সেট (১ঃ১২) এবং টিটিআর (টিডব্লিউএস + ডব্লিউসিএমএসসি)-২২ সেট (১ঃ১২)। **টেন্ডার মূল্য:** ২,৫০,৩৩,২০৭.০৯/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ২,৭৫,২০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১৩:০০** ঘন্টায় এবং **খোলা** ২২-১০-২০২৪ তারিখে **১৫:০০** ঘন্টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।
ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

DAINHAT MUNICIPALITY
P.O. Dainhat,
Dist : Purba Bardwan
For Details of floated e-tender against the Development work under
E-NIT 12D.M/ENGG/2024-25 Date-24/09/2024
E-NIT 13D.M/ENGG/2024-25 Date-25/09/2024
E-NIT 14D.M/ENGG/2024-25 Date-25/09/2024
E-NIT 15D.M/ENGG/2024-25 Date-25/09/2024
For Details
Visit: http://dainhatmunicipality.org
Office Ph No 7478003845
Sd/-
Chairman
Dainhat Municipality

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৮২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ২৩-০৯-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং.ঃ** ২০-এপি-III-২০২৪। **কাজের নাম ঃ** শিলিগুড়ি-নিউ মাল জংশন টিটিআর (টিএসআর)-১৯ সেট (১ঃ১২)। টেন্ডার মূল্যঃ ১,৫৫,৮৩,৬৪৫.০০ টাকা; বায়নার ধনঃ ২,২৭,৯০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ১৮-১০-২০২৪ তারিখের ১৩.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ১৮-১০-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

Saharjora Gram Panchayat
Shitla Barjora Bankura
e-NIT No-04/SGP/24-25
Dated-24/09/2024
All details of Schemes, Schedule dates and trams & condition can be obtained from **www.wbtenders.gov.in** and Saharjora Gram Panchayat Office.
Sd/-
Pradhan
Saharjora Gram Panchayat

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHAVAN, BIDHANNAGAR
An e-Tender for "Different types of electrical works in different wards (02 and 07) under Bidhannagar Municipal Corporation" is being invited by EE, (E&M) Deptt. BMC vide **NIT No.: 227/PHE(E&M)/BMC, Dated : 25.09.2024** & Tender ID: **2024_MAD_757575_1 to 3**. Last Date of Bid Submission : **25.10.2024** up to **15:00 Hrs**. Details are available with office of EE/PHE(E&M) BMC. Corrigendum, if any will be published in Office Website & Notice Board only. Please visit : **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
EE, (E&M)
Bidhannagar Municipal Corporation

IIFL FINANCE গোল্ড লোন
PUBLIC NOTICE
The branch of IIFL Finance Ltd. located at 1st Floor, Amta Chandni, PO + PS - Amta, Near Amta Hospital Gate, Howrah - 711401, West Bengal will be shifting to below mentioned address with effect from 26th December, 2024.
New Address: IIFL Finance Ltd., Village - Bazar Para (Station More), 1st Floor, PS - Uluberia, PO - Uluberia, Near Uluberia Sub Division Hospital, Dist. - Howrah, Pin - 711316
Contact No. 7045354934 / 7045353948
All existing services can be availed at the new Location.

সর্বজনীন সূচনা
আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেডের শাখা, ১ ম তলা, আমতা চাঁদনি, পিও+পিএস - আমতা, আমতা হাসপাতালের গেটের কাছে, হাওড়া - 711401, পশ্চিমবঙ্গ, 26ই ডিসেম্বর, 2024 থেকে নিম্নোক্ত ঠিকানায় স্থানান্তরিত হবে।
নতুন ঠিকানা: আইআইএফএল ফাইন্যান্স লিমিটেড, গ্রাম - বাজার পাড়া (স্টেশন মোর), ১ম তলা, পিএস - উলুবেড়িয়া, পিও - উলুবেড়িয়া, উলুবেড়িয়া সাব ডিভিশন হাসপাতালের কাছে, জেলা - হাওড়া, পিন - 711316
যোগাযোগের নম্বর: 7045354934 / 7045353948
সমস্ত বিদ্যমান পরিষেবাগুলি নতুন অবস্থানে পাওয়া যাবে।

Indpur Gram Panchayat
P.O- Indpur , Dist-Bankura
The Pradhan, Indpur Gram Panchayat hereby invites sealed e- Tender from the resourceful and experienced biddersfor the execution of work(s) of the following **e-NITs, 06/2024-25 Dated: 24/09/2024.** All information available **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan Indpur Gram Panchayat

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE
Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites online e-tender for the work of "Electrical Installation work at different wards and modification of compound light at Gangarampur SDH, Dakshin Dinajpur, (Under Rattierer Saathi) e-NIT No: **WBPWD/EE/DDED/e-NIQ-33 of 2024-25,** Tender Id: **2024_WBPWD_757723_1**, Bid submission closing date (online): **28.09.2024 up to 17:30 Hrs.** , Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender Documents may be downloaded from: **http://wbtenders.gov.in .**
Sd/- Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

Raghunathpur Gram Panchayat
P.O- Baga, Dist- Bankura
The Pradhan, Raghunathpur Gram Panchayat hereby invites sealed e- Tender from the resourceful and experienced bidders for the execution of work(s) of the following **e-NITs, e-NIT No. 04/2024-25 , 05/2024-25 Dated: 24/09/2024.** All information available **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan Raghunathpur Gram Panchayat

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE
Executive Engineer, P.W.D, Dakshin Dinajpur Electrical Division Invites online e-tender for the work of "Supply and Erection of High Mast Tower including allied works for illumination at Raiganj Govt. Medical College and Hospital, Raiganj in the district of Uttar Dinajpur, P.W.D. (Rattierer Saathi) (Electrical Work), Project ID:- HF242523914S000."
e-NIT No: **WBPWD/EE/DDED/e-NIQ-32 of 2024-25,** Tender Id: **2024_WBPWD_757520_1**, Bid submission closing date (online): **28.09.2024 up to 16:30 Hrs.** , Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender Documents may be downloaded from: **http://wbtenders.gov.in .**
Sd/- Executive Engineer, P.W.D
Dakshin Dinajpur Electrical Division

হাওড়া পৌরনিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১১০১
ফোন- ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স - ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in
এইচএমসি / এইচ ডব্লুডব্লু / পি-১৩ / ২৪-২৫ তারিখঃ ২৩.০৯.২০২৪
ই-টেন্ডার নোটিশ
পদ্মপুকুর ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে (এইচডব্লুডব্লু) **৫ নম্বর মেরামত ও সংস্কার** কাজের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, এইচএমসি দ্বারা নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কস বিভাগ থেকে পাওয়া যাবে, পদ্মপুকুর **https://wbtenders.goy.in** বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখঃ ০৭.১০.২০২৪ **সন্ধ্যা ৬.০০ পর্যন্ত** এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনো কারণ ছাড়াই কোনো আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান অধিকার সংরক্ষণ করে। টেন্ডার আইডি ঃ **2024_MAD_756102**
৭০(১) /২৪-২৫
২৫।০৯।২০২৪
সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER
The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-**WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-12/2024- 25(2 nd Call)** of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 05(Five) nos. works/Schemes under 15 th CFC Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. **Tender ID: 2024_DM_757087_1 to 2024_DM_757087_5.** Document download/ sell starting from **24.09.2024 up to 30.09.2024 16.00 PM**. Bid submission starting from **24.09.2024 up to 30.09.2024 at 16:00 PM**. And Opening on **03.10.2024 at 16:05 A.M.** For details please visit website.
Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

OFFICE OF THE KANDUAH GRAM PANCHAYAT
VILL-KANDUAH, P.O.-KANDUAH, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH
(1) NIeT No. KGP/64/eNIT/24-25, Dated: 23/09/2024
For and on behalf of the Kanduah Gram Panchayat, Pradhan invites tenders through E-tendering for the 6 (Six) Nos. different works at different places. Document download/sale date from **25.09.2024 15:00 Hrs to 02.10.2024 15:00 Hrs**. Bid submission end date up to **02.10.2024 15:00 Hrs** or as per tender portal. Bid Opening Date: **04.10.2024 at 15.00 Hrs.** or as per tender portal. For details please visit office of the undersigned or website **https://wbtenders.gov.in**.
Sd/- Pradhan
Kanduah Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-III/BR-VII, KMC invites open e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/327
Name of the Work: **Installation of lighting arrangement at D. C. Dey Road and different places in Ward No. 56**. Estimated Amount: **Rs. 1,99,601.25**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/328
Name of the Work: **Renovation with improvement of Street Lighting Posts from EM Bye Pass to Bio-Mining Project at Dhapa Dumping Ground in Ward No. 58, BR-VII**. Estimated Amount: **Rs. 3,20,716.41**. Earnest Money: **Rs. 6,500.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of bid: **04.10.2024** at **12 noon. [For Sl. No. 1 & 2]**. Bid opening date and time for technical proposals (online): **05.10.2024** at **2 p.m. [For Sl. No. 1 & 2]**. The bid forms and other details are available on and from **25.09.2024 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2]**.

The Executive Engineer (W/S), S.S. Unit, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/WS/EE/SSU/W-128/06/24-25 (1st Call)
Name of the Work: **Replenishment of F/W supply works for Damaged Portions of 400 MM dia reserve main pipe lines at Becharam Chatterjee Road near (1)H/No. 59/1, 116, 153/3 etc. with some related works in Ward No. 128, BR-XIV**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,78,375.09**. Earnest Money: **Rs. 5,700.00**. Period of Completion: **12 days**. Last date and time of submission of bid: **22.10.2024** up to **4 p.m.** Tender will be opened on: **24.10.2024** at **4 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **30.09.2024** at **4 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Water Supply)/Central, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE/WS/C/G/46/24-25/10
Name of the Work: **Improvement of Filter Water Supply by changing 100 MM dia D.I. Pipe at British India Street from 4, Hemanta Bose Sarani to 31, Bentinck Street in Ward No. 46**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,04,179.00**. Earnest Money: **Rs. 6,200.00**. Period of Completion: **60 days**.

(2) NIT No. : KMC/EE/WS/C/G/46/24-25/11
Name of the Work: **Improvement of Filter Water Supply by changing 100 MM dia D.I. Pipe at Princep Street from 7, Prafulla Sarkar Street to 6, G.C. Avenue & 67, Bentinck Street to 23, C. R. Avenue in Ward No. 46**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,92,624.00**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00**. Period of Completion: **60 days**.

(3) NIT No. : KMC/EE/WS/C/G/46/24-25/15
Name of the Work: **Renovation of Delapidated Water Supply Office of Section-G at 23, Princep Street in Ward No. 46**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,79,656.00**. Earnest Money: **Rs. 3,600.00**. Period of Completion: **45 days**.

(4) NIT No. : KMC/EE/WS/C/G/46/24-25/17
Name of the Work: **Development of F.W. Supply by Laying 100 MM dia D.I. Pipe at Rani Rashmoni Road from S. N. Banerjee Road to Kora Bardar Lane in Ward No. 46**. Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,20,139.00**. Earnest Money: **Rs. 4,500.00**. Period of Completion: **45 days**. Last date and time of submission of bid: **21.10.2024** up to **2 p.m. [For Sl. No. 1 to 4]**. Date and time of tender opening: **23.10.2024** at **2 p.m. [For Sl. No. 1 to 4]**. The bid forms and other details are available on and from **28.09.2024 (9 a.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.kmc.gov.in [For Sl. No. 1 to 4]**. For full and further details, please visit the website **https://wbtenders.gov.in**. Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV/BR-X, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/135/24-25
Name of the Work: **Installation of Street Lighting System at Layelka, Raipur Road and adjacent areas in Ward No. 95, BR-X**. Estimated Amount: **Rs. 1,49,199.12**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00**. Period of Completion: **10 days**. Last date and time of completion of bid: **03.10.2024** up to **12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **23.09.2024** from **12 noon.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/137/24-25
Name of the Work: **Development of Street Lighting arrangement at Aswininagar, Bijoygarh and adjacent areas in Ward No. 95, BR-X**. Estimated Amount: **Rs. 1,99,312.59**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **10 days**. Last date and time of completion of bid: **03.10.2024** up to **11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **25.09.2024** from **11 a.m.**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/153/24-25
Name of the Work: **Supply and delivery of LED Fittings at Jheel Road, New Land and adjacent areas in Ward No. 92, BR-X**. Estimated Amount: **Rs. 2,89,886.24**. Earnest Money: **Rs. 6,000.00**. Period of Completion: **15 days**.

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/154/24-25
Name of the Work: **Supply and delivery of LED Fittings for Street Light at New Alipore Block-G, F, Pramatha Chowdhury Sarani and adjacent areas in Ward No. 81, BR-X**. Estimated Amount: **Rs. 4,73,314.74**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **20 days**. Last date and time of completion of bid: **04.10.2024** up to **9 a.m. [For Sl. No. 3 & 4].** The bid forms and other details are available on and from **24.09.2024** from **5 p.m. [For Sl. No. 3 & 4].** The website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 4]**.

The Executive Engineer (Electrical)/LTG/Zone-IV, BR-XII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/126/24-25
Name of the Work: **Maintenance of Lighting system at Jadavgarh & Ramlal Bazar KMC Market under BR-XII.** Estimated Amount: **Rs. 1,79,517.95**. Earnest Money: **Rs. 3,600.00**. Period of Completion: **365 days**. Last date and time of submission of bid: **05.10.2024** up to **2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **24.09.2024** at **2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical)/BR-IV/Z-II, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/81/WD28/IV/ZII/24-25
Name of the Work: **Improvement of Bustee Lighting arrangement at Harinath Dey Road Bustee and other Bustees including its surrounding areas in Ward No. 28 under BR-IV**. Estimated Amount: **Rs. 1,99,761.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **20 days**.

(2) NIT No. : KMC/LTG/82/WD39/IV/ZII/24-25
Name of the Work: **Improvement of Bustee Lighting system at Shambhu Chatterjee Lane, 148, C. R. Avenue Bustee and other different Bustee in Ward No. 39 under BR-IV**. Estimated Amount: **Rs. 1,99,843.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00**. Period of Completion: **20 days**. Last date and time of submission of bid (online): **23.10.2024** up to **2 p.m. [Sl. No. 1 & 2]**.

(3) NIT No. : KMC/LTG/58/WD39/IV/ZII/24-25
Name of the Work: **Improvement of Lighting system at Marcus Square, Madan Mohan Burman Street and other places in Ward No. 39 under BR-IV**. Estimated Amount: **Rs. 4,98,042.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

(4) NIT No. : KMC/LTG/66/WD28/IV/ZII/24-25
Name of the Work: **Improvement of Lighting system at Yugipara Road, Ram Mohan Roy Road and other places in Ward No. 28 under BR-IV**. Estimated Amount: **Rs. 4,98,210.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of bid (online): **24.10.2024** up to **2 p.m. [For Sl. No. 3 & 4]**. The bid forms and other details are available on and from **27.09.2024** at **2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 4]**.

CORRIGENDUM

NIT No. KMC/SWM-II/E/24-25/09 published in this newspaper on **13.09.2024 (Key No. 585/24-25)** of **SWM-II Department (Sl. No. 2).** Last date and time of submission of bid will be read as **13.10.2024** at **5 p.m.** instead of 23.09.2024 at 5 p.m.

NIT No. KMC/S_D/USPS/P1/24-25 (1st Call) published in this newspaper on **06.09.2024 (Key No. 529/24-25)** of **S and D Department (Sl. No. 5).** Last date and time of submission of bid will be extension on **01.10.2024** up to **5 p.m.** instead of 19.09.2024 at 5 p.m.

663/24-25

চাকরি খোয়াতে পারেন ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লেস, কে আসবেন?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ গত আইএসএল মরসুমে খুব একটা ভালো পারফরম্যান্স ছিলনা ইমামি ইস্টবেঙ্গলের। স্প্যানিশ কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাতের হাত ধরে বহু বছর পর সর্বভারতীয় স্তরের ট্রফি জয় করলেও তাঁর কোনও প্রভাব পড়েনি ইন্ডিয়ান সুপার লিগে। একের পর এক ম্যাচে ধরাশায়ী হয়ে পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে থাকতে হয়েছিল ময়দানের এই প্রধানকে। তবুও একটা সময় প্লে-অফে ওঠার সুযোগ থাকলেও তা কাজে লাগাতে

পারেনি মশাল ব্রিগেড। যা নিঃ সন্দেহে হতাশ করেছিল সকলকে। তবুও নতুন মরসুমের জন্য কুয়াদ্রাতের উপর ভরসা রেখেছিলেন সমর্থকরা। কিন্তু তাতেও খুব একটা লাভ হয়নি। ডুরান্ড কাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই ছিটকে যেতে হয়েছে লাল-হলুদ ব্রিগেডকে। তারপর এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগের টায়ার টুয়ের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে ও এগিয়ে থেকে পরাজয়। ইন্ডিয়ান সুপার লিগের শুরু থেকে জয়ে ফেরার লক্ষ্য থাকলেও সেখানেও মিলেছে হতাশা। প্রথম ম্যাচেই বেঙ্গালুরু এফসি'র কাছে পরাজিত হওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচে কেরালা ব্লাস্টার্সের কাছে এগিয়ে থেকেও জয় নিশ্চিত করতে পারেনি ক্লেটনরা। এক্ষেত্রে বারংবার প্রশ্নের মুখে উঠেছে খেলোয়াড়দের ফিটনেস। মরসুম শুরুর আগে থেকে দল নিয়ে শহরে প্রি-সিজন করলেও লাভের লাভ কিছুই হয়নি। বরং সময় যত এগিয়েছে ততই চোটের কবলে পড়তে হয়েছে ফুটবলারদের। বর্তমানে চোট সারিয়ে মাঠে ফিরতে মরিয়া প্রভাত লাকরা এবং নিশু কুমার। তবে এখানেই শেষ নয়, প্রায় দিন অনুশীলন করতে গিয়ে চোট পেতে হচ্ছে নন্দকুমার সেকার থেকে শুরু করে দিমিত্রিওস ডায়মান্তাকস সহ জিকসন সিংয়ের মত ফুটবলারদের। এছাড়াও মরসুম শুরু থেকেই সমর্থকদের চিন্তার কারণ হয়ে উঠছেন সাউল ক্রেসপো। এই পরিস্থিতিতে দলের ফিটনেস কোচ কার্লোস জিমেনেজ সানচেজের ভবিষ্যত নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। গত মরসুমে থাইল্যান্ডের প্রথম ডিভিশনের ক্লাবের দায়িত্ব ছিলেন তিনি। এছাড়াও ইউরোপের একাধিক ক্লাবে কোচিং করানোর অভিজ্ঞতা দেখেই তাঁকে দলের দায়িত্ব দিয়েছিল লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু মরসুম শুরু হতেই খেলোয়ারদের ফিটনেস এবং দলের পরিস্থিতি যথেষ্ট চিন্তায় ফেলে দিয়েছে সকলকে। বিশেষ সূত্র মারফত খবর, খুব শীঘ্রই জিমেনেজকে ছাঁটাই করতে পারে ইস্টবেঙ্গল। পরিবর্তে আইএসএলের কোনও অভিজ্ঞ কোচের হাতে দেওয়া হতে পারে দলের দায়িত্ব।

রঞ্জি ট্রফিতে খেলবেন বিরাট! স্কোয়াডে পন্থও

নয়াদিল্লি, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ তিনি অনুকরণনীয়। প্রত্যেকটা মুহূর্তে নিজেকে কিভাবে উন্নতি করতে হয়, পরিশ্রম করে কিভাবে নিজেকে গ্রেট থেকে গ্রেটেস্টদের কাতারে নিয়ে হয় তাঁর আদর্শ উদাহরণ বিরাট কোহলি। তবে চলতি ভারত বনাম বাংলাদেশ সিরিজের প্রথম টেস্টে বেশ কিছু রেকর্ড গড়লেও বড়মাপের রান করতে ব্যর্থ হয়েছেন ভারতের এই কিংবদন্তি ব্যাটার। চলতি বাংলাদেশ সিরিজ খেলার পরই অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট দল। আর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগেই দিল্লির হয়ে মাঠে নামতে পারেন কিং কোহলি। গতকাল দিল্লি এন্ড ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট এসোসিয়েশন ২০২৪-২৫ রনজি এবং ঘরোয়া মরশুমের জন্য সম্ভাব্য খেলোয়াড়দের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছে। আর সেই তালিকায় নাম রয়েছে বিরাট কোহলি, ঋষভ পন্থ, নভদীপ সাইনি, আয়ুষ বদনির মতো তারকাদের। চেন্নাই টেস্টে ভারতের হয়ে ব্যাট হাতে দুই ইনিংসসেই আহামরি কিছু করতে পারেননি ভারতের কিংবদন্তি ব্যাটার। প্রথম ইনিংসে তরুণ বাংলাদেশি বোলার হাসান মাহমুদের বলে মাত্র ৬ রান করেই ফেরত যান তিনি। দ্বিতীয় ইনিংসে রিভিউ না নেওয়ায় সেট হয়েও ড্রেসিংরুমে ফিরতে হয়েছিল প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ককে। দিনশেষে ভারত ম্যাচ জিতলেও কোহলির এই পারফরম্যান্সে একেবারেই খুশি নন ভারতীয় সমর্থকরা। ভারতীয় দলের এই কিংবদন্তিকে ঘিরে প্রত্যাশা অনেক। গতকাল এসবের মাঝেই দিল্লি ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তারা আসন্ন মরশুমের জন্য নির্বাচিত খেলোয়াড়দের একটি তালিকা প্রকাশ করেন। সেই তালিকায় প্রথমেই রয়েছেন ভারতের কিংবদন্তি ব্যাটার। কোহলির পাশাপাশি দিল্লির হয়ে আসন্ন মরশুমের তালিকায় জায়গা পেয়েছেন ঋষভ পন্থও। দিল্লির হয়ে শেষবার রনজি ট্রফিতে বিরাট অংশগ্রহণ করেছিলেন ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে। ক্রিকেটের দীর্ঘ ফরম্যাটে তাঁর পারদর্শিতার কথা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি খেলার আগে বাংলার হয়ে রনজি খেলতে পারেন জাতীয় দলে বিরাটের আরেক সতীর্থ মহম্মদ শামি।

উত্তরপ্রদেশের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে দুই ইনিংসে তাঁর স্কোর ছিল যথাক্রমে ১৪ এবং ৪২। মজাদার বিষয় হলো বিরাটকে দুই ইনিংসেই আউট করেন একসময়ে ভারতীয় দলে তাঁর সতীর্থ ভুবনেশ্বর কুমার। তবে জাতীয় দলের হয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রানের রেকর্ড গড়লেও, প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটেও পিছিয়ে নেই কিং কোহলি। দিল্লির হয়ে ১৪৬টি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ খেলে ১১,১১০ রান করেছেন বিরাট, যার মধ্যে রয়েছে ৩৬টি শতক এবং ৩৮টি অর্ধশতক। এছাড়াও প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে কিং কোহলির সর্বোচ্চ রান হল ২৫৪, ব্যাটিং গড় ৪৯.৮৬ যা প্রমান করে বাংলার হয়ে এবারে রনজিতে ফিরতে পারেন ভারতের তারকা বোলার। তবে চোটের পর এটিই হবে প্রফেশনাল ক্রিকেটে তাঁর কামব্যাক। শামি চোটের জন্য এই মুহূর্তে রিহ্যাবে থাকলেও, বাংলাদেশের পর নিউজিল্যাণ্ড সিরিজ খেলবে রোহিত শর্মার দল। সেই সিরিজে অবশ্যই কোহলির ভারতীয় দলের সাথে থাকবেন। অন্যদিকে রনজি শুরু হচ্ছে আগামী ১১ই অক্টোবর থেকে। সেই সময়ই চলবে ভারত-নিউজিল্যান্ড সিরিজ। তাই আসন্ন নিউজিল্যাণ্ড সিরিজ ছেড়ে রনজিতে দিল্লির এই তারকা ব্যাটারকে দেখা যায় কিনা সেটা নিয়ে এখন চর্চায় সমগ্র দেশ।

আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়েও দুর্দন্ত কামব্যাক ঋষভ পন্থের

দুবাই, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ ভারতের মাটিতে শুক্রবার কানপুর টেস্টের শুভারম্ভ হবে। তার আগে চেন্নাই টেস্টে ভালো খেলার পুরস্কার পেলেন ঋষভ পন্থ। আইসিসি টেস্ট ক্রমতালিকায় ছয় নম্বরে এখন ভারতের উইকেটকিপার ব্যাটার পন্থ। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের আপডেটেড টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রথম দশে রয়েছেন ৩ ভারতীয় ক্রিকেটার। তাতে নেই বিরাট কোহলি। আইসিসি টেস্ট ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় শীর্ষে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক জো রুট। ৮৯৯ রেটিং পয়েন্ট তাঁর। এই তালিকায় একধাপ উঠে পাঁচে পৌঁছেছেন টিম ইন্ডিয়ার তরুণ ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল। তাঁর অর্জিত রেটিং পয়েন্ট ৭৫১। ছয়ে থাকা পন্থের পয়েন্ট ৭৩১। ৬৩২ দিন পর টেস্ট ক্রিকেটের আঙিনাতে ফিরে একই মেজাজে দেখা গিয়েছিল ঋষভকে। তার প্রভাব যে কারণে স্বাভাবিকভাবেই পড়েছে আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে। আবার এই টেস্ট ক্রমতালিকায় ৫ ধাপ নেমে গিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। ১০ নম্বরে থাকা রোহিত শর্মার পয়েন্ট ৭১৬। রোহিতের মতো বিরাট কোহলিরও আইসিসি টেস্ট ব্যাটারদের ক্রমতালিকায় অবনতি হয়েছে। ৫ ধাপ নেমে যাওয়ার পর বিরাট পৌঁছে গিয়েছেন ১২ নম্বরে। তাঁর অর্জিত রেটিং পয়েন্ট ৭০৯। চেন্নাই টেস্টটা ভালো কাটেনি বিরাট, রোহিতের। সেই ছাপ আইসিসি ক্রমতালিকাতেও দেখা গেল। সামনেই ভারত-বাংলাদেশ দ্বিতীয় টেস্ট। সেখানে বিরাট ভালো পারফর্ম করতে পারলে, আইসিসি টেস্ট ব্যাটারদের তালিকায় ফের তাঁর উন্নতি হবে। চেন্নাই টেস্ট টিম ইন্ডিয়া জেতার পর আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে তাঁদের নামের পাশে পয়েন্ট ও স্থান বদল হয়েছে। কারও উন্নতি হয়েছে, কারও অবনতি হয়েছে। বিরাট-রোহিতের র‍্যাঙ্কিংয়ে অবনতির পাশাপাশি চিপকে সেঞ্চুরি করা শুভমন গিলের অবশ্য উন্নতি হয়েছে।

কানপুরে বৃষ্টির 'ভ্রুকুটি'! আবহাওয়ার পূর্বাভাসে আশঙ্কায় ভারত-বাংলাদেশ

কানপুর, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ কথাতেই আছে একা 'রামে' রক্ষা নেই আবার সুগ্রীব দোসর! এমনিতেই চেন্নাইয়ে প্রথম টেস্ট ম্যাচ খেলতে নেমে রেকর্ড ব্যবধানে হেরেছে বাংলাদেশ। ব্যাটিং-বোলিং দুই বিভাগেই ব্যর্থতার পর প্রবল সমালোচনায় বিদ্ধ হয়েছে নাজিমুল হোসেন শান্তের দল। এছাড়াও দলের প্রধান অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের চোট নিয়েও জর্জরিত টাইগাররা। তবে এসবের মধ্যেই 'মাথার ওপর খাঁড়ার ঘা' হিসেবেই নেমে এল কানপুরের আবহাওয়ার পূর্বাভাস। আগামী শুক্রবার (২৭ সেপ্টেম্বর) থেকে শুরু হতে চলা ভারত-বাংলাদেশ সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে প্রথম দুই দিন বজ্রপাতসহ জোরালো বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলেই জানিয়েছে কানপুরের আবহাওয়া দপ্তর। চেন্নাইয়ে প্রথম টেস্টে রেকর্ড ব্যবধানে বাংলাদেশকে হারিয়েছে ভারত। ব্যাটিং এবং বোলিং বিভাগে জঘন্য

পারফরম্যান্স করার পর রেকর্ড ২৮০ রানে হেরে যায় বাংলাদেশি ক্রিকেট দল। তাই কানপুর টেস্টে সিরিজ বাঁচাতে মাঠে নামবেন টাইগার্সরা। তাছাড়া এই লজ্জার হার ঢাকতে জয়ের বিকল্প নেই লিটন-সাকিব-মুশফিকুরদের কাছে। তবে কানপুরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের হোয়াইটওয়াশ করার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে বৃষ্টি। আজ সকালে কানপুরের আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, টেস্টের প্রথম দিন অর্থাৎ শুক্রবার বৃষ্টির সম্ভাবনা ৯২ শতাংশ, শনিবার টেস্টের দ্বিতীয় দিনে সেই সম্ভাবনা ৮০ শতাংশ। তবে শুক্রবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও টেস্ট ম্যাচ মাঠে গড়ানো নিয়ে আশাবাদী উত্তর প্রদেশের ক্রীড়া বিভাগের কর্মকর্তা অমিত পাল। এদিন সংবাদমাধ্যমকে তিনি জানান, ''আমরা জানি যে বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু এই চ্যালেঞ্জ নেওয়ার প্রস্তুতি আমাদের আছে। নিষ্কাশনব্যবস্থাও এখানে ভালো। আশা করছি,আমরা এখানে পুরো খেলাটাই আয়োজন করতে পারব।'' আসন্ন অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ভারতের প্রতিটি পিচে সবুজ ঘাসের উইকেট বানিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। চেন্নাইয়ে প্রথম টেস্টেও বাউন্সি উইকেট পেয়েছিলেন দুই দেশের ক্রিকেটাররা। সেই উইকেটে কিছুটা ঘাসও ছিল, সকালের সেশনে উইকেটে আর্দ্রতা থাকায় সাহায্য পেয়েছিলেন দুই দলের পেসাররা। তবে কানপুরের উইকেট ঐতিহ্যগতভাবে পুরোপুরি ব্যাটিং সহায়ক। তবে এবারে উইকেট একটু অন্যরকম হতে পারে বলেই জানিয়েছেন নির্বাচক কমিটির সদস্যরা। তবে এছাড়াও বৃষ্টিরও একটা প্রভাব থাকতে পারে কানপুরের উইকেটে।

সব দিক থেকেই প্রস্তুত, বিশ্বকাপের আগে ভরসার বার্তা ক্যাপ্টেন হ্যারির

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

পুরুষদের টি-টোয়েন্টিতে চ্যাম্পিয়ন ভারত। এ বার হরমনপ্রীতদের পালা? গত এশিয়ান গেমস ক্রিকেটে ভারতের পুরুষ ও মহিলা দুই ক্রিকেট দলই সোনা জিতেছিল। অনূর্ধ্ব ১৯ মেয়েদের বিশ্বকাপও জিতেছে ভারত। তবে সিনিয়র স্তরে ভারত কখনও আইসিসি ট্রফি জেতেনি। এটাই বড় আক্ষেপ। এ বার সেই স্বপ্নই দেখছেন ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা। বেশ কয়েক বার সেমিফাইনাল এমনকি ফাইনাল অবধি পৌঁছলেও সেই বাধা আর পেরনো হয়নি। টি-টোয়েন্টিতে অবশ্য একবারই ফাইনালে উঠেছে। ২০২০ সালে হরমনপ্রীত কৌরের নেতৃত্বেই। এ বার সেরা টিম নিয়ে বিশ্বকাপে যাচ্ছেন, এমনটাই দাবি ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌরের। বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার আগে কী বলছেন ভারত অধিনায়ক? বাংলাদেশে হওয়ার কথা ছিল এ বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। যদিও নিরাপত্তাজনিত কারণে শেষ মুহূর্তে টুর্নামেন্ট আরব আমির শাহিতে সরানো হয়। দুবাই এবং শারজাতে হবে বিশ্বকাপের ম্যাচগুলি। ৩

অক্টোবর থেকে শুরু হচ্ছে টুর্নামেন্ট। ২০০৯ সাল থেকে শুরু হয়েছে মেয়েদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। প্রথম ট্রফির খোঁজে ভারত। দুবাই রওনা হওয়ার আগে বিশ্বকাপ নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর ও হেড কোচ অমোল মুজুমদার। বিশ্বকাপ প্রসঙ্গে হরমনপ্রীত কৌর বলছেন, ''এটাই আমাদের সেরা টিম। দীর্ঘ সময় ধরে সকলে একসঙ্গে খেলছি। গত বছরও ট্রফির খুব কাছে পৌঁছেছিলাম।'' প্রস্তুতি নিয়ে যোগ করলেন, ''যে সমস্ত বিষয়ে আমাদের ভুল ত্রুটি ছিল, সবই কভার করেছি। অনেক ক্ষেত্রেই ছোট ছোট ভুলের জন্য ট্রফি হাতছাড়া হয়েছে। এ বার সব দিক থেকেই প্রস্তুত।'' এ বারের এশিয়া কাপের ফাইনালে শ্রীলঙ্কার কাছে হেরে রানার্স হয় ভারত। একজন বাদে, সেই টিমটাই বিশ্বকাপের জন্য ধরে রাখা হয়েছে।

ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াড-হরমনপ্রীত কৌর, স্মৃতি মান্ধানা, শেফালি ভার্মা, দীপ্তি শর্মা, জেমাইমা রডরিগজ, রিচা ঘোষ, যস্তিকা ভাটিয়া, পূজা বস্ত্রকার, অরুন্ধতী রেড্ডি, রেনুকা সিং ঠাকুর, দয়ালান হেমলতা, আশা শোভানা, রাধা যাদব, শ্রেয়াঙ্কা পাটিল, সজনা সজীবন।

সাদা-কালো সমর্থকদের ধন্যবাদ জানালেন অ্যালেক্সিস, কিন্তু কেন?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ শেষ মরসুমে আইলিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। সেই সুবাদেই এবার আইএসএল খেলার ছাড়পত্র উঠে এসেছে তাঁদের কাছে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ছিল সেই দিন। নিজেদের ঘরের মাঠে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেছিল সাদা-কালো ব্রিগেড। যেখানে তাঁদের লড়াই করতে হয়েছিল শক্তিশালী নর্থইস্ট ইউনাইটেডের বিপক্ষে। গোটা ম্যাচ জুড়ে অনবদ্য পারফরম্যান্স করেও শেষ রক্ষা হয়নি। আলাউদ্দিন আজিরেইয়ের গোলে পরাজিত হতে হয়েছিল ব্ল্যাক প্যান্থার্সদের। সেই হতাশা ভুলে দিনকয়েক আগে ফের নিজেদের ঘরের মাঠে দ্বিতীয় ম্যাচ খেলতে নেমেছিল ময়দানের এই প্রধান। সেই ম্যাচে এগিয়ে থেকেও আসেনি জয়। নিঃসন্দেহে তা হতাশ করেছে মহামেডান সমর্থকদের। তবে সেইসব এখন

অতীত। আগামী ২৬শে সেপ্টেম্বর নিজেদের প্রথম অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে আন্দ্রে চেরনিশভের ছেলেরা। যেখানে তাঁদের লড়াই করতে হবে শক্তিশালী চেন্নাইয়িন এফসির বিপক্ষে। ওয়েন কোয়েলের এই দলের বিপক্ষে তিন পয়েন্ট পাওয়া যে সহজ হবে না সেটা ভালো মতোই জানেন সকলে। তাই সবদিক মাথায় রেখেই অনুশীলন করেছে গোটা দল। আগামীকাল চেন্নাইয়ের উদ্দেশ্য রওনা দেবে গোটা দল। তাঁর আগেই সমর্থকদের ভালোবাসা পেয়ে মুগ্ধ অ্যালেক্সিস গোমেজ। কিছু ঘণ্টা আগেই নিজের সোশ্যাল সাইটে মহামেডান সমর্থকদের তৈরি একটি ওয়াল পেইন্টিংয়ের ছবি শেয়ার করেন এই আর্জেন্টাইন তারকা। যেখানে মহামেডানের মাস্কে লেখা রয়েছে এবার আইএসএল। নিজের দমে। নিজের জোরে। পাশেই আঁকা রয়েছে দলের কোচ আন্দ্রে চেরনিশভের ছবি। মূলত একটি চেয়ারে বসে রয়েছেন তিনি। কোচের হাতে রয়েছে আইলিগ সহ বেশকিছু ট্রফি। পাশাপাশি তাঁর সামনে রাখা বহু কাঙ্ক্ষিত আইএসএল ট্রফি। সেইসাথে দেওয়ালে আঁকা রয়েছে মহামেডানের বেশ কয়েকজন ফুটবলারের ছবি। যাদের মধ্যে অন্যতম অ্যালেক্সিস গোমেজ। অর্থাৎ দল যে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য নিয়েই এসেছে তাঁর ইঙ্গিত দিচ্ছেন সমর্থকরা। সেই ছবি নেট মাধ্যমে তুলে ধরে গোমেজ লেখেন, সকল সমর্থকদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের এত ভালোবাসা দেওয়ার জন্য।

৩১ বছর বয়সে হঠাৎ খেলা ছেড়ে দিলেন ভারানে

রোম, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে খেলেছেন ১০ বছর। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর সতীর্থ রাফায়েল ভারানে হঠাৎ ৩১ বছর বয়সে অবসর নিলেন। এর আগে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসর নিয়েছিলেন তিনি। এ বার ক্লাব ফুটবল থেকেও অবসর নিয়ে নিলেন। ফ্রান্সের হয়ে ২০১৮ সালে বিশ্বকাপ জিতেছিলেন ভারানে। ২০১১ সালে ১৮ বছরের তরুণ ভারানেকে দলে নেয় রিয়াল মাদ্রিদ। ২০২১ সালে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে যোগ দেন ভারানে। সেখানে খেলেন তিন বছর। এই মরসুমে তিনি ইটালির কোমো ক্লাবে যোগ দেন ভারানে। সেই দলেই নতুন ভূমিকায় দেখা যাবে তাঁকে।

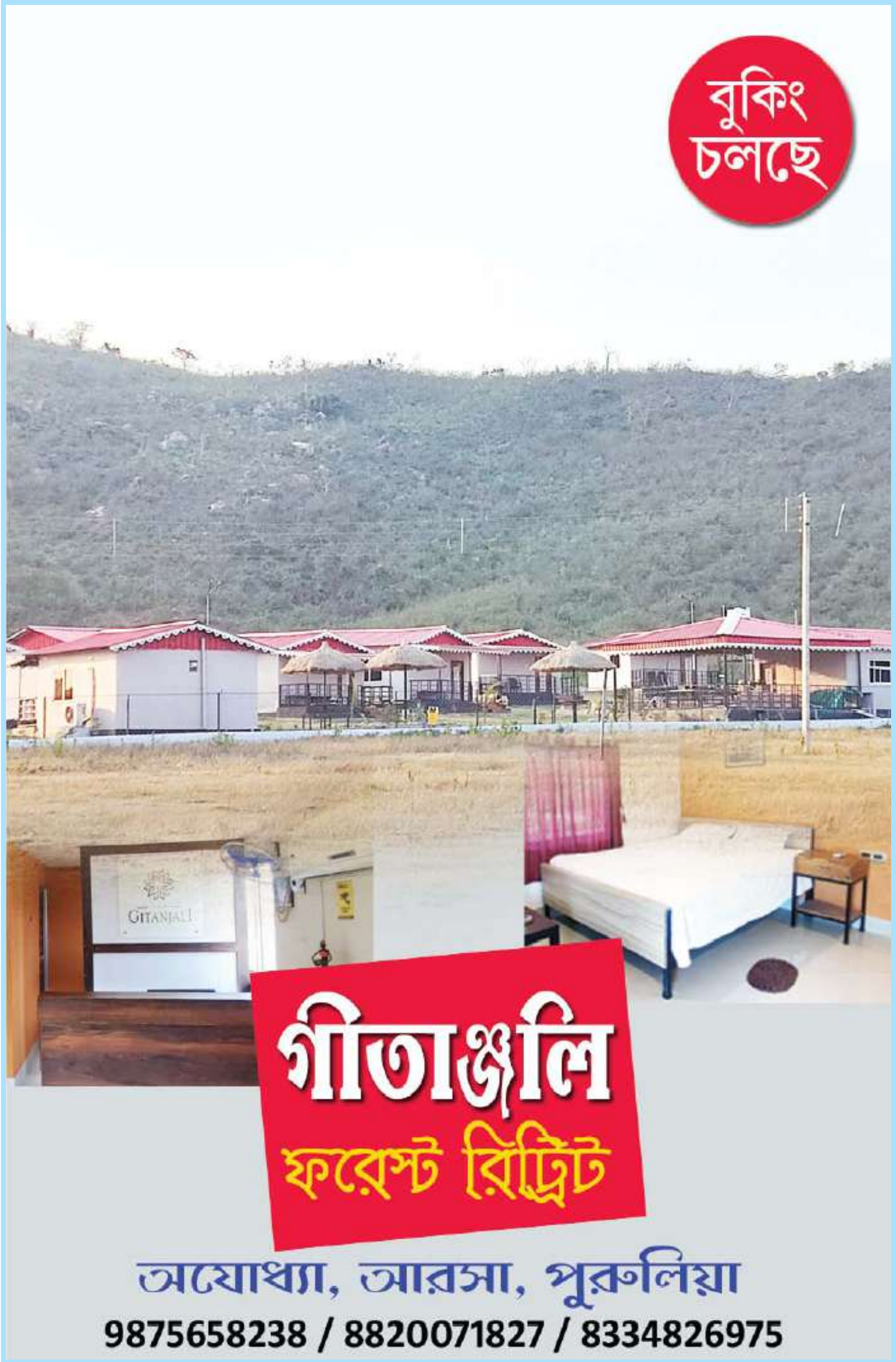

রিয়ালকে আশঙ্কায় ফেললেও আনচেলত্তির রেকর্ড ঠেকাতে পারল না আলাভেস

মাদ্রিদ, ২৫ সেপ্টেম্বরঃ ৪৮ মিনিটের মধ্যে ৩-০ গোলে এগিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ। এরপর ফল কী হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। ভুল। ফুটবল এত সহজ হলে তো হতোই। তাহলে তো আর দ্বিতীয়ার্ধের শেষ ১০ মিনিটের খেলা দেখে মনে হতো না রিয়ালকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল আলাভেস। ৮৫ এবং ৮৬ মিনিটে দুই গোল করে সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে রিয়ালের পয়েন্ট কেড়ে নেওয়ার স্বপ্নও দেখতে শুরু করেছিল দলটি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তা আর হয়নি। ৩-২ গোলের জয় তুলে নিয়েছে কার্লো আনচেলত্তির দল। এই জয়ের মধ্য দিয়ে লা লিগার ইতিহাসে প্রথম কোচ হিসেবে টানা ৩৯ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড গড়লেন আনচেলত্তি। লা লিগায় প্রায় এক বছর আগে আতলেতিকো মাদ্রিদের মাঠে হেরেছিল রিয়াল। আর ইতালিয়ান কোচ আনচেলত্তি এই পথে ভেঙেছেন রিয়াল সোসিয়েদাদের কোচ আলবের্তো ওরমায়েক্সার টানা ৩৮ ম্যাচ অপরাজিত থাকার রেকর্ড। আলাভেজের বিপক্ষে এই ম্যাচ দিয়ে রিয়াল কোচ হিসেবে ৩০০তম ম্যাচের মাইলফলকও ছুঁলেন আনচেলত্তি। মিগুয়েল মুনোজের পর রিয়ালের ইতিহাসে দ্বিতীয় কোচ হিসেবে মাইলফলকটির দেখা পেলেন আনচেলত্তি। ম্যাচের বেশির ভাগ সময় রিয়ালই আধিপত্য বিস্তার করে খেলেছে। আর গোলের শুরুও করেছে ১ মিনিটের মাথায়। ফেদে ভালভের্দের লম্বা পাস ধরে লুকাস ভাসকেজকে গোলের বল বানিয়ে দেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। জোরালো শটে গোল করতে অসুবিধা হয়নি

ভাসকেজের। ২২ মিনিটে কিলিয়ান এমবাপে গোল করলেও অফসাইডের কারণে বাতিল হয়। ১৮ মিনিট পরে অবশ্য জুড বেলিংহামের সঙ্গে ওয়ান-টু খেলে ঠিকই গোল আদায় করে নেন রিয়ালের এই ফরাসি ফরোয়ার্ড। লিগে এটি তাঁর পঞ্চম গোল। বিরতির পর প্রতি আক্রমণ থেকে আলাভেস গোলকিপার আন্তনিও সিভেরার দুই পায়ের ফাঁক গলে রদ্রিগো গোল করার পর মনে হয়েছিল সহজই জয়ই পেতে যাচ্ছে লা লিগার ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা। কিন্তু রিয়ালের বাজে ডিফেন্ডিংয়ের সুযোগ নিয়ে দুই মিনিটে দুটি গোল পেয়েছে আলাভেস। ৮৫ মিনিটে বক্সের মাথা থেকে বাঁকানো শটে গোল করেন আলাভেসের মিডফিল্ডার কার্লোস ভেনাভিয়েজ। পরের মিনিটে তাঁর পাস থেকে গোল করেন এনরিক গার্সিয়া। জয়ের পর রিয়াল কোচ আনচেলত্তি বলেছেন, ''এটাই ফুটবল। ভাবতে পারেন, খেলায় জয় নিশ্চিত হয়ে গেছে কিন্তু তারপর প্রতিপক্ষ একটি গোল করে আত্মবিশ্বাস পেয়ে গেল এবং জিতেও গেল। এটাই ঘটে ফুটবলে। অবশ্যই আমরা চাই না এটা ঘটুক। কিন্তু এমন কিছু হতেই পারে।'' ৬৯ মিনিটে রদ্রিগোর বদলি হয়ে নামা রিয়ালের আরেক ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার এনদ্রিক লাল কার্ড দেখা থেকে বেঁচে গেছেন। ৮৩ মিনিটে আলাভেস ডিফেন্ডার সান্তিয়াগো মৌরিনিকে 'অব দ্য বল (বল ছাড়া)' চ্যালেঞ্জে হাঁটু দিয়ে গুঁতো মেরেছেন। তাঁকে হলুদ কার্ড দেখান রেফারি। কিন্তু আলাভেস কোচ লুইস গার্সিয়া প্লাজা রেফারির এই সিদ্ধান্তে খুশি হতে পারেননি। ম্যাচ শেষে বলেছেন, ''এনদ্রিকের ঘটনায় লাল কার্ড দেখা উচিত ছিল। শেষ ১০ মিনিটে একজন অতিরিক্ত নিয়ে খেলা উচিত ছিল আমাদের। অন্য কিছু না, এটা লাল কার্ডই ছিল। আমি এটা নিয়ে আর কথা বলব না।'' এনদ্রিক শুধু বিতর্কই তৈরি করেননি এই ম্যাচে, একটি শট আলাভেসের পোস্টেও মেরেছেন। ৭ ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে রিয়াল। তাদের চেয়ে এক ম্যাচ কম খেলে ১ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে বার্সেলোনা। ৭ ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় অ্যাথলেটিক বিলবাও।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com